
শপথ
কাজী শাহনুর হোসেন

শপথ

কাজী শাহনূর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

বাফেলো ফর্ক, সুইটগ্রাস ফ্ল্যাটস। ভোরের ধূসর আলো গায়ে মেখে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট শহরটা। কাঠের ফুটপাথগুলো নির্জন, ধুলোটে মেইন স্ট্রীট ফাঁকা এবং হিচরেইলগুলো শূন্য। এমনকি পরম শান্তি বিরাজ করছে ল্যাবিন সেলুনটিতেও। বারের এক কোণে আর্মচেয়ারে আরাম করে বসে রয়েছে এক বারটেন্ডার, হাই তোলায় ফাঁকে উদ্দেশ্যবিহীন পাতা উল্টাচ্ছে বহুল ব্যবহৃত পত্রিকাটির। ওর সামনে, মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো পড়ে রয়েছে পিপে আর খালি চেয়ার টেবিল। ওপ্রান্তে দেয়ালের উঁচুতে লটকানো ঘড়িটার পেন্ডুলাম দুলে চলেছে একঘেয়ে ভঙ্গিতে। নিস্তব্ধতায় ঘেরাটোপ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুধুমাত্র এক খাইভারের নাক ডাকার জোরাল শব্দে। একটা সাইড টেবিলে শরীর এলিয়ে পড়ে রয়েছে সে।

গুড়িয়ে উঠল ব্যাটউইং এবং সেলুনের বয়, ময়লা পোশাকের লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রবেশ করল। মগজে একটু ছিট মত আছে ওর। খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি চমৎকার মানিয়েছে বসন্তের দাগ ভরা মুখটায়, কানের কাছে গুটলি পাকানো না কাটা চুল। পালচে, পিঙ্গলাটে চোখে অনুনয় আর অজানা শঙ্কার অদ্ভুত দৃষ্টি। লোকে 'ল্যাংড়া' বলে ডাকে ওকে।

চোখ তুলে চাইল বারকীপ, সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে পত্রিকায় মন দিল।

এলোমেলো পায়ে ক্লিনিং শুরু করল ও। স্পিটুন জড় করার ধাতব শব্দে ঘুমন্ত তরুণটি নড়েচড়ে উঠল অস্বস্তিভরে, মাথা তুলে অনিশ্চিত চোখে পিটপিটিয়ে চেয়ে, দু'হাতে কপাল টিপে ধরে গোঙানির আওয়াজ করল: একটু ধাতস্থ হয়ে ওপাশে দেয়াল ঘড়িটায় দৃষ্টি ফেলল। পাঁচটা বিশ।' আওড়াল অবিশ্বাসের সুরে। 'হতেই পারে না!' টেবিলে হাতজোড়া রেখে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘদেহী, তরুণ এক রাইভার, তবে টেক্সানদের তুলনায় অতিরিক্ত লম্বা নয়। ওর ছোট করে ছাঁটা লাল চুল ব্রাশের শক্ত লোমের মত দেখাচ্ছে। মলিন হিকরি শার্ট, দাগপড়া প্যান্ট আর স্পারড বুট ওর পরনে। ছিপছিপে দেহটিতে এক রত্তি বাড়তি মেদ নেই, বরঞ্চ কঠোর রাইডিঙের ছাপ পরিষ্কার। ওর নীল চোখজোড়ায় সাধারণত হাসিখুশি, ডোন্ট কেয়ার একটা ভাব লক্ষ করা যায়, এমুহূর্তে অবশ্য ভোঁতা দৃষ্টি ও দুটোতে।

সবাই জানে সুইটগ্রাস বেসিনের সবচাইতে প্রাণচঞ্চল ছেলে এই টিম ড্রিউস। 'বুল' ড্রিউসের ছোট ছেলে, বেসিনের সব শ্রেষ্ঠ জোড়া দিলেও যার প্রকাণ্ড রেঞ্জের নাগাল পাওয়া যাবে না। দিলখোলা, বেপরোয়া স্বভাবের টিম এসব নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামায় না। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াই ওর বৈশিষ্ট্য, এবং এ ব্যাপারে তার কোন পরোয়া নেই। লোকে পছন্দ করে টিমকে। কঠিন পরিস্থিতিতে কখনও

পিছপা হতে দেখা যায়নি ওকে।

এ মুহূর্তে যা-হয়-হবে ভঙ্গিটা অনুপস্থিত ওর মধ্যে। টলতে টলতে মেঝে ধরে এগোচ্ছে সে, অবশেষে বারে পৌঁছে কৃতজ্ঞচিত্তে মুখ-থুবড়ে পড়ল ওটার ওপর।

বারকীপ হাতের পত্রিকাটা রেখে দিয়ে দূর প্রান্তে সরে গেল।

'এই, হ্যালো!' বিড়বিড় করে ডাকল টিম, 'কি খাইয়েছ আমাকে, মনে হচ্ছে ঘোড়ায় লাথি মারছে মগজের মধ্যে।' গুঙিয়ে উঠে বলল, 'জীবনেও তো কখনও এমন লাগেনি।'

'কুছ পরোয়া নেহী,' সান্ত্বনা দিল বারকীপ। কয়েকটি বোতল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, তারপর মিশ্রণটায় দ্রুত একবার পেশাদার নাড়া দিয়ে, ফেনায়িত গ্লাসটা এগিয়ে দিল নুয়ে পড়া টিমের দিকে: 'মেরে দাও!' পরামর্শ দিল।

গ্লাসটা আঁকড়ে ধরল টিম, বিতৃষ্ণার চোখে তরলটুকু পর্যবেক্ষণ করে ঢক ঢক করে চালান করে দিল গলায়। খালি গ্লাসটা ঠক করে বারে নামিয়ে রেখে মুখ বিকৃত করল। 'এবার দুই আঙুল হুইস্কি দাও দেখি,' বলল, 'জঘন্য স্বাদটাকে ছুটিয়ে তাড়াই।'

বারকীপ একটা বোতল হড়কে ঠেলে দিলে, ওর রোগী হঠাৎ এক ঝটকায় সিধে হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার সোনা!'

অন্ধের মতন হাতড়ে হাতড়ে সাইড টেবিলটার দিকে এগোল ও। ওখানে পৌঁছে, পাগলের মত অনুসন্ধিৎসু চোখ বোলাল চারধারে, নজরে পড়ল একটা গানি স্যাক পড়ে আছে মেঝেতে। ওটা ছোঁ মেরে তুলে ঝাঁকিয়ে দেখল। অবিশ্বাসে বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি।

বারে বার্টেন্ডার নগ্ন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ঘটনাটা: 'কিছু হারিয়েছে নাকি, টিম?'

'বারো হাজার ডলার!' গম্ভীর স্বরে বলল রাইডার, হাতের গানি স্যাকে চোখ তার। 'কোন শালা চোট্টা জানি লুট করেছে!' এক হাতে বস্তাটাকে হিঁচড়ে, অপর হাতে কপাল চেপে ধরে শোকাকুল টিম ড্রিভস বারে ফিরে এল।

'আমার টেবিলের কাছে কাউকে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলে?' ব্যগ্র স্বরে শুধাল।

মাথা নাড়ল বারকীপ। 'নাহ্: লেজি হ্যামারের বদলে মাঝরাতে আমি যখন এলাম তুমি তখন বেহুঁশ। লোকজনও কমে এসেছিল, কই কাউকে তো দেখিনি তোমার টেবিলের আশপাশে।'

কাছের একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে, ধোঁয়াটে মাথাটা মরিয়ার মত খাটাতে চেষ্টা করল টিম। 'সন্ধ্যার দিকে রাইড করে এসেছি,' আওড়াচ্ছে, 'লিভারী স্টেবলে বাকস্কিনটাকে ছেড়ে, অস্টটার স্টেজ ধরার আগে কয়েকটা ঘণ্টা এখানে কাটাতে চেয়েছিলাম: একটা···দুটো ছোট ড্রিঙ্ক নিয়েছি: কিন্তু তাতে তো এমন হওয়ার কথা না!'

'তোমার মনে হয় গুণতে ভুল হচ্ছে,' বলল বারকীপ।

'প্রশ্নই ওঠে না,' ঘোরলাগা কণ্ঠে বলল টিম। 'বাবাকে তো চেনো তুমি! বলে

দিয়েছিল মিউল ক্রীকের গরুর ব্যাপারীকে টাকাটা না দেয়া পর্যন্ত যেন মদ না ছুঁই। রেঞ্জ বুল কিনছে বাবা। না, মদ খাওয়ার মুড ছিল না আমার।' কোন্ মুখে দাঁড়াবে গিয়ে বাবার সামনে ভেবে চিকন ঘাম ফুটল টিমের কপালে।

বারকীপ চুপ করে থাকাই মনস্থ করল। স্পিটুন সংগ্রহরত খোঁড়া বয়টি থমকে দাঁড়িয়ে, লালচে চোখ মেলে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাইল টিমের উদ্দেশে। 'তুমি তখন আউট ছিলে, মিস্টার ব্রিউস, একদম আউট!'

'পিস্তলটা দাও!' গর্জে উঠল টিম। বারের নিচে শেলফে রাখা ছিল গানবেল্টটা, ওটা তুলে ওপরে রাখল বারকীপ।

গোমড়া মুখে ওটা কোমরে পরে ব্যাটউইংএর উদ্দেশে পা বাড়াল টিম।

দুই

বাইরে, নক্ষত্রের ভাঙা হাট, সুদূরবর্তী চূড়াগুলো এখন উদীয়মান সূর্যের সোনালী পরশে ঝলমল করছে। কিন্তু কাউটাউনটি এখনও ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। চারদিক সুনসান। একটা খেঁকি কুকুর নিশ্বাসে নাক টানতে টানতে চাকার দাগ বসা রাস্তাটার ওদিকে দৌড়ে গেল, একটা গলিমুখে ইঁদুরের দল ডাস্টবিনের উপচানো ময়লা নিয়ে ব্যস্ত।

কুটপাথে বুটের শব্দ তুলে শেরিফের অফিসের উদ্দেশে পা চালাল টিম। মেজাজটা খিটখিটে হয়ে আছে তার।

পাথুরে দেয়ালে ঘেরা কাউন্টি কোর্টহাউজটার সরু, উঁচু জানালাগুলোয় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বিমূঢ়তার সঙ্গে তখনও যুঝছে তরুণ, পাথরের ধাপ বেয়ে উঠে, সুইংডোর ঠেলে চওড়া, আবছায়া করিডরটা ধরে এগোল। দেয়ালের উঁচুতে সুসজ্জিত প্রদীপ জ্বলছে অনেকগুলো। একটাকে শুধু সলতে কমিয়ে জ্বেলে রাখা হয়েছে।

দু'ধারে বন্ধ দ্বারে কাউন্টি কর্মকর্তাদের নামাঙ্কিত। একটা দরজার তলায় মৃদু আলোর রেখা। টিম দরজাটা ঠেলে কাউন্টি শেরিফ নীল হার্ভের অফিসে পা রাখল।

ঘরটা উঁচু ছাদের, ছিমছামভাবে গোছানো। দেয়ালগুলোয় অসংখ্য 'ওয়ান্টেড' পোস্টার সাঁটা, সেগুলোর নিচে গোটা ছয়েক স্ট্রেটব্যাকড চেয়ার এক সারে রাখা। এক কোণে, গান র‍্যাকে কটা কটা শটগান, দূর প্রান্তে ভারী একটা রোল-টপ ডেস্ক, সরু জানালাগুলোর নিচে সিগারেটে পোড়া একটা সেটী। ঘেরা একটা প্রদীপ ধোঁয়া উড়িয়ে জ্বলছে।

ডেস্কে তোলা পা আড়াআড়ি রেখে, পুরু গদি আঁটা সুইভেল চেয়ারে দলা পাকিয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে এক লোক। ওর ফ্লানেলের শার্টে 'ডেপুটি শেরিফ' লেখা ব্যাজ আঁটা।

টিমের অধৈর্য একটা হাত কাঁধে পড়তে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠল ও। চোখ পিটপিটিয়ে, ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাড্ডিসার লোকটা নাইট ডেপুটি। গেভিন রেনি। সে হাই চেপে নীরিখ করল আগন্তুককে। 'তা কি-খবর?' শুধাল :

'খবর ছিল এটার মধ্যে,' কর্কশ স্বরে বলল টিম। 'এখন নেই।' খালি গানি স্যাকটা দেখাল।

বস্তাটা পরখ করল রেনি, কপালে চিন্তার ভাঁজ। 'মানে?' জিজ্ঞেস করল।

'এটায় বারো হাজার ডলারের সোনা ছিল।'

মৃদু শিস দিল ডেপুটি। 'বলো কি! সরাল কে?'

'আমি কি জানি,' কণ্ঠে বেদনা ঝরে পড়ল টিমের। 'টাল হয়ে পড়ে ছিলাম।'

'এটা মিথ্যে না!' টেনে টেনে বলল রেনি। 'আমি বরং শেরিফকে নিয়ে আসি।' সিদ্ধান্ত নিল ও।

চেয়ারে বসে পড়ল টিম, আর রেনি হ্যাট মাথায় চড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

করিডরে পদশব্দ পেয়ে দরজার দিকে চাইল টিম। ওটা হাট করে খুলে যেতে হোঁতকা মত এক লোক থপথপিয়ে প্রবেশ করল ঘরে। কালো প্যান্ট, উঁচু বুট, প্লেইড শার্ট এবং চামড়ার কোট পরা লোকটা তড়িঘড়ি এসেছে বোঝা গেল। তেরছা হয়ে রয়েছে ওর স্টেটসন, অগোছাল চুল বেরিয়ে আছে তার ফলে, শার্টের বোতামগুলো খোলা, চোয়ালে রুক্ষ দাড়ি। খাড়া মুখে লেগে থাকা হাসিটা আন্তরিক। রোববারের ভোরে বিছানা থেকে তুলে আনায় বিরক্ত হলেও তার প্রকাশ দেখা গেল না মুখের চেহারায়।

টিম যদ্দূর মনে করতে পারে, নীল হার্ভে সুইটগ্রাস কাউন্টির পুনঃনির্বাচিত শেরিফ। একজন রসবোধসম্পন্ন দক্ষ লম্যান সে, সুচতুর রাজনৈতিক জ্ঞানেরও অধিকারী, কখন চোখ বুজে বসে থাকতে হবে তার চাইতে ভাল কেউ জানে না। তার যা বয়েস তাতে এখন স্যাডল ছেড়ে অফিস আগলে বসে থাকা উচিত।

শেরিফ পেগে হ্যাট লটকে, গদিমোড়া সুইভেল চেয়ারে ধপাস করে দেবে বসে বিষণ্ণ রাইডারটির দিকে চাইল।

'তো, টিম,' কথা পাড়ল, 'রেনি বলল কি নাকি ঝামেলা হয়েছে তোমার।'

'বিরাট ঝামেলা!' বলল তরুণ। একটা কালো সিগার টিপ কামড়ে ফেলে দিল হার্ভে, দাঁতে চেপে আগুন ধরাল। নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ওটার ধোঁয়া টানতে টানতে আয়েশ করে চেয়ারে বসে পুরো কাহিনীটা শুনে গেল।

'কিছু মনে কোরো না, টিম,' মুচকি হাসল ও। 'বুল তোমাকে বারো হাজার ডলার প্যাক করতে দিল কি মনে করে?'

পাল্টা হাসল টিম, খানিকটা বোকাটে দেখাল হাসিটা। বেসিনে নিজের সুখ্যাতি (!) সম্বন্ধে ভালই অবগত ও।

'বাবা ষাঁড় কিনেছে,' ব্যাখ্যা করল। 'জানোই তো চেক-ফেক বা কাগজের

শপথ

টাকায় তার বিশ্বাস নেই। কাজ-কারবার সব সোনাতেই চলে। শরীরটা খারাপ লাগছিল তার আর স্টীভ তো পিস্তল ছোঁবে না। তাই আমাকেই দায়িত্বটা দিয়েছিল।'

ভুল নির্বাচন, মনে মনে বলল নীল হার্ভে বেসিনের সবাই জানে সেলুনের ব্যাটউইং টিমকে চুম্বকের মতন টানে। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করল না সে।

'সোজা-সাপ্টা ঘটনা,' বলল হার্ভে। 'শনিবারের রাতে সেলুন ছিল লোকজনে ঠাসা। কোন স্যাডল-বাম টাকাটা তুলে নিয়েছে। তুমি এমনই মাল টেনেছ যে কিছু টের পাওনি। কে ছিল তোমার সঙ্গে?'

'কেউ না!' ত্বরিত জবাব টিমের। 'গলা থেকে ধুলো সাফ করতে ঢুকেছিলাম ওখানে, সময়টাও কেটে যাবে ভেবেছিলাম, স্টেজের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তো। থলি সাপকে যে সোনা ভরেছি কারও জানার কথা না।'

'হয়তো বলে ফেলেছিলে মুখ ফস্কে। তুমি তো আবার দোস্তী পাতাতে ওস্তাদ।'

নিরাশার সঙ্গে মাথা নাড়ল টিম। 'আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

'চক্কর দিতে গিয়ে আমি কিন্তু তোমাকে বেহুঁশ পেয়েছি,' অবদান রাখল রেনি। 'পেটের মরুভূমিতে খুবসে পানি দিয়েছ।'

'থাক, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিতে হবে না,' বলল শেরিফ, আমুদে হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল। 'আমরা চারপাশে নজর রাখব, অচেনা লোক বা দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে এমন কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখব। বলা যায় না জ্যাকপট হিট করে বসতে পারি।'

ছোট্ট এই প্রবোধটুকু সম্বল করে বিদায় নিল টিম।

কোর্টহাউজের ধাপ ভেঙে যখন নামছে তখনও মেইন স্ট্রীট ফাঁকা, কিন্তু বার্গার ল্যান্ডের জানালায় হলদে আলো দেখা গেল। দু'মগ ব্ল্যাক কফি খাওয়ার পরও মাথাটা সীসের মতন ভার হয়ে রইল ওর। হুইস্কি, অসহায়ভাবে ভাবল ও, আগে কখনও এভাবে বশ করতে পারেনি ওকে। ভগ্নহৃদয় টিম লিভারী থেকে তার বাকস্কিনটা ছাড়িয়ে র‍্যাঞ্চের রাস্তা ধরল। এত বড় একটা ক্ষতি করে দিল বাবার, নিজের কাছেই ছোট বোধ করছে টিম। অল্প যে ক'জন কাল সেলুনে ছিল তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ-খবর করেছে সে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি।

সূর্য তেরছা হয়ে উঠছে এমনিসময় বক্স বি দৃষ্টিসীমায় এল ওর। র‍্যাঞ্চটা ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মেডিসিন ক্রীকের সঙ্গে মিশে, পেছনে হেলে পড়া উইলো আর ঘনবদ্ধ চ্যাপারাল তৃণ শ্যামল এক ঠাসবুনুনীর সৃষ্টি করেছে। ইতস্তত ছড়ানো রক-অ্যান্ড-অ্যাবোড র‍্যাঞ্চহাউজটির চারপাশে এক সারে বাঙ্কহাউজ, কুক শ্যাক, মস্ত হর্স বার্ন, কাটা হে বার্ন, পাশ খোলা ওয়াগন শেড আর ব্ল্যাকস্মিথের শপ। এলাকাটা দেখতে একটা ছোটখাট শহরের মত। মাথার ওপরে একটা উইন্ডমিল অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে। তার দিয়ে ঘেরা চারণভূমির উঁচুতে ধুলো ঝুলে রয়েছে, চোখে পড়ছে ছাড়া ছাড়া স্যাডল

ধূলিময় উঠনে প্রবেশ করল টিম, পানির পাত্রের কাছে লাগাম টেনে ধরল, বাকস্কিনটাকে পানি পান করিয়ে আলগা করে দিল জিনের ফিতে। তারপর কাছের করালটার রেইলে লাগামের ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে লম্বা শ্বাস টানল। এবার মন্থর পায়ে খাড়ির উদ্দেশে এগিয়ে চলল। বাঙ্কহাউজের শেডের দেয়ালে ঠেস মেরে বসে আড্ডা দিচ্ছে পাঞ্চাররা, কেউ কেউ করালের টপ রেইলে কাকের মত জবুথুবু হয়ে বসে লক্ষ করছে ওকে। বুল আর ওর ভাই স্টীভ ছাড়া আর কেউ জানে না ও সোনা প্যাক করেছিল। নিজের অজান্তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল টিম, লম্বা, ঋজু রাইডারটিকে বাঙ্কহাউজের দরজার চৌকাঠে উদাসী ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ওর ঠোঁট থেকে ঝুলছে সিগারেট, ঘামের দাগওয়ালা একটা পুরানো স্টেটসন হ্যাট দিয়ে চোখ ঢাকা। আল কব ওয়েস্ট ফর্কে, আদি বক্স হেডকোয়ার্টারে ফোরম্যানের কাজ করে। কিন্তু ওটা এখন একটা সাবসিডিয়ারী র‍্যাঞ্চ, ষোলো মাইল পশ্চিমে ব্ল্যাকওয়াটারের পাড়ের কাছে। রবিবারগুলোতে বুলের নির্দেশ জানতে এখানে আসে সে, এবং বুলকেও সজাগ থাকতে হয় যাতে টিমের সঙ্গে তার লাগালাগি না বাধে। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি থেকেই পরস্পরের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার অগ্নিবর্ষণ করেছে ওরা। অবস্থা এমন পর্যায়েই পৌঁছেছিল শো ডাউন হয়ে যেতে পারত যে কোন সময়। অগত্যা ওয়েস্ট ফর্কে কবকে পাঠিয়ে সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে বুল ড্রিউস। টিমকেও পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছে ওমুখো যেন না হয় সে।

কেউটে সাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর লোক হিসেবে পরিচিতি আছে আল কবের। ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে তার দেহে। মানুষ আর ঘোড়ার ক্ষেত্রে নির্দয় লোকটা, নিষ্ঠুর গানফাইটার, বেপরোয়া, কিন্তু বুল নির্ভর করতে পারে ওর ওপর। কাজ যত শক্তই হোক না কেন, নালিস না জানিয়ে যথাসময়ে তা সেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে কব। বুল নিজেও একরোখা লোক, কাজেই তার ফোরম্যানের যত বদনামই থাক গায়ে মাখে না।

টিম পাশ কাটালে চ্যালেঞ্জের সুরে চেঁচিয়ে বলল কব, 'কি হে, টিম, খবর কি?'

সংক্ষিপ্ত মাথা নাড়ল ও।

'ঠোঁটটা আরেকটু নিচে নামলে মাড়িয়ে ফেলবে মনে হচ্ছে!' বিদ্রূপ ঝরাল কব।

চরকির মতন ঘুরল টিম, এগিয়ে গেল কৃষ্ণকায় ফোরম্যানের উদ্দেশে। শরীরের গঠনে দু'জনের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বয়সের কারণে একটা ভারিক্কি ভাব রয়েছে আল কবের।

'তাতে তোমার কি,' খেঁকিয়ে উঠল টিম। 'নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও!' গত ক'ঘণ্টার হতাশা আর ক্রোধ ছিপি খুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বিদ্বেষের দৃষ্টি ঝলসে গেল কবের চোখে।

'অত খেপছ কেন? কি এমন খারাপ কথা বলেছি?'

পরমুহূর্তে বিদ্যুচ্চমকের মত পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, সমানে হাত চলছে। চোখের নিমেষে আলস্য ঝেড়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন পাঞ্চাররা। করাল রেইল থেকে লাফিয়ে নামল জনা কয়েক, ছুটে এল দল বেঁধে বাঙ্কহাউজ, বার্ন থেকে, যোদ্ধাদের চারপাশে হৈ হৈ করে একটা রিং তৈরি করে দিল।

ওদের বুটের দাপটে জমাট ধুলো উড়ছে। পাঁয়তারা লক্ষ করা গেল না লড়িয়েদের মধ্যে। পায়ে পায়ে তাল মিলিয়ে, চোখে আগুন ঝরিয়ে পরস্পরকে তুলোধুনো করার চেষ্টায় রত, মুঠির মুগুর ব্যবহার করছে দু'জনেই। দর্শকদের চেঁচামেচি স্তব্ধ হয়ে গেছে, এখন শুধু কানে আসছে ঘুসির ভোঁতা শ। টিমের ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্তের সরু ধারা নেমেছে। আল কবের বাঁ চোখটা কত দ্রুত বুজে যেতে পারে সে প্রতিযোগিতাই করছে যেন, কালো হয়ে গেছে চামড়া। একটা ভাঙা দাঁত এক পাশে থুথু মেরে ফেলল ও. অস্ফুট গালিগালাজ আর হাঁপানির ফাঁকে দুমাদুম চলছে মুষ্ট্যাঘাত।

র‍্যাঞ্চহাউজের কাছ থেকে এসময় গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ।

'অ্যাই, থামো বলছি!' ঘিরে দাঁড়ানো পাঞ্চাররা নীরবে হাওয়া হয়ে যেতে লাগল, ষাঁড়ের মত এক লোককে উঠন পেরিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে আসতে দেখে ফাইটারদের চাইতে মাথায় খাটো বুল ব্রিগস, কিন্তু পাশে যেন আস্ত এক ভালুক।

গটগট করে ওদের কাছে এসে থামল বুল, রক্তাক্ত, ক্লান্ত যোদ্ধারা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে।

ধূসর ভ্রূর নিচে নীল চোখজোড়া বিদ্ধ করল টিমকে।

'এখানে কি তোমার?' প্রশ্ন ছাড়ল।

ফাটা ঠোঁট থেকে রক্ত মুছল শার্টের হাতায় রাইডার।

'ভেতরে গিয়ে বলব,' কাটখোট্টা সুরে বলল।

ফোরম্যানের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করল এবার বুল

'সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' রুক্ষ স্বরে বলে উঠল। 'রাইড!' বিনাবাক্যব্যয়ে ঘুরে হাঁটা দিল আল কব।

র‍্যাঞ্চার বাসার দিকে পা বাড়ালে পিছু নিল টিম।

লম্বা, নিচু ছাদের একটা লিভিংরূমে প্রবেশ করল ওরা, জানালার খড়খড়ি দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে আলোর ইকড়িমিকড়ি। ঘরটা সুসজ্জিত, কিন্তু নারী হাতের ছোঁয়া পড়ে না পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। সিগারেটের পোড়া দাগ আসবাবপত্রে, কার্পেটের এখানে সেখানে পড়ে আছে নেভা টুকরো : স্টক জার্নাল আর মেইল অর্ডার ক্যাটালগগুলো উপচে পড়ছে চকচকে ওক টেবিলটা থেকে। কটা স্যাডল দেখা যাচ্ছে স্তূপীকৃত এক কোণে, অপর প্রান্তে একটা উইনচেস্টার .৪৪ আর একটা বেডরোল দাঁড় করিয়ে রাখা। চামড়ামোড়া রকার ধরময় ; একটা চওড়া শিংঅলা গরুর মাথা লটকানো পাথুরে ফায়ারপ্লেসটার ওপরে।

ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে বুল, একটা রকারে বসল।

'শুনছি!' খাউ করে উঠল।

'তোমার ভাল লাগবে না, বাবা,' মিনমিন করছে টিম।
লৌহকঠিন একজোড়া চোখ স্থির হলো ওর মুখে।
'শুনি?'
'আমি সোনা হারিয়ে ফেলেছি!' বলতে গিয়ে যেন মাটিতে মিশে গেল টিম।

তিন

টিমের নীল চোখজোড়া বাবার জকুঞ্চিত চেহারায় স্থির, কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাবা রাগে ফেটে পড়বে ভেবেছিল সে, কিন্তু বুলের কর্কশ মুখটার একটা পেশীও নড়তে দেখা গেল না। ল্যাবিস সেলুনের ঘটনাটা খুলে বলেছে সে।

'জো!' ঘোঁত করে উঠল বুল, 'আবার মাতলামি হয়েছে!' চোখ দিয়ে অন্তর অবধি জরিপ করছে ছেলের। তারপর বিকট গর্জন বেরোল ওর গলা থেকে। 'স্টীভ!'

আধখোলা সাইড ডোরটা ঝট করে খুলে যেতে টিমের ধারণা হলো ওর সৎ ভাইটা বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সমস্ত শুনছিল। ঘরে ঢুকল স্টীভ।

বুলের বড় ছেলেটি ব্যতিক্রমী স্বভাবের, বাবা-ভাইয়ের সঙ্গে চেহারাতেও কোন মিল নেই, দেখে মনে হয় শহুরে এক অ্যাকাউন্টেন্ট বুঝি ভুলক্রমে এসে হাজির হয়েছে এই সুইটগ্রাস বেসিনে।

বেঁটে, লিকলিকে ছেলেটি চটপটে ও আত্মকেন্দ্রিক। সবসময় বাবু সেজে থাকতে ভালবাসে, এমুহূর্তে তার পরনে সিল্কের সাদা শার্ট, নেকটাইয়ের বদলে রুমাল, সযত্নে ইস্তিরি করা প্যান্ট আর পালিশ করা জুতো। রোদ গায়ে লাগানোর চিহ্ন নেই চামড়ায়, মুখের ওপর তীক্ষ্ণ, বাঁকা নাকটা দেখলে সুদখোর বলে মনে হয়। আটাশ বছরের তুলনায় কম দেখায় ওকে। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে একমাত্র মিল পাওয়া যায় তার নীল চোখজোড়ায়, অভিব্যক্তিহীন হিমশীতল সে দৃষ্টি। ভায়োলেন্স ঘৃণা করে স্টীভ—নিজে কখনও জড়ায় না এসবে—বন্দুকবাজি করার বা তাস পেটানোর অভ্যেস নেই, যদিও তার সাদা, নরম হাত দুটো কোন জুয়াড়ীর হলেই বুঝি মানাত। বাপ খানিকটা অবজ্ঞা করে ওকে, ওটাকে অবশ্য নির্লিপ্তভাবে উপেক্ষা করে স্টীভ, কিন্তু প্রচ্ছন্ন একটা শত্রুতা রয়েছে ওর দুঃসাহসী, বেপরোয়া টিমের সঙ্গে। আসলে, অপরিহার্য লোক সে, বুল আর টিম যেহেতু খাতা-কলমের কাজ মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। খাতা-পত্রের হিসাব, র‍্যাঞ্চের রেকর্ড, কেনা-বেচার রশিদ সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ হালনাগাদ রাখতে তার জুড়ি নেই।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক পাল গরু তাড়িয়ে নিয়ে সুইটগ্রাস বেসিনে এসেছিল বুল, একাজে ওকে সাহায্য করেছিল লম্বাচুলো টেক্সান ক্রুদের একটি দল। কোমাঞ্চি, রেনিগেড আর রাসলারদের যখন তখন হামলা সত্ত্বেও সেক

অনমনীয় দৃঢ়তার কারণে টিকে গেছে বুল, গড়ে-তুলেছে বক্স বি; এখন ওর ব্র্যান্ডের গরু চরছে বেসিনের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে।

টাকার মুখ দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই বৌয়ের মুখ দেখতে চাইল ও, এবং পশ্চিমে উপযুক্ত মহিলা চিরদিনই দুষ্প্রাপ্য। কাজেই মেইল অর্ডারে বৌ আমদানী করল সে শিকাগো থেকে। শহুরে, আধুনিকা মহিলাটি তার নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে র‍্যাঞ্চের জীবনযাত্রায় মানিয়ে নিল। কিন্তু সুখ বেশিদিন সইল না বুলের কপালে। শীঘ্রি বিপত্নীক হলো সে, কিন্তু তার আগে পেল তার প্রথম সন্তান স্টীভকে। পরে আবার বিয়ে করল সে, বেসিনেরই এক র‍্যাঞ্চ মালিকের মেয়েকে। গুটিবসন্ত তাকেও খেল, কিন্তু সে-ও উপহার দিয়ে গেল একটি সন্তান--টিম।

বেসিনে টিমের পরিচিতি ফুর্তিবাজ বুলের যৌবনকালের ছোট সংস্করণ হিসেবে, কিন্তু স্টীভ—লোকে বলে হোহ্, ওর মত কেরানী দিয়ে কি হবে?

চড়ুইয়ের মত জড়সড় ভঙ্গিতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল স্টীভ, উপেক্ষা করছে টিমকে। 'ডেকেছ আমাকে?' শুধাল এবার বাবাকে।

'টিমকে যা বলব সেটা তোমারও শোনা দরকার,' গম্ভীর সুরে বলল বুল। 'বোকা পাঁঠাটা মদ খেয়ে সোনা খুইয়েছে।' অপরাধী ছেলেকে পরখ করে বলে চলল, 'তোমার মত একটা গর্দভকে এতবড় দায়িত্ব দেয়াটাই ভুল হয়েছিল। এতদিনেও কিচ্ছু শিখল না ছাগলটা। সেই ছোটবেলা থেকেই শুধু ঝামেলা পাকিয়ে আসছে। বহুত টাকা নষ্ট করেছ এখন পর্যন্ত। আর না! একটা পিস্তল আর ঘোড়া ছাড়া আর কিছু পাবে না আমার কাছ থেকে। যাও, দূর হও!'

হাঁ হয়ে গেছে টিম, চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। প্রচণ্ড বকুনির আশঙ্কা করেছিল সে, কিন্তু এটা কি হলো? 'বাবা আমি...' বলতে চাইল ও।

'ভাগো!' গর্জাল বুল।

'ঠিক আছে,' উদ্ধত সুরে পাল্টা বলল টিম। 'আমার এখানে থাকার ঠেকা পড়েনি। চলে যাব আমি যেদিকে দু'চোখ যায়।'

ঘোঁত শব্দ করে রকার ত্যাগ করল বুল, ভারী পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হতচকিত টিম ওর অপসৃয়মাণ দেহের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'বাবা কি বলল শুনলে তো, টিম!' মুখরোচক ভঙ্গিতে বলল স্টীভ। 'বলার অবশ্য কারণও আছে।'

জ্বলন্ত চোখে সৎ ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল টিম। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'মাতাল হয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত অত টাকা হারালে কোন্ বাপ সহ্য করবে?' জোর দিয়ে বলল স্টীভ। 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে!'

ছোটজনের হাত দুটো মুঠো পাকাল আবার খুলল।

'তোমাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলব,' গর্জন ছাড়ল। তারপর হতাশায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে, উঠনের উদ্দেশে পা বাড়াল।

পানির পাত্রের কাছে পৌঁছে যান্ত্রিকভাবে জিনের ফিতে এঁটে স্যাডলে দোল

খেয়ে চেপে বসল টিম। দিনের দ্বিতীয় আকস্মিক আঘাতটায় তখনও অসাড় বোধ করছে।

দুলকি চালে বাফেলো ফর্কে পৌঁছে, ঘোড়াটা নিত্যকার অভ্যাসবশে ল্যাবিস সেলুনের উদ্দেশে যাত্রা করল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে জানোয়ারটাকে রেইলে বাঁধল টিম, তারপর সেলুনের সামনে বেঞ্চিটায় বসে পড়ল। জীবনে এই প্রথমবার, মদ খেতে মন চাইল না ওর। বক্স বি থেকে এতদূর আসার পথে পুরো বিষয়টা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখার প্রচুর সময় পেয়েছে ও, এবং যতই ভাবছে এ নিয়ে ততই অসহায়বোধ গ্রাস করছে ওকে।

বুলকে দোষ দেয় না সে। নিজেই তো বোঝে তপ্ত কড়াইয়ে খইয়ের মতন ফোটার স্বভাব ওর, সর্বক্ষণ ছটফটানি। কঠোর রাইডিং, আকণ্ঠ মদ্যপান, মারামারি, ভাবল ও, এই নিয়েই তো জীবন ওর। আগামীকালের কথা কখনও মাথায় আনে না সে, তার যত চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে; খাও-দাও, ফূর্তি করো। ব্যর্থতার রেকর্ড খেড়ে গিয়েছিল আগেই, কোনদিনই সুষ্ঠুভাবে কোন দায়িত্ব পালিত হয়নি ওকে দিয়ে, আর এবার তো বারো হাজারের ক্ষতি শেষ পেরেকটা ঠুকে দিল কফিনে। এখন কি করা? কাউপোকের কাজ ছাড়া আর কি জানে সে? কপাল ভাল হলে চাকরি মিলবে, আর চাকরি মিললে মাসে মাত্র ত্রিশ ডলার বেতন। বেশ, সিদ্ধান্তে এল ও, গরু পালতে হলে বেসিনে থেকে কি হবে, দূরে কোথাও চলে যাবে যেখানে কেউ অভিযোগের আঙুল তুলবে না।

সেলুনের ভেতর থেকে মৃদু গলার কথাবার্তা শুনে চট করে লেফ্টি হ্যামারের কথা মনে পড়ে গেল টিমের, কাল সন্ধ্যায় ও-ই মাংসের ডিপোটাই ড্রিঙ্ক সার্ভ করেছিল। মোটকু এখন আবার শিফ্ট পাল্টে এসেছে, হয়তো চুরির ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারবে।

বিকেলের সবে শুরু, সেলুনে প্রবেশ করলে জনা কয়েক পাঞ্চারকে দেখতে পেল টিম। শহরে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা ভিড় জমায় রাস্তার ওমাথায় 'কার্লো' সেলুনে। ওর প্রতি লোকেদের উৎসুক নজর লক্ষ করে উপলব্ধি করল ছড়িয়ে গেছে সোনা চুরির খবর।

লেফ্টি হ্যামার থলথলে দেহের বেঁটে এক লোক, কালো বোতামের মত খুদে চোখ দুটো তার সারাক্ষণ ঘুরছে। চোয়ালের নিচে ঝুলছে আলগা চর্বির থাক। অ্যাপ্রনের নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভুঁড়ি।

'কেমন আছ, টিম!' তীক্ষ্ণ সুরে বলে, হেলেদুলে এগিয়ে এল ওর উদ্দেশে। ইয়া মোটা শরীরে চিকন কণ্ঠস্বরটা হাস্যকর শোনায়। 'কুত্তাটার রক্ত খেতে মন চাইছে, না?' হেসে উঠল নিজের রসিকতায়। তারপর সংযত হয়ে বলল, 'খুব দুঃখজনক!'

'হুঁ!' কাটা উত্তর দিল টিম। 'হুইস্কি দাও একটা।'

মোটা বারকীপ বোতল আর গ্লাস ওর সামনে রাখলে বলল, 'শোনো, লেফ্টি, কাল রাতে আমাকে সার্ভ করার কথা মনে পড়ে?'

'কেন পড়বে না!' খল খল করে হাসল লোকটা। 'খুব উদাস দেখাচ্ছিল তোমাকে। আস্ত বোতল সাবড়ে দিলে–'

'আমি ঢুকে দু'আঙুলের অর্ডার দিয়েছিলাম।'

'তাই তো!' সায় জানাল বারকীপ। 'বোতল তো এল পরে।'

'সকালে উঠে তো ওটা দেখতে পাইনি।'

ক্ষণিকের জন্যে থতমত খেয়ে গেল মনে হলো লেজি, তারপর স্থূল কাঁধ তুলে বলল, 'ন্যাংড়া খালিগুলো তুলে নেয়।'

'বোতলে আমার সঙ্গে আর কেউ ভাগ বসিয়েছিল?' টিম নাছোড়।

'কেউ না!' জোরাল স্বরে জানাল লেজি হ্যামার।

'সেলুনে মনে হয় অনেক লোক ছিল।'

'একদম ঠাসা।'

'কোন অচেনা কেউ?'

'তেমন তো কতই আসছে-যাচ্ছে।'

টিম ড্রিঙ্কটা গিলে বেরিয়ে পড়ল। লেজি হ্যামার কোন উপকারে তো এলই না, বোতল কেনার কথা তার নিজেরও কিছু মনে পড়ছে না।

বাইরে এসে, কাঠের শামিয়ানার নিচে অনিশ্চিত মনে দাঁড়িয়ে রইল ও। এ সময় রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ছুটে এল একটা সরেল, ঘামে জবজব করছে ওটার দেহ। স্যাডলে স্বচ্ছন্দ ভারসাম্য বজায় রেখে বসা এক তরুণী, মেঘবরণ চুল ঝর্নার মত ভেঙে পড়েছে পিঠ ছাপিয়ে। ওর পরনে পাঞ্চারের পোশাক–ধূসর শার্ট আর নীল ডেনিম। গলার আলগা ফাঁসে ঝুলছে ব্যান্ডানা; ঢাকা পড়েনি দেহের ক্ষিপ্র বাঁক। ওর লাল ঠোঁট, কোমল গোল মুখ, আর গাঢ় চোখের ঝিকিঝিকি আগুন প্রতিফলিত করছে অনিন্দ্য সৌন্দর্য। মার্সিয়া নোলান এলাকায় সুন্দরী, প্রাণবন্ত মেয়ে হিসেবে পরিচিত। ওকে দুনিয়ায় আনতে গিয়ে মারা পড়েছে ওর মা বেচারী। ওর বাবা, লায়ন র‍্যাঞ্চের মালিক, জন নোলান রাখঢাক করার চেষ্টা করেনি সে ছেলে চেয়েছিল–এবং মার্সিয়াকে ঠিক সেভাবেই মনের মত করে বড় করেছে। ক্যাটল সামলাতে পারে তার মেয়ে, চারপেয়ে যে কোন প্রাণী দাবড়াতে কারও চাইতে কম যায় না, আর দড়ি হাতে তো রীতিমত বিশেষজ্ঞ। বেসিনের অনেকেই লাগাম পরাতে চেষ্টা করেছে মেয়েটিকে কিন্তু হালে পানি পায়নি; টিম ড্রিউস ছাড়া আর কাউকে পাত্তা দেয় না এই মেয়ে।

টিমকে দেখে, রাশ টেনে দ্রুতগতি সরেলটাকে হড়কে দাঁড় করাল ও। এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে, ওটাকে বেঁধে রেইলের নিচ দিয়ে গলে এল।

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় ধেয়ে আসছে সে টিমের দিকে। ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় লম্বা দেখাচ্ছিল ওকে, কিন্তু এখন দেখা গেল টিম ওর চাইতে এক মাথা উঁচু।

'ওহ্, টিম!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। 'খুব খারাপ লাগছে শুনে।'

'যাক, একজন সমব্যথী পেলাম,' টেনে টেনে বলল টিম।

'সকালে শুনেছি,' উত্তেজনার সুরে বলে চলল মেয়েটি, 'শুনেই চলে গেছি তোমাদের ওখানে। স্টীভ তোমার বাবার কথা বলল। তুমি তার কথা ধোরো না, রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে বসেছে! ওসব তার মনের কথা না। পরে ঠিকই ভুল বুঝতে পারবে।'

'ভুল নিজের ভুল বুঝতে পারবে!' আড়ষ্ট হাসল টিম। 'তবেই হয়েছে।... এ জীবনে না।'

'কিন্তু তুমি কি করবে ভাবছ?'

'দূর হয়ে যাব।'

ওর বাহু চেপে ধরল মার্সিয়া। 'না...বেসিন ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ।'

আঁকড়ে ধরে রইল ওকে মার্সিয়া। 'না, টিম। আমার কথা শোনো। বাবার বয়স হয়েছে। তার একজন ফোরম্যান দরকার। আমরা...'

'আমি কেন ম্যাঙকে বিয়ে করব না!' কাটা কাটা কণ্ঠে বলল টিম।

'তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো!' আবদার জুড়ল মার্সিয়া।

বাঁকা হাসি ফুটল টিমের ঠোঁটে। 'নিয়ে যাব-কোথায়? ঘোড়াটা ছাড়া আর কি আছে আমার?'

'আর কিছুর দরকার কি?' আগ্রহভরে বলল মেয়েটি। 'আমিও কাজ করব তোমার সাথে।'

'একটা স্প্রেড গড়ে তুলব আমরা, তাই না?' প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনটে সিলভার ডলার বের করে আনল টিম। 'এতে হবে?' ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল।

'বাবা শূন্য থেকে শুরু করেছিল।'

'আর আমি একশো থেকে। কিন্তু এখন আমি নর্দমার পোকা। না, মার্সিয়া,' অনুশোচনার সুরে বলল, 'এ হয় না।'

মেয়েটি পিছে সরে এসে অগ্নিদৃষ্টি হানল ওর উদ্দেশে।

'সোজা বলে দিলেই পারো আমাকে পছন্দ হয় না।'

'ব্যাপারটা তা না, মার্সিয়া।' প্রতিবাদ করল টিম।

'এছাড়া আর কি?' ডান হাতে মুখ চেপে কান্না বোজা স্বরে বলল মার্সিয়া। তারপর পিঠ ফিরিয়ে ঘোড়াটার বাঁধন খুলে ওটায় চড়ে সবেগে ছুটিয়ে দিল। নাকে মুখে ধুলো গিলতে বাধ্য হলো টিম। ক'মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে অশ্ব ও তার আরোহীকে চলে যেতে দেখল ও। ওরা দৃষ্টিসীমার আড়াল হলে শ্রাগ করে রেইলের কাছে এল, লাগাম খুলে চেপে বসল নিজের বার্কাশ্ডনে। এবার কোনদিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করে দক্ষিণে, শহরের বাইরে-সুইটগ্রাস বেসিনের বাইরে ঘোড়া ছোটাল।

চার

টিম ড্রিউস সুইটগ্রাস ত্যাগ করার পর ভাবতেও পারেনি, পরোয়াও করেনি, মাঝে পাঁচ পাঁচটা বছর পেরিয়ে যাবে। পাঁচ বছর বাদে আবারও রোদতপ্ত ফ্ল্যাটসে ফিরে এসেছে সে। ভাগ্য, নিয়তি, কিংবা হয়তো স্রেফ দৈব ঘটনাই এজন্যে দায়ী। শুকনো বাকস্কিনটার সওয়ারি হয়ে ফ্ল্যাটসে যখন ফিরল, মনে হলো তার পাঁচ বছর কেন পাঁচ মাসও হয়নি গেছে এখান থেকে। কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না ওর। কাউন্টি কোর্টহাউজের পাথুরে দেয়াল এখনও অটুট; নাপিতের দোকানটা তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে পড়োপড়ো অবস্থায়; লম্বা চুলের স্কার্ট পরা মহিলারা সেই আগের মতই ছেঁক ছেঁক করছে ফোলারের সুবিশাল মার্কেন্টাইল শপটির জানালাগুলোর কাছে; ল্যাবিস সেলুনের বাইরে ঠিকই রেইলে বাঁধা ঘোড়ার পাল।

কিন্তু তবুও একটা পার্থক্য রয়েছে, চোখে পড়ে না কিন্তু অনুভব করা যায়। ওটা ভেবে বের করতে গিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ল টিমের। অবশেষে সিদ্ধান্তে এল অচেনা অনুভূতিটা আসলে রয়েছে তার মনে। শহরটির কোন দোষ নেই।

মোদ্দা কথা, বাফেলো ঘাসের মত টিম ড্রিউসেরও সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটে গেছে। যে লোকটি এইমাত্র শহরে ঢুকল সে অনেক বেশি পোড় খাওয়া, পোক্ত, মদের ব্যাপারে বহুগুণ বেশি সাবধানী; পাঁচ বছর আগে দক্ষিণে পাড়ি জমানো মাথা গরম তরুণটির সঙ্গে খুব সামান্যই মিল আজকের টিমের। সেদিনের হঠকারিতা আজও তার চোখে ঝলসাতে দেখা গেলেও, সেই সহজ আন্তরিক ভঙ্গিটা উধাও হয়েছে। দৃষ্টি এখন ওর শীতলতর, সতর্ক, কঠোর। ঠোঁটের রেখা দৃঢ়, মুছে গেছে হাসিখুশি ভাবটা।

বর্ডার হচ্ছে রাসলার, রেনিগেড আর গুণ্ডা-পাণ্ডাদের স্বর্গরাজ্য। প্রকাণ্ড স্প্রেড মালিকের আদরের ছেলের জীবন সংগ্রামকে উপলব্ধি করার জন্যে আদর্শ ভূমি। বাঁচবে না মরবে তার বিচার হয় যেখানে ড্র-র গতি, বেঁচে থাকার ক্ষমতা কার কত বেশি তার ওপর। টিম ড্রিউস ওসব পার হয়ে এসেছে।

ল্যাবিস সেলুনের বাইরে, ঘুরে রেইলের কাছে এল টিম, স্যাডল থেকে দোল খেয়ে নেমে, বাকস্কিনটাকে বাঁধল শিথিল করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্যাডলে বসে থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পা, ব্যাটউইং ঠেলে সেলুনে ঢুকে থমকে দাঁড়াল ফিকে আলোয়। আঁধারে চোখ সয়ে এলে সবার আগে বারের পেছনে হোঁতকা লেজি হ্যামারের ওপর দৃষ্টি পড়ল ওর। মোটকুটার অন্তত কোন পরিবর্তন হয়নি, ভাবল ও, বরঞ্চ আরও ঢোল হয়েছে ফুলে।

টিম বালি ভরা মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো চেয়ার-টেবিলের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে এগোলে, অলস ভঙ্গিতে গ্লাস মুছতে থাকা লেজি হাতের কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে কালো বোতামের মত চোখ দুটোয় ঝিলিক

খেল অবাক বিস্ময়, তারপর চাঁদপনা মুখটা ভরে উঠল খুশির হাসিতে। 'টিম ড্রিউস না!' পাখির ডাক বেরোল ওর গলা থেকে।

'কেমন আছ, লেজি!' মৃদু হেসে মেহগনীর সামনে এসে দাঁড়াল টিম, ডান হাঁটুর কাছে এঁটে থাকা হোলস্টারের স্ট্রিং আলগা করল, গান বেল্ট খুলে বারে রাখল।

মগ্ন বিস্ময় ফুটল লেজির মুখের চেহারায়। চওড়া চামড়ার বেল্ট, চকচকে হোলস্টার থেকে উঁকি দেয়া .৪৫ এর মসৃণ ওয়ালনাট বাঁট দ্রুত ভ্রু-র জন্যে তৈরি লক্ষ করল হতবিহ্বল দৃষ্টিতে। এবার ওর কুতকুতে চোখে প্রকাশ পেল বোদ্ধার অভিব্যক্তি। গোবদা হাতে বেল্টটা ঠেলে একপাশে সরাতে নড়ে উঠল ওর গলার চর্বি। 'বুঝলে, টিম,' বলল লোকটা, 'তিনবছর হলো কোন আইন নেই শহরে।'

'নীল হার্ড কি এখনও শেরিফ আছে নাকি?' শুধাল টিম।

'হ্যাঁ!'

ঝট করে মুখ তুলল টিম, লেজি হ্যামারের থলথলে মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বারকীপের কণ্ঠে অবজ্ঞা কান এড়ায়নি ওর।

শ্রাগ করে গানবেল্ট পরে নিল ও।

'বীয়ার দাও দেখি এক মগ।'

'বীয়ার!' প্রতিধ্বনি করল বারকীপ, ইতোমধ্যেই হুইস্কির বোতল কাত করেছে গ্লাসে। হতভম্ব লোকটার খুদে চোখ জরিপ করছে খদ্দেরকে।

'ঠিকই শুনেছ,' বলল রাইডার, বাঁকা হাসি ফুটেছে ঠোঁটে বারকীপকে তাজ্জব হতে দেখে।

কাঁধ সামান্য ঝাঁকিয়ে মগের দিকে হাত বাড়াল লেজি।

বীয়ারের মগ হাতে, একটা সাইড টেবিলে গিয়ে, চেয়ার দখল করল টিম। কে জানে কেন, মোটা বারকীপারটার সঙ্গ চিরদিনই বিরক্তিকর লেগেছে ওর। একটা সিগারেট রোল করতে করতে শেরিফ হার্ডের শিথিলতার কথা বিবেচনা করল ও। ঠিক যেন মিলছে না লোকটার চরিত্রের সঙ্গে। দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকেই কঠোর আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছিল সে। শহরে আসা যে কোন পাঞ্চার ও স্ট্রেঞ্জারের প্রথম কাজই ছিল নিকটবর্তী সেলুনে অথবা শেরিফের অফিসে গিয়ে পিস্তল জমা রাখা। মেইন স্ট্রীটে অস্ত্র-সহ ধরা পড়লে সোজা সাতদিনের জেল—কোন কথা-বার্তার অবকাশ ছিল না।

বীয়ারে চুমুক দেয়ার ফাঁকে সিগারেটে আগুন ধরাল টিম, এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে চারধারে নজর বুলাতে লাগল। বিকেলের সবে শুরু। সেলুনে ক্রেতা রয়েছে জনা কয়েক, কিন্তু শহরটির মত এদেরকেও অন্যরকম লাগল টিমের চোখে। শীঘ্রিই কারণটা স্থির করতে পারল ও। আগে ফুর্তিবাজ পাঞ্চারদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করত ও। কিন্তু এই লোকগুলো কেমন যেন গোমড়ামুখো, নিষ্প্রাণ। হোলস্টার থেকে অস্ত্র ঝুলছে এদের, তামাটে মুখগুলোয় চাপা উত্তেজনা, সদা সতর্ক যেন। এ ধরনের লোক বর্ডারে ছিল। সিক্স-গান জমা দেয়ার চাইতে

ব্যবহারেই বেশি অভ্যস্ত ছিল ওরা : শান্তিপ্রিয় পাঞ্চাররা যখন কঠোর পরিশ্রমের পর মাসে ত্রিশ ডলারে তুষ্ট, এরা তখন একশো করে কামাচ্ছে। শকুন যেমন মড়া দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের কাছে রেঞ্জ ওয়র ছিল ঠিক তাই-ই।

সুইটগ্রাস বেসিন সত্যিই অনেক বদলে গেছে।

কাছের টেবিলটার দুই রাইডারের টুকরো-টাকরা কথা কানে আসছে টিমের। 'তিন কাপ্তান নাকি আর লোক নিচ্ছে না–বার্নিং রক আর স্নো মাউন্টেন গানহ্যান্ড ভাড়া করতে পারে...'

'কত দিচ্ছে ওরা?'

'ওই, সবাই যা দেয়, একশো।'

বীয়ারের তলানিটুকু গিলে নিল টিম, চিন্তামগ্ন। এবার ব্যাটউইঙের উদ্দেশে পা বাড়াল, কেউহ্যাউজে যাবে।

শেরিফের অফিসে পা রাখতে, হর্তের গাট্টাগোট্টা দেহটা প্রাচীন রোলটপ ডেস্কটার পেছনে দলা পাকিয়ে বসে থাকতে দেখল। টিমের স্পার চেইনের টুংটাং শব্দে ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইল নীল হার্ডে। লম্যানের পরিবর্তিত চেহারা দেখে বিস্ময়ে থ বনে গেল টিম : ময়দার ভিজে বস্তার মত চেয়ারে বসে আছে শেরিফ। কাঠিন্য দূর হয়ে গেছে শরীর থেকে। কেমন কুঁকড়ানো দেখাচ্ছে তাকে। আগেকার সেই আঁটসাঁট ভেস্ট ঢল ঢল করছে; মুখের সেই লালিমা আর নেই। চওড়া-কপালে বলিরেখা। কথা যখন বলল সেই গমগমে আন্তরিকতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। 'কিহে, টিম ড্রিউস,' সম্ভাষণ জানাল, 'কেমন আছ? এসেছ খবর পেয়েছি।'

'কবরে এক পা চলে গেছে মনে হচ্ছে তোমার,' মন্তব্য করল টিম। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে শেরিফকে দেখে নিল ঠাণ্ডা চোখে।

কাঁধ তুলল হার্ডে। ভঙ্গিটা কেন জানি অসহায়, হতাশ দেখাল : 'লোকের বয়স তো বসে থাকে না,' বলে পুরানো দিনের স্টাইলে, ভেস্ট পকেট থেকে চোখের পলকে সিগার বের করে, মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে দাঁতে ধরে রইল।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে এগিয়ে দিল টিম, তারপর নিজের জন্যে একটা সিগারেট রোল করতে লাগল।

'তোমার "অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ" নীতি পাল্টালে কেন?' প্রশ্ন করল টিম :

'সেই দিন আর নেই,' গম্ভীর সুরে বলল শেরিফ। 'তিন কাপ্তান এখন শহর চালাচ্ছে, তারাই হর্তা-কর্তা-বিধাতা।'

'কারা এই তিন কাপ্তান?'

মুহূর্তের জন্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল টিমের দিকে শেরিফ, তারপর ম্লান হাসি ফুটল তার মুখে : 'ভুলে গেছিলাম এখানে থাকো না তুমি। স্টীড, কব, আর পার্কিন্স এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।'

'স্টীভ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টিম। 'ভুল কিছু বলে না?'

'সে বেঁচে থাকলে তো–হার্ট অ্যাটাক–তুমি চলে যাওয়ার ছ'মাসের মাথায়।'

মনে পড়ল টিমের। এই কাউন্টাউনের ডাক্তার মর্গান বুলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম না করতে। কিন্তু বুল তার কথায় আমল না দিয়ে বড়িগুলো পরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল জঞ্জালের স্তূপে। 'তো বুড়ো ভূতের স্যাডলের মাথা কাটিয়েছে!' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল টিম। 'স্টীভ এখন বক্স চালাচ্ছে। আল কব এখনও ফোরম্যান আছে নাকি?'

'আল কব বার জেডের মালিক।'

বিস্ময়ে চমকে উঠল প্রায় টিম।

'আইজাক ওটা বেচে দিয়েছে? আর কবই টাকা পেল কই?'

'জানি না,' জবাবে বলল নীল হার্ভে। এড়িয়ে গেল সে মনে হলো।

'স্টীভ, আল কব, আর পার্ভিস!' বিড়বিড়িয়ে বলল টিম। এর অর্থ এখনও মাথায় আসছে না ওর, কোন কিছুরই কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না ও। হতবিহ্বল টিম বলল শেরিফকে, 'ওরা মনে হচ্ছে তোমাকে কায়দা করে ফেলেছে, হার্ভে। কিন্তু কিভাবে?'

ক্ষীণ শ্রাগ করল হার্ভে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মুখ খুলবে না সে। ওরা তিনজন এই লোককে পকেটে পুরল কেমন করে?

তিন কাপ্তান! অবজ্ঞায় বাঁকা হয়ে গেল টিমের ঠোঁট। পিস্তল দেখে ভয় পেত যে কেরানী সেই স্টীভ, পিস্তলবাজ আল কব; আর রোনাল্ড পার্ভিস, ওই রেয়েলি হাতের জুয়াড়ী, কী দল একখানা!

আল কব, যে জুয়ার টেবিলে বেতনের সব টাকা উড়িয়ে দিত সে বার জেডের মত একটা র‍্যাঞ্চ কেনার টাকা পায় কোথায়? আর ল্যাবিসের মালিক রোনাল্ড পার্ভিসের সঙ্গে কিসের এত মহরম মহরম স্টীভ ব্রিউসের? শহরটা দখল করতে পারল কিভাবে এই বিদঘুটে জানোয়ারগুলো? বেসিনের অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররা এদের এত বাড় বাড়তে দিল কিভাবে?

শেরিফের দিকে চাইতে ভাবের সঙ্গে তাকে সিগার টানতে দেখল, ঠোঁটে রাজ্যের প্রশ্ন চলে আসতে চাইলেও চেপে যাওয়া স্থির করল টিম। বেত খাওয়া কুকুরের মত হতোদ্যম শেরিফ নীল হার্ভে। ওর পেট থেকে কথা আদায় হবে না। 'আচ্ছা,' ঘোষণা করল টিম অবশেষে, 'চলি!'

গভীর নয়নে ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখল শেরিফ, এবার গলা খাঁকরে নিল।

'টিম,' বলল গম্ভীর স্বরে, 'এখানে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা কোরো না, লাশ পড়ে যাবে। ওই তিনজনকে পারতপক্ষে কেউ ঘাঁটায় না।'

মুচকি হাসল রাইডার। 'গুষ্টি মারি ওদের!' তীব্র স্বরে উত্তর দিল। 'আর তোমাকেও বলি, হার্ভে, আল্লার ওয়াস্তে একটা কিছু করো। এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থেকো না!'

বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্ত চোখে ওকে চলে যেতে দেখল শেরিফ, সিগার চিবোচ্ছে সে।

গভীর চিন্তামগ্ন টিম সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফুটপাথে উঠল। বুল পরপারে, স্টীড, কব আর পার্কিস ছুঁড়ি ঘোরাচ্ছে। নীল হার্ভের হাবভাব দেখে মনে হলো বারুদ নিভে গেছে তার। র‍্যাঞ্চাররা গানফাইটার ভাড়া করছে। বিশৃঙ্খলা চরমে কোন সন্দেহ নেই। এসব কি ঘটছে সুইটগ্রাস বেসিনে? কারও না কারও নিশ্চয়ই জানা আছে উত্তরটা।

মার্কেন্টাইল স্টোরের দোরগোড়ায় রুডি ফোলারের দোহারা অবয়ব চোখে পড়ল টিমের। মসৃণ চেহারার, মাঝারি ফিটফাট লোক এই ফোলার, ঘন ভ্রূর নিচে শান্ত, ধূর্ত একজোড়া চোখ আর চৌকো চোয়ালের ওপর খাড়া নাক তার। শহরের অন্যতম সম্মানিত লোক হিসেবে তাকে মনে রেখেছে টিম। ওর বাবার মত ফোলারও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে একটা খচ্চরের পিঠে ওষুধ-পত্র, পট আর প্যান চাপিয়ে বেসিনে এসেছিল। বছরের পর বছর ধরে তার ফেরী করা জিনিসপত্র কিনে উপকৃত হয়েছে পাঞ্চার, হোমস্টীডার আর র‍্যাঞ্চাররা, তাকেও উপকৃত করেছে। অবশেষে বাফেলো ফর্কে ছোট্ট একটা দোকান খুলেছিল সে। আর এখন সে বেসিনের সবচেয়ে বড় স্টোরটার মালিক, ক্যাটলমেন্স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট; কঠোর পরিশ্রম তাকে তুলে এনেছে অভিজাতের পর্যায়ে। অনেকে তাকে হাড়কেপ্পণ মনে করলেও, টিম জানে ব্ল্যাকওয়াটার হিলসের অনেক ছোট র‍্যাঞ্চার আর শহরের প্রচুর হতভাগ্য লোক তাঁর অনুগ্রহে টিকে আছে। দিনের পর দিন, ফেরত পাবে না জেনেও, তাদেরকে দোকান থেকে বাকি দিয়ে গেছে ফোলার। কোন দুঃস্থ লোক কখনও খালি হাতে ফেরত যায়নি ওর কাছ থেকে।

ফোলার আর বুল, শহরের দুই অগ্রপথিক ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভেতরের খবর কেউ দিতে পারলে এই লোকই পারবে।

'চিনতে পেরেছ? আমি টিম ব্রুস,' স্টোরকীপারের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে প্রশ্ন করল।

ফোলারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর সর্বাঙ্গ মেপে নিয়ে সিক্স-গানে স্থির হলো।

'ও, উড়নচণ্ডী ফিরলে তাহলে!' মন্তব্য করল লোকটা, এবং টিম বুঝে উঠতে পারল না স্টোরকীপারের মনোভাব! বন্ধুত্বপূর্ণ, শত্রুতামূলক নাকি স্রেফ সাবধানী। 'তা আমার এখানে কেন বাছা?'

পাঁচ

'ইনফরমেশন,' রিভলভার স্পর্শ করল টিম। 'ভাড়া করছে কে—আর কেনই বা?'

ওকে পরখ করে নিয়ে মাথা ঝাঁকি দিল ফোলার স্টোরের উদ্দেশে।

'ভেতরে এসো!' আমন্ত্রণ জানাল।

অসংখ্য গলিপথের একটা ধরে তাকে অনুসরণ করল টিম, চারধারে পালিশ করা কাউন্টার, ফুলহাতা শার্ট পরা কেরানীরা ক্রেতাদের নিয়ে ব্যস্ত। শেলফে,

মেঝেতে চোখ ধাঁধানো নানা পদের সব পণ্য; বিভিন্ন শো-কেসে ঘড়ি, অলঙ্কার অস্ত্রের ডিসপ্লে। ছাদের ডাণ্ডা খরগা থেকে ঝুলছে ল্যাম্প, বাকেট ইত্যাদি। মেইল অর্ডার ক্যাটালগে যত বিজ্ঞাপন দেখা যায়; ডবল টিম, তারচাইতে অনেক বেশি পণ্যের প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে এখানে।

স্টোর কীপার পেছনে কাঁচের ঘের দেয়া ছোট্ট একটা অফিসে পা রাখল। এক কোণে একটা স্টীল সেফ, অপর প্রান্তে একটা ক্যাবিনেট। এগুলো, সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রাখা ক্যাটালগের সারি, আর কালির দাগপড়া একটা রোল টপ ডেস্ক ছাড়া আর মাত্র দুটো চেয়ার রাখার মত জায়গা হয়েছে ঘরে।

ফোলার একটায় বসে পড়ে অনাটার দিকে ভ্রূ দেখাল তার চোখ আবারও নিরীখ করল টিমের হোলস্টার। 'তো, পিস্তল ভাড়া খাটাবে তুমি?'

মৃদু হাসল টিম। 'হয়তো,' স্বীকার করল, 'কিন্তু তার আগে শহরের হালচাল বুঝে নিতে চাই।'

'আমি তোমার ব্যাপারে হতাশ, টিম,' স্টোরকীপার বলল শান্ত কণ্ঠে। 'পিস্তল খাটিয়ে পেটের ভাত জোগাড়! তোমার বাপ ছিল বেসিনের সবচাইতে পয়সাওয়ালা লোক, এতদিন ভাবতাম তার অনেক গুণ পেয়েছ তুমি।'

রাইডারের ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল আমুদে হাসিতে। ফোলার বদলায়নি। লোকটার মধ্যে রাখঢাক বলে কোন কথা নেই। চাঁছাছোলা কথার মানুষ। 'আমরা এখানে গানম্যান চাই না,' জোরাল গলায় বলে চলেছে স্টোরকীপার। 'আমাদের দরকার ল'ম্যান–সৎ ল'ম্যান।'

'কেন, নীল হার্ভে আর তার ডেপুটি তো আছেই!'

'হার্ভে!' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ফোলারের কণ্ঠে: 'অপদার্থ একটা! বেসিনে আইন বলে কোন শব্দ নেই।'

হতবিহ্বল দেখাল টিমকে। 'তুমিও একথা বলছ!'

স্টোরকীপার হেলান দিল চেয়ারে, পেটের ওপর দু'হাতের আঙুল খাঁজে খাঁজে বসানো। 'হ্যাঁ,' ভোঁতা সুরে বলল, 'শুনলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এটাই সত্যি। বুল মারা যাওয়ার পর রাসলিঙের হার ভয়ানক বেড়ে গেছে। বার জেডের আইজনারের ওপর দিয়ে গেছে মূল ঝড়টা। শোনা যায় অ্যাশ কবের হাত আছে এর পেছনে। বেচারা শেষ পর্যন্ত কবের কাছে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে পালিয়েছে।'

'কব টাকা পেল কই?' প্রশ্ন ছুঁড়ল টিম। 'ও তো একটা ডলারও জমিয়ে রাখতে পারত না।'

ক্ষীণ হাসল ফোলার।

'ব্যাঙ্ক থেকে পায়নি! আর আমরা সবাই তোমার সৎ ভাইটাকে আন্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। সাপের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সে। ও-ই হচ্ছে নাটের গুরু। ওর কথায়ই আল কব নাচে। সেলুন মালিক রোনাল্ড পার্ভিসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কাউন্টির রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে ওরা। প্রত্যেকটা অফিস মালিক এখন ওর হাতের পুতুল। এসব কাজে ওদের সময় তো লেগেছেই,

কিন্তু বেসিনের লোকে যখন জাগল ততদিনে ওর' তিনজন মহা ক্ষমতাধর হয়ে গেছে স্টীভ তো আমাদের একমাত্র কাগজটাও দখল করে নিয়েছে। "সুইটগ্রাস বিউগল" ছিল মনে নেই? ফোরক্লোজ করেছে ওটাকে।'

'কিন্তু শহরে এত গানম্যান ঘুরঘুর করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল টিম।

'আসলে হয়েছে!' সংক্ষেপে জানাল ফোলার, 'স্বাভাবিক-ভাবেই বিরোধীপক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে তিন কম্পানের, বড় র‍্যাঞ্চাররা ছেড়ে কথা কইবে কেন? কব তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কোমর ভেঙে দিচ্ছে তাদের, স্টক র‍্যাসলিং করছে, স্ট্যামপীড করাচ্ছে, ঝামেলা পাকাচ্ছে নানাভাবে. কমপক্ষে চল্লিশটা গানম্যান আছে তার সঙ্গে; গোটা বেসিন তেতে আছে, বিস্ফোরণ ঘটবে যে কোন সময়।'

'তারমানে র‍্যাঞ্চাররা গানম্যানদের দিয়ে ওদের ঠেকাতে চাইছে।'

সায় জানাল ফোলার। 'হ্যাঁ, কিন্তু সংগঠিত না তারা, যে যার মত লড়ছে; আর তিন বদমাশ ওদের চুরমার করে দিচ্ছে একে একে। পরিস্থিতি খুব খারাপ। সবার এখন অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি।'

'আইন মানা নাগরিকদের মনে হচ্ছে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে,' মন্তব্য করল টিম।

ক্লান্ত হাসল স্টোরকীপার। 'মাস্তান তিনটেকে শায়েস্তা করবে কে? প্রেস, কাউন্টি, শেরিফ সবই তো ওদের হাতে। জোর যার মুলুক তার।'

'তাই বলে সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে!' ঘৃণা ঝরল টিমের কণ্ঠে।

'করবেই বা কি?' ফোলারের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে হতাশার ছাপ। 'আমি তো স্টেজে করে রাজধানীতেও গেছি, পরিস্থিতি জানিয়েছি আইন সভার সদস্যদের, দেখা করেছি গভর্নরের সঙ্গে। সবাই মুখে দুখে খুব আহা উঁহু করল কিন্তু কাজের বেলায় ঠনঠন। আমাকে পাগল ঠাওরেছে হয়তো। অস্টিনেও লোক আছে স্টীভের। সর্বদিকে কড়া নজর কেউটেটার।'

ঠাণ্ডা সিগারেট চিবোতে চিবোতে ফোলারের কথাগুলো হজম করল টিম। তিনজন লোক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে গোটা শহরে, শুনতে অবিশ্বাস্য লেগেছে ওর. সহসা প্রশ্নবাণ ছুঁড়ল ও, 'আচ্ছা, নীল হার্ভেকে ওরা নির্বিষ করল কিভাবে?'

'কি করবে, কথা না শুনলে চাকরি যাবে,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ফোলার। 'বউ আর পাঁচটা বাচ্চা নিয়ে বড় সংসার ওর। চাকরি খুইয়ে পথে বসতে কে চায় বলো, তাছাড়া বয়সও তো কম হয়নি।'

'তোমাকেও মুখ বন্ধ করিয়ে রেখেছে?'

'এতক্ষণ কি শুনলে? বললাম না রাজধানীতে গেছিলাম, চেষ্টা-চরিত্র কম করিনি।' কঠিন হয়ে উঠেছে কণ্ঠ ওর। 'আমি ব্যবসা করি। রাজনীতির একশো হাত দূরে থাকতে চাই। কিন্তু এটা বুঝি, ওদের ঠেকানো না গেলে শহরটায় আর বসবাস করা যাবে না, জঙ্গল হয়ে যাবে।' গভীর চোখে টিমকে জরিপ করে বলল, 'বোধহয় বেশি কথা বলে ফেললাম।'

'বলে ভুল করেছ,' পাল্টা বলল টিম। 'জানি হলে' আমার। বোঝা যাচ্ছে সব টেক্কা এখন স্টাইডের হাতে।'

'আমাদের একমাত্র আশা ছিল,' স্বীকার করল ফোলার, 'গভর্নর টেক্সাস রেঞ্জারদের পাঠিয়ে সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে দেবে। কিন্তু এখন বুঝি সে গুড়ে বালি।'

উঠে পড়ল টিম। 'সব জানালে বলে তোমাকে ধন্যবাদ।' হোলস্টার স্পর্শ করল ও। 'সামনে ব্যস্ত সময় আসছে দেখতে পাচ্ছি।'

'গানম্যানদের পোয়াবারো!' কাটা ক[redacted]নাল স্টোরকীপারের গলার স্বর।

স্টোরের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত টিম, উল্টেপাল্টে ভেবে দেখছে ফোলারের কথাগুলো। ন্যান্সির রেইলে ঘোড়া বাঁধা মনে পড়তে মন্থর পায়ে এগোল সেদিকে। ঘোড়ায় চড়ে শ্লথগতিতে হিগিন্স লিভারী অ্যান্ড ওয়াগন ইয়ার্ডের উদ্দেশে রওনা হলো, মেইন স্ট্রীটের দক্ষিণ প্রান্তে অতিকায় এক রঙের বাক্সের মত দাঁড়িয়ে ওটা।

প্রকাণ্ড বার্নটায় যখন প্রবেশ করল আশপাশে কেউ নেই তখন। জ্যাক হিগিন্স, অনুমান করল টিম, এখনও বোধহয় দুপুরের লম্বা ঘুমের অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি। বাকস্কিনটাকে জলপান করিয়ে, স্যাডল খুলে একটা র‍্যাকে রেখে, স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটটা ছড়িয়ে দিল। এবার লাগাম ছড়িয়ে, একটা পাত্রে শস্য ঢেলে দিল উদার হাতে। জানোয়ারটা গোগ্রাসে গিলছে, ওটাকে গানি স্যাক দিয়ে ভালমতন দলাইমলাই করল টিম, পরিষ্কার করল ঘাম আর ট্রেইলের ধুলো।

ঘোড়াটার পরিচর্যা শেষে, কাঁধে স্যাডলব্যাগগুলো তুলে কাঠের তৈরি খাঁচেলো হোটেলটার উদ্দেশে পা চালাল। খুদে, চৌকো লবিতে রাখা চামড়ার রকারগুলোর যাচ্ছেতাই অবস্থা, জানালাগুলো বোধহয় তার শহরত্যাগের পর আর ধোয়া-মোছা হয়নি। চশমাপরা কেরানীটির সামনে কাউন্টারে একটা ডলার ফেলে চাবি নিল ও, তারপর কার্পেটবিহীন সিঁড়ির ধাপ ভেঙে উঠে গেল নিজের রূমে।

নিচে আবার নামছে যখন দেখতে পেল ময়লা রকারে একজন দখলদার বসা। এক মহিলা। ওর আনত ভাসা ভাসা দৃষ্টি স্থির হলো যখন দেখল মহিলা আর কেউ নয়, মার্সিয়া নোলান। হৃৎপিণ্ডের গতি মুহূর্তে দ্রুততর হলো টিমের।

মেয়েটি আগের সেই সৌন্দর্য ধরে রেখেছে এখনও, মনে মনে বলল টিম, ধীর পায়ে নেমে আসছে ও। কিন্তু মেইন স্ট্রীটে, পাঁচ বছর আগে, বিদায়ের ক্ষণটিতে যে ঝড় তুলে চলে গিয়েছিল মার্সিয়া তার সঙ্গে এখন নির্লিপ্ত বসে থাকা মেয়েটির কোন মিল খুঁজে পাওয়া ভার। কেমন যেন ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কালো চুল ছোট একটা বনেটের নিচে নিখুঁতভাবে জড় করা, হালকা রঙের ড্রেসটার ঝুল পায়ের পাতা ছুঁয়েছে। গলা অবধি বোতাম আটকানো, সোনার সাদামাঠা একটা ব্রোচও দেখা গেল। বয়সের তুলনায় খানিকটা যেন বয়স্ক দেখাচ্ছে ওকে, স্কুল টীচারসুলভ মনে হলো টিমের। অবশ্য লাল ঠোঁট, মায়া

মাখানো গোল মুখ আর গাঢ় কালো চোখে কোন পরিবর্তন আসেনি।

সিঁড়ির গোড়ায় নেমে আসতে চকিতে ওর দিকে মুখ তুলে চাইল মার্সিয়া, এবং এখন কাছ থেকে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো টিমকে। মার্সিয়া লোগান সত্যিই বদলে গেছে। ওর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে অবদমনের চিহ্ন। মুখটা আগের চাইতে শুকনো, কিছুটা কাঠিন্যও এসেছে। চোখে আগের সেই প্রাণস্পন্দন নেই, কেমন যেন ভোঁতা দৃষ্টি। পাঁচ বছর আগের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, হাসি-খুশি মেয়েটিকে প্রথম দর্শনে খুঁজে পেল না টিম।

'মার্সিয়া!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছ যাহোক।'

ত্বরিত উঠে পড়ল মেয়েটি, এবং মুহূর্তের জন্যে ঠোঁট ফাঁক হয়ে চোখে চিনতে পারার চিহ্ন ফুটে উঠতে এক নিমেষে যেন কয়েক বছর বয়স কমে গেল ওর।

'কেমন আছ, টিম?' দু'হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বলল। কণ্ঠে মধু বর্ষিত হলো। 'কখন এলে?'

'ভাল, এই খানিক আগে এসেছি।' বাদামী হাতে ঢাকা পড়ল ছোট দুটো হাত। 'তুমি কেমন আছ? জানলে কিভাবে?'

'কপাল গুণে!' হালকা মেজাজে বলল মেয়েটি। 'মার্কেন্টাইলে এসেছিলাম, মিস্টার কোলমার তোমার কথা বলল।'

সহসা উপলব্ধি করল টিম, এখনও শক্ত করে ধরে রয়েছে ও মার্সিয়ার হাতজোড়া, এবং ডেস্ক ক্লার্কটি পুরু কাচের চশমা ভেদ করে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আর প্রতিটি কথা গিলছে। মৃদু খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে মন্তব্য করল সে, 'তো ধরে নিয়েছ হোটেলে উঠেছি। অনেকদিন পেরিয়ে গেছে, তাই না?'

'পাঁচ বছর—না, পাঁচশো বছর!'

চকিতে কেরানীটিকে একবার দেখে নিল টিম। 'বার্গার ল্যান্ডে যাচ্ছিলাম।'

'আমারও খুব কফির তেষ্টা পেয়েছে!'

'গুড, তারমানে চ ওয়াং দু'জন খদ্দের পাচ্ছে।' খোশমেজাজে বলল টিম, মেয়েটি ঘুরে গ্লাস-প্যানেলড স্ট্রীট ডোরটির দিকে এগোতে অনুসরণ করল।

কয়েকদম দূরে রেস্টুরেন্টটার উদ্দেশে হাঁটার পথে নিশ্চুপ রইল ওরা। টিমকে নাড়া দিচ্ছে দীর্ঘদিনের সুপ্ত আবেগ-অনুভূতিগুলো আর মার্সিয়া যেন কোন গভীর চিন্তার সাগরে ডুব দিয়েছে।

মেয়েটিকে একটি সাইড টেবিলে নিয়ে এল টিম, অপেক্ষাকৃত একান্তে কথা বলা যাবে এখানে।

'তো স্টীভ এখন বেসিন শাসন করছে,' বসার পর মন্তব্য করল টিম।

'সম্রাট!' বলল মার্সিয়া। 'একচ্ছত্র অধিপতি বলতে পারো।'

দাঁত বের করে হাসল টিম। 'তিন মাস্তান তোমার বাবাকে খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি? তোমাদের স্প্রেডটার কথা বলছি।'

আড়ষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলল মার্সিয়া। 'স্টীভের শ্বশুরের স্প্রেড!'

নিমেষে জমে গেল যেন টিম, তারপর শান্ত সুরে শুধাল, 'কি বললে? আবার বলো!'

'কেন, জানো না? তুমি চলে যাওয়ার বছর দুয়েক পর স্টীভ আমাকে বিয়ে করেছে?'

ছয়

মার্সিয়া স্টীভকে বিয়ে করেছে! টিমের মনে হলো অকস্মাৎ লাথি খেয়েছে খচ্চরের—ঠিক তলপেট বরাবর। বসে বসে মেয়েটির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না ওর। স্টীভ মার্সিয়াকে পছন্দ করত, অনেকদিন ভাব করার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু ওকে সব সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এসেছে মেয়েটি, কোনদিন পাত্তা দেয়নি। সেই স্টীভকে বিয়ে করার কথায় ধাঁধা লেগে গেছে টিমের।

'কি, অবাক হলে?'

মাথা নাড়ল টিম, উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছে।

'আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি...' শুরু করেও থেমে গেল।

'কতদিন প্রেমহীন আর অবহেলা সহ্য করব আমি?' তিক্ত সুরে বলল মার্সিয়া।

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, মার্সিয়া,' দ্রুত বলল টিম।

'কি করতে পারে একটা মেয়ে?' খর কণ্ঠে জবাব চাইল ও, গাঢ় চোখে পুরনো সেই বিজলীর ঝলকানি। 'তোমার জন্যে দুটো বছর অপেক্ষা করেছি আমি...প্রতিদিন আশা করেছি এই বুঝি কোন খবর পাব তোমার। ততদিনে তোমার বাবা মারা গেছে। স্টীভ তোমাকে ফিরিয়ে এনে সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু তুমি তাকে কেয়ার করলে না, আমাকেও না।' আবেগে কেঁপে গেল ওর গলা। 'হতাশায় তখন পাগলের মত দশা আমার। ওদিকে স্টীভের চাপ বাড়ছে, এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে সে। বাবাকে তো একরকম হুমকিই দিল ওর সঙ্গে বিয়ে না দিলে সর্বনাশ করে ছাড়বে। বাবা তবু রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম আমার জন্যে কেন তাকে বিপদে ফেলব—বাধ্য হয়ে রাজি হতে হলো। কিন্তু বিয়ের দিন থেকে প্রতিটা মুহূর্ত পস্তাতে হচ্ছে আমাকে। সে যে কী জ্বালা তুমি বুঝবে না। বুঝবে কি করে, মন বলে কিছু আছে নাকি তোমার?'

মাথা কাজ করছে এখন টিমের, কপালে ভাঁজ পড়েছে। একটা ব্যাপার রহস্যময় লাগল তার কাছে। 'স্টীভ আমাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে মানে?' প্রশ্ন করল।

'উকিল আছে না মিস্টার গসলিন, তাকে দিয়ে পুরো দেশের সমস্ত খবরের কাগজে তোমার উদ্দেশে খবর ছাপিয়েছে। ব্যাংক বক্সের অর্ধেকটা দিয়ে গেছিল

তোমাকে। তোমার যখন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তখন কোর্ট থেকে র‍্যাঞ্চটা স্টীভকে দিয়ে দিল।' হোলস্টারে বাঁধা রিভলভারটা এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি মনে হয় খুনোখুনিতে ব্যস্ত ছিলে কাগজ পড়ার সময় পাওনি!' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'তোমার বাপটাকে এভাবে না মারলেও পারতে। এমনিতেই বেচারা হার্টের রোগী ছিল। খুব দুঃখ পেয়েছিল বেচারা, বাপেরা রাগের মাথায় অমন এক-আধটু বলেই, তোমার অত সিরিয়াস হওয়ার কোন দরকার ছিল না। খোঁজ-খবরের অনেক চেষ্টা করেছিল তোমার, কিন্তু তুমি তো একদম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিলে। হয়তো যেসব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সেগুলো তোমার চোখে পড়েনি।' নীরবে সমস্তটা হজম করল টিম।

টিম বিল চুকালে পর বাগিতে চড়ে বিদায় নিল মার্সিয়া। আর হোটেলের দিকে পা বাড়াল ও।

পুরানো খাটটা আর্তনাদ করে উঠল ও লম্বা হতে। চোখ বুজে অতীতের ঘটনাগুলো রোমন্থন করতে লাগল টিম। সুইটগ্রাস বেসিন ত্যাগের পর বর্ডারের আশপাশে ভাসমান ছিল ও। ডেল রিওতে হারিকেন নামে বিশাল এক কোম্পানী আউটফিটে রাইডারের কাজ করেছে। সান অ্যাঞ্জেলো ও স্যান অ্যান্টোনিওর খবরের কাগজ বান্ডিল খুঁজে কদাচিত আসত, হাতে হাতে ঘুরত সেগুলো ছিন্নভিন্ন না হওয়া অবধি। সব সময় তন্নতন্ন করে বেসিনের খবর খুঁজেছে ওগুলোতে টিম, কিন্তু বাফেলো ফর্ক বা বক্স বি সম্পর্কে একটা লেখাও চোখে পড়েনি। ওর নামে প্রকাশিত কোন নোটিস চোখ এড়িয়ে গেলেও সহকর্মীদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই গোচরে আনত। তারমানে যে সব পত্রিকা হাতে আসেনি সেগুলোতেই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বুল আর স্টীভ—হাত ফস্কে গেছে ওর, কপাল খারাপ!

কাদিক্রমে আট মাস চক্কর করার পর, ভেবে দেখল, বেরিয়ে পড়েছিল আবার। কিন্তু সেটা তো, মার্সিয়া যা বলল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা, তার দু'মাস পরে। সন্দেহ দানা বাঁধছে মনে ওর · প্রেমিকাকে কেড়ে নিয়েছে সৎ ভাই, উত্তরাধিকার থেকেও কি বঞ্চিত করেছে ওকে? সত্যিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কিনা দেখতে হচ্ছে।

উকিল ডেরিল গসলিনকে কেবল চেহারায় চেনে টিম, এবং লোকটা সম্পর্কে ধারণা তার খুব একটা ভাল না। মোটা লোকটিকে অসম্ভব পেটুক আর বোকা মনে হত ওর ; তবে লোকটার কণ্ঠস্বরটা ঈর্ষা করার মত, জলদগম্ভীর। রাজনীতিতে বেশ ঝোঁক ছিল গসলিনের। বুলের নিয়মিত আইনজীবী না হওয়া সত্ত্বেও ওকে সম্পত্তি বাটোয়ারায় নিয়োগ করেছে স্টীভ · কেন?

পরদিন সকাল নটায়, কাঠের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উকিলের অফিসে উঠে এল টিম।

গসলিন তার ডেস্কে বসে হাই তুলছে এমনিসময় দরজার প্রাচীন কজা ক্যাঁকিয়ে উঠল : চোখের পলকে, কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করতে লাগল ও।

ভেতরে ঢুকে চারধারে নজর বুলিয়ে নিল টিম সহজ ভঙ্গিতে। এ অফিসে এই প্রথম এল ও এবং মোটেও মুগ্ধ হতে পারল না। গসলিনের ডেস্কে ডাঁই করে রাখা নানা দলিল পত্র, তার বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের নীরব সাক্ষী যেন। জানালাপথে তেরছা আলো এসে অবশ্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্রভাবটিকে, পুরু ধুলোর আস্তর স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছে। একটা পার্শ্বদেয়ালে, কাঁচ লাগানো একটা বুককেসে দেখা যাচ্ছে হলদে হয়ে আসা দলিল-দস্তাবেজের স্তূপ। হুক থেকে ঝুলছে আইনজীবীর কালো কোট আর নরম হ্যাট। আসবাব বলতে রয়েছে দুটো চেয়ার, একটা প্রাচীন ওক ফাইলিং ক্যাবিনেট আর সুতো ওঠা একটা কার্পেট। সংক্ষেপণ দৃষ্টিতে দুরবস্থার চিহ্ন সর্বত্র।

গসলিন শেষমেশ সময় পেল (!) মুখ তুলে চাইতে। চোখ পিটপিট করছে লোকটা, টিম শপথ করে বলতে পারে অনুজ্জ্বল চোখ জোড়ায় গোপন ভীতির ছাপ দেখেছে ও।

'টিম ডিউস না তো?' কাষ্ঠ হেসে বলল লোকটা।

'সে-ই,' ঘাড় কাত করল টিম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

এবার হলদেটে দাঁত বের করে হাসল গসলিন। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'অনেক কিছু!' জোরাল গলায় বলে সিগারেট পাকাতে লাগল টিম।

'বলো তাহলে!' গমগম করে উঠল গসলিনের কণ্ঠ। টেবিলের কাগজগুলো দেখাল একটা হলদেটে হাত তুলে। 'দেখতেই পাচ্ছ ব্যস্ত মানুষ আমি।'

'বাবার উইলের খবর জানতে চাই।'

আপাতদৃষ্টিতে অকারণে একটা সাদা রুমাল পকেট থেকে বের করে কপাল মুছল উকিল, কিন্তু কথা যখন বলল তখন কণ্ঠস্বর স্থির। 'খুব সোজাসাপ্টা উইল, স্যার। সম্পত্তি বর্তাবে দুই ছেলের ওপর। যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজনের খোঁজ না পাওয়া যায় তবে পুরোটাই পাবে অপরজন।'

'বক্সটা যেমন স্টীভ পেয়ে গেল?'

দু'হাত প্রসারিত করল গসলিন। 'স্বাভাবিকভাবেই!' গলা খাঁকারি নিল। 'তোমার খোঁজ বের করার সমস্ত চেষ্টার পর।'

'কিরকম?' সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন টিমের।

'দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল।'

' "দ্য স্যান অ্যাঞ্জেলো প্রেস," আর "স্যান অ্যান্টোনিও উইকলি নিউজ"-এও ছাপা হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই!'

'তুমি যেমন হাড় বজ্জাত তেমনি চাপাবাজ!' দৃঢ় কণ্ঠে সহসা ঘোষণা করল টিম। বাড়িয়ে দেখতে চাইল আসলে।

চাপড়া গালে এখন পাকা টমেটোর ছোঁয়া। 'কী, তোমার এতবড় আস্পর্ধা!'

মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল ও. এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার অফিস থেকে!'

টিমের ডান হাত ঝপ করে পড়ে গেল. পরমুহূর্তে .৪৫টা তাক হতে দেখল উকিল তার দিকে।

'মুখ সামলে কথা বলো, গসলিন,' ধমকে উঠল টিম। 'যদি শকুনের ভোজ না হতে চাও '

উকিলের হাত দুটো ঝুলে পড়ল ধীরে ধীরে রিভলভারটা লক্ষ করে। বিনাবাক্যে চেয়ারে বসে পড়ল. মুখ হাঁ।

ওক ক্যাবিনেটটার উদ্দেশে ভ্রূ দেখাল টিম। 'ড্রিউস এস্টেটের ওপর একটা ফাইল আছে তোমার. বের করো।'

উকিল ইতস্তত করছে এসময় টিমের হ্যামার কক করার শব্দটা ভয়ানক জোরাল শোনাল : 'কি, বাঁচবে না মরবে?' প্রশ্ন করল ও চাপা কণ্ঠে।

আতঙ্কিত চোখ রিভলভারটার ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল গসলিন, এবার পিছে সরে গেল ক্যাবিনেটটার কাছে। পিঠ ফিরিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল, ওটার ভেতর থেকে লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া কাগজ বেরোল : ফিরে এসে টেবিলে ফেলে দিল ওটা গসলিন।

'দেয়ালে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াও' রুক্ষ স্বরে আদেশ দিল টিম। টলমল পায়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল উকিল।

হ্যামারটা স্বাভাবিক অবস্থায় এনে রিভলভারটা হোলস্টারে গুঁজল টিম। তারপর ফিতে খুলে দলিলগুলো ছড়িয়ে দিল টেবিলে : প্রথমেই একটা ইমরেজন করা কাগজ, 'শেষ উইল ও টেস্টামেন্ট।' ওটা একপাশে সরিয়ে খবরের কাগজের একটা ক্লিপিং তুলে নিল টিম, 'সুইটগ্রাস বিউগল' পত্রিকাটির নাম। পড়ল ও:

১০০ ডলার পুরস্কার

সুইটগ্রাস বেসিনের মৃত বুল ড্রিউসের পুত্র টিম ড্রিউসের কোন সংবাদ দিতে পারিলে সংবাদদাতাকে ১০০ ডলার পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ডেরিল গসলিন, অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল, বাফেলো ফর্ক, টেক্সাস

ক্লিপিংটা একধারে রেখে অন্যান্য কাগজগুলো দ্রুত উল্টে গেল টিম। ওগুলো হচ্ছে গৎবাঁধা ট্যাক্স বিল, ডেথ সার্টিফিকেট, কোর্ট অর্ডার, স্টক ট্যালির দলিল।

'অন্যান্য কাগজের বিজ্ঞাপন কই?' জিজ্ঞেস করল টিম মুখ তুলে :

ঠোঁট চাটছে গসলিন। 'আমি ওই একটাই রেখেছি··· রেফারেন্সের জন্যে,' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল।

শালা মিথ্যুক, মনে মনে বলল টিম: শয়তানটার চোখে-মুখে অপরাধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে : চড়া গলায় প্রশ্ন করল ও, 'বিজ্ঞাপন যে দিয়েছ তার রশিদ কই?'

উকিল লা জবাব, ঘামছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

উঠে টেবিলটা ঘুরে এল টিম। ওর ঠাণ্ডা, নীল চোখে আগুন জ্বলতে দেখে প্রমাদ গুনল হোঁদল কুতকুতে। 'আমার মুখেই শোনো তোমার কীর্তিকলাপের

কথা,' দাঁতের ফাঁকে বলল টিম। 'শুধু সুইটগ্রাস বিউগলেই খবরটা ছাপিয়েছ তুমি, জানতে জীবনেও চোখে পড়বে না আমার। তারপর কোর্টে খুন-ফুন বুঝিয়ে স্টীভের হাতে তুলে দিয়েছ বস্তুটা। কত পড়েছে তোমার ভাগে?'

'কিছুই না!' ঘোষণা করল গসলিন। 'শুধু ফী-র টাকাটা।'

টিমের ডান হাতের ঘুসিটা লাগল উকিলের বাঁ গালে। উল্টে উঠল গসলিন। সে তাল সামলে নেয়ার আগেই সাদা শার্টটার কলার মুচড়ে ধরেছে টিম। মৃত্যু ভয়ে ভীত এখন লোকটা। ওকে এমন ঝাঁকুনিই দিল টিম, বেচারা অসাড় হয়ে গেল, আটার বস্তার মতন প্রাণহীন যেন। টিম তার মুঠো সরিয়ে নিলে ধপাস করে মেঝেতে খসে পড়ল মোটা আইনজীবী, হাপরের মত উঠছে-নামছে বুক।

'কত?' ফের বলল টিম। 'বলবে নাকি আঙুল বাঁকা করতে হবে?'

'এক হাজার ডলার!' শ্বাসের ফাঁকে কোনমতে উগরে দিল গসলিন।

'ও, তারমানে তুমিও জুটে পড়েছ পিশাচ ভিনটার সঙ্গে,' রায় দিল টিম, 'ভাল, আমার আর কোন দ্বিধা থাকল না...' রিভলভারের হাত বাড়াল ও।

'না, না!' করুণ আকুতি ঝরে পড়ল উকিলের কণ্ঠে। টিমের দু'পায়ে উন্মাদের মত আঁচড় মারছে কুমড়োপটাশ লোকটা।

'থাক, ছুঁচো মেরে আর হাত গন্ধ করব না!' তীব্র ঘৃণা ঝরল টিমের কণ্ঠে। পা ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহনিয়ে দরজার উদ্দেশে এগোল।

সেদিন সন্ধেয়, ল্যাটউইং-এ ল্যাবিস সেলুনে প্রবেশ করতে, টিম চড়া গলার কথা-বার্তা, তর্কাতর্কির শব্দ শুনতে পেল, সে সঙ্গে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে তামাকের ধোঁয়ায়। স্পষ্টতই সেলুনটায় ল্যাভ অফিস বিজনেস চলছে। ওভারহেড পিতলের অয়েল ল্যাম্পগুলো হলদে আলো বিতরণ করছে, তাতে আলোকিত হচ্ছে বারে আর টেবিলগুলোতে জড় হওয়া মলিন রেঞ্জ পোশাক পরিহিত, কঠিন চেহারার রাইডারদের অবয়ব। এক কোণে, সেলুন মালিক রোনাল্ড পার্ডিস আঙুলে হীরের আংটি পরে পোকার খেলার তদারকি করছে।

আল কবের গানম্যানদের অনেকে নিশ্চয়ই এখন শহরে উপস্থিত, ভাবল টিম, রুক্ষ, তামাটে মুখগুলোয় আর তাদের পরনের গানবেল্টে ঝলসে গেল দৃষ্টি ওর। লেজি হ্যামারের এখন অফ ডিউটি। আরেকজন বারটেন্ডার ছোটাছুটি করে খদ্দেরদের অর্ডার সাপ্লাই দিচ্ছে। টিম ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় রত এমনিসময় কাঁধের ওপর প্রকাণ্ড একটা থাবা এসে পড়ল। 'কি হে, স্ট্রেঞ্জার!' বোমা ফাটাল কানের কাছে কে যেন।

পাঁই করে ঘুরতে কঠোর চেহারার, দীর্ঘদেহী এক পাঞ্চারের মুখোমুখি হলো। ধূলিমলিন শার্ট আর লিভাইস ওর পরনে, মোটা গলায় উজ্জ্বল লালরঙা একটা ব্যান্ডানা বাঁধা, লোকটা টিমের চাইতে অন্তত এক হাত লম্বা। কানের ওপর ঝুল খেয়ে আছে কালো কোঁকড়া চুলের গোছা, চোখ দুটো অতল স্পর্শ। কর্কশ গালের উঁচু হাড়ে এখন মুচকি হাসির খেলা।

'আরে, সিমন, তুমি!' আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টিম। 'কেমন আছ,

পিস্তলের বাচ্চা?'

পরস্পরকে বুকে টেনে নিল ওরা।

হাফব্রীডটার সঙ্গে একদা প্রচুর সময় কাটিয়েছে টিম, ও যখন বন্ধে পাঞ্চারের কাজ করত তখন। লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোকটিকে কোনদিন হতোদ্যম হতে দেখেনি টিম, বিপদ মোকাবেলার আশ্চর্য এক ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে ওর।

বীয়ারের মগ হাতে, একটা খালি টেবিল খুঁজে নিয়ে বসল ওরা।

সিরনের মুখ থেকে অনেক কিছু জানা হলো টিমের। সিরন অসুখী, যদিও বেতন এখন তার আকাশছোঁয়া। 'এখন আর পারছে না,' বলল সিরন, 'গানম্যান। প্রথমদিককার বেশিরভাগ ক্রু চলে গেছে এবং বাঙ্কহাউজ এখন নতুন লোকে ঠাসা।'

কবের বিশেষত্ব, যা সন্দেহ করেছিল টিম, প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাঞ্চগুলোর স্টক গায়েব করা। ব্র্যাকওয়াটার হিলসের গহীন অভ্যন্তরে, বক্স ক্যানিয়নে জড় করা হয় এসব চোরাই গরু। পরে পাল্টে ফেলা হয় ব্র্যান্ড। সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছলে দক্ষিণে, বর্ডারের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওগুলোকে। কব এ মুহূর্তে, বড় ধরনের ড্রাইভের জন্যে নাইট রাইডারদের তৈরি রেখেছে।

'ডাকাত কোথাকার,' পুরানো বন্ধুর উদ্দেশে বলল টিম। 'তোমাদের আইনের ভয় নেই?'

'আইন!' ঘোঁত করে উঠল সিরন, ব্যঙ্গের হাসি হাসল। 'বেসিনে আইনের বাপ মরে গেছে, টিম।'

সযত্নে সিগারেট রোল করছে টিম, মনে ধীরে ধীরে স্থান করে নেয়া প্ল্যানটা কিভাবে উপস্থাপন করবে সে ভাবনা চলছে। 'কিছু টাকা পেলে মন্দ হত না,' স্বাভাবিক সুরে বলল, 'কব লোক নিচ্ছে?'

মাথা নাড়ল সিরন স্থির নিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'তোমাকে নেবে না, টিম। তোমার সাহসকে ঘৃণা করে ও।'

'তুমি নিশ্চয়ই,' বেপরোয়ার মতন বলে বসল টিম, 'ওর সঙ্গে নেই?'

সিরন মেঝেতে থুথু ফেলে আরকি। 'পাগল?'

'ঘাপলাটায় তো জড়িত?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন হলো রাসলিং করছি,' সরল কণ্ঠে বলল সিরন।

'তারমানে কোথায় ওরা ডেলিভারী দেয় কোত্থেকে টাকা কালেক্ট করে সবই জানো?'

'সান্তা আনিতার আট মাইল দক্ষিণে, সান ডোমিঙ্গো মাউন্টেনসে ডেলিভারী দিই আমরা, মাথা পিছু দশ ডলার।'

'তোমার বখরা?'

'নেই। বক্স একশো ডলার করে দেয় মাসে, লাভ-লোকসান যা-ই হোক।'

'ধরো,' আলাপ চালিয়ে গেল টিম, 'যদি পাঁচ-ছয়জন মিলে একটা দল করি

তারপর বড়সড় একটা বাক্স, ধরো এক হাজার হেড নিয়ে বর্ডারে হাজির হই তাহলে কেমন হয়? সবার সমান ভাগ : পনেরোশো-ষোলোশো ডলার করে পড়বে অনায়াসে কি, পাগলামি মনে হচ্ছে?'

'তা তো বটেই,' ঘাউ করে উঠল সিরন। 'এক হাজার হেড জোগাড় করবে কোত্থেকে, সবাই যখন নাইট গার্ড পুষছে?'

'জোগাড় করার কথা বলছি না আমি,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল টিম। 'রুব যাত্রার জন্যে তৈরি হোক তারপর গোটা দলটা কেড়ে নিলে ঠেকাচ্ছে কে?'

সাত

এক দৃষ্টে চেয়ে আছে সিরন, উত্তেজনার ছোঁয়া লাগছে চোখে। 'বলো কি তুমি,' অবশেষে বলল। 'তবে হ্যাঁ, তোমার দ্বারা সম্ভব।'

'আমি কিন্তু তোমাকেও চাই,' শান্ত বলল টিম। 'আরও পাঁচ-ছয়জন বেপরোয়া কিসিমের লোক জুটাতে হবে : সেটা তুমিই ভাল পারবে।'

বীয়ারে চুমুক দিল সিরন, ভাবছে। পুরানো অনেকে আছে রুবকে দু'চোখে দেখতে পারে না,' স্বীকার করল। 'ওদেরকে টানা কঠিন কিছু না।'

'তুমি তাহলে দু'দিনের মধ্যে ওদের জড় করে ফেলো, ঠিক আছে?'

সায় জানাল সিরন। টিম নিশ্চিত, কথা রাখবে ওর বন্ধু।

প্ল্যানটার সম্ভাব্যতা নিয়ে ব্যস্ত ওদের মন, আয়েশ করে বসে সিগারেট টানছে, লক্ষ করছে খদ্দেরদের, ল্যাংড়া নামে পরিচিত বয়টা টেবিলে টেবিলে ঘুরে খালি বোতল আর মগ সংগ্রহে ব্যস্ত। অধিকাংশ সেলুনম্যানের মত পার্ভিসও ব্যবহৃত জিনিসপত্র টেবিলে রাখার পক্ষপাতী নয়। হঠাৎ করে ধুন্ধুমার মারামারি লেগে গেলে ভাঙা বোতল মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত হয়।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ল্যাংড়া ওদের টেবিলে এল।

'খবর কি তোমার?' খোশমেজাজে প্রশ্ন করল টিম।

নির্বোধ লোকটার ফাঁকা দৃষ্টি বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে, তারপর চিনতে পারায় ঝিক করে উঠল বিষণ্ণ দৃষ্টি। 'আরে, মিস্টার টিম যে। লেভি হ্যামারের বুদ্ধিতে বড়ি খেয়ে অসুখ সেরে গেছিল যার'

মৃদু হাসল টিম, 'আমি আবার বড়ি খেলাম কবে?'

'খেয়েছ তো,' জোর দিয়ে বলল লোকটা। 'লেভি তোমার ড্রিঙ্কে মিশিয়ে দিয়েছিল। বলল তোমার নাকি শরীর খারাপ। ঠিক মনে আছে আমার, যে রাতে তোমার সোনা চুরি হলো।'

সে দিন ভোরে ঘুম ভাঙার স্মৃতি মনে পড়তে আড়ষ্ট হয়ে গেল টিম : কখনও কোন ড্রিঙ্ক ওভাবে বেহুঁশ করে দেয়নি ওকে। তপ্ত সীসে কেউ যেন ঢেলে দিয়েছিল মাথায় এমনি ভার লাগছিল। 'ও, এই কথা!' গর্জে উঠল, চেয়ারটা

পেছনে ছিটকে পড়ল ও একলাফে উঠে দাঁড়াতে।

ওকে চিন্তিত চোখে নিরীখ করছে সিরন। টিম পায়ের ওপর ঘুরে ওর দিকে চাইল। 'ওই মোটকা শালা লেজি হ্যামার আমাকে বেহুঁশ করে বাবার বারো হাজার ডলার মেরে দিয়েছিল।' ঝট করে ফিরল ল্যাংড়ার উদ্দেশে। 'আগে বলোনি কেন?' কিন্তু লোকটার মুখ ভাবলেশহীন দেখে বুঝল একে প্রশ্ন করে লাভ নেই, বেচারা অর্ধউন্মাদ। এবার কনুইয়ের গুঁতোয় জায়গা করে নিয়ে বারের দিকে এগোল ও। খদ্দেরদের ক্রুদ্ধ খিস্তি-খেউড় গায়ে না মেখে বারে এসে থামল। 'লেজি হ্যামার কই?' বাঘা গলায় গর্জাল ঘর্মাক্ত বার্টেন্ডারের উদ্দেশে।

'জানি না, মিস্টার,' জবাব দিল বারকীপ। 'সন্ধ্যায় তার ডিউটি শেষ।'

ঘুরে দাঁড়াল টিম, পোকার টেবিলে পার্ভিসকে খুঁজে নিয়ে সেদিকে পা বাড়াল।

রোনাল্ড পার্ভিস লোকটা পাতলা-সাতলা, শঠ অতি চালাক গোছের লোক। নিখুঁত সাদা লিনেনের শার্ট আর হালকা কালো প্যান্ট ওর পরনে। আঙুলে থেকে থেকে ঝিলিক দিচ্ছে হীরের আংটিটা। মসৃণ ভাবে কামানো মুখটায় একজোড়া ধূর্ত ধূসর চোখ।

টিম পোকার টেবিলে এসে পৌঁছতে পার্ভিসকে পরিপাটী হাতে ডিল করতে দেখল। ওর ডান কাঁধ টিম আঁকড়ে ধরলেও ভাবান্তর দেখা গেল না, শুধু মৃদু মাপা কণ্ঠে বলতে শোনা গেল, 'হাতটা সরাও তো!'

টিমের নীল চোখ ধকধক করে জ্বলছে, সুইভেল চেয়ারটা এক মোচড়ে ঘুরিয়ে দিল। পার্ভিসের মুখে হাসি মুছে যেতে কেউ কোনদিন দেখেনি, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। ওকে ঘিরে রাখা খেলুড়েরা কটমট করে চেয়ে টিমকে ভস্ম করতে চাইলেও, চোখ তুলে শান্ত সুরে শুধু বলল পার্ভিস, 'আরে, টিম ব্রিউস্‌ যে!' কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। 'এতদিন পর হঠাৎ কোত্থেকে!'

ও কাঁধ ছেড়ে দিল লোকটার। 'লেজি হ্যামারের বাচ্চা কোথায়?'

'খুব খেপে আছ দেখছি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল পার্ভিস। 'কি করেছে সে?'

'পাঁচ বছর আগে ও-ই আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বারো হাজার ডলার হাতিয়ে নিয়েছিল।'

টেবিলের একজন হেসে উঠল, আরেকজন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঘাড় ধরে বের করে দাও ব্যাটাকে! মদখোর মাতাল একটা!'

পার্ভিসের ঠোঁটে কিন্তু হাসিটা লেগেই আছে।

'আমার ওপর হামলা কেন বাপু?' শুধাল। 'শহরে শেরিফ তো আছে।'

'এ ব্যাপারে আমিই শেরিফ!' গর্জে উঠল টিম। 'কোথায় ওই মোটা কুত্তাটা?'

নয়নাভিরাম ভঙ্গিতে কাঁধ তুলল পার্ভিস। 'হুইস্কি ফ্ল্যাটে, ওর শ্যাকে সম্ভবত।'

ব্যাটউইংের উদ্দেশে এগোল টিম। হঠাৎ মনে হলো, এভাবে খেপে উঠে লেজির খোঁজ করাটা কি ঠিক হলো? পার্ভিস তো সুবিধের লোক নয়। যদি কোন

চাল চালে? বাইরে পা রাখতে সিরনকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে দেখতে পেল টিম মেইন স্ট্রীটে বড় রাস্তার দিকে পা চালালে ওর পাশে এসে গেল সিরন। 'চিলে কান নিয়েছে শুনলে আর অমনি ছুটলে?' বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল ও। 'ল্যাংড়ার মাথা খারাপ জানেই তো।'

'হতে পারে, কিন্তু এবার ও বাজে কথা বলেনি। পাগলের কথা বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না।' বলে হনহনিয়ে এগিয়ে চলল টিম।

মেইন স্ট্রীট আর মেডিসিন ক্রীকের মধ্যে ঝোপে ছাওয়া একটা এলাকা হচ্ছে হুইস্কি ফ্ল্যাট, গরীব-গুর্বো লোকজন বাস করে ভগ্নপ্রায় কুঁড়ে আর কেবিনে। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা এড়িয়ে চলে জায়গাটাকে; খুনোখুনির হার মাত্রাতিরিক্ত এখানে, অধিবাসীরা সব সন্দেহভাজন চরিত্র

সরু একটা গলি দিয়ে ঢুকে চওড়া সমতল একটা জমিতে এসে পৌছল ওরা, চারদিকে আবর্জনার স্তূপ, ছায়া ছায়া ভাব। দূর কোণে, চ্যাপারালের জমাটবদ্ধ সারি কেমন কালো ভূতের মত ঝুঁকে আছে, কারও জানালাপথে আসা এক চিলতে আলোয় হয়তো বা এখানে ওখানে চিড় খেয়েছে অন্ধকার

পরিত্যক্ত পিপে, বাক্স আর অন্যান্য জঞ্জালের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে চ্যাপরালের ঝাড়ের উদ্দেশে এগোল দুই বন্ধু: ঘন ঝোপ ঠেলে কাছের আলোটার দিকে পা বাড়াল ওরা: গিয়ে দেখে খোলা দরজার কাছে চারটে চাষাড়ে টাইপের লোক মদ পান করছে আর তাস পেটাচ্ছে। কেউ বলতে পারল না লেজি হ্যামারের ঠিকানা।

ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে আবারও পা চালাচ্ছে টিম, ওকে অনুগমন করল সিরন। আরও তিনটে আলোকিত কেবিনে লেজির খোঁজ করা হলো, কিন্তু কেউ কোন উপকারে এল না। এরপর এক থুনথুনে বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো ওদের, জরাজীর্ণ একটা শ্যাকের সামনে বসে কি যেন খাচ্ছে। হ্যাঁ, স্বীকার করল, লেজি হ্যামারের ঠিকানা জানে; কিন্তু এতবড় একটা রহস্য এমনি এমনি ফাঁস করবে কেন সে?

অধৈর্য টিম একটা সিলভার ডলার ছুঁড়ে দিতে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল বুড়ো: বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখে তাজ্জব বনে গেল ওরা। একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে ক্রীকের কাছে নিয়ে এল ওদেরকে লোকটা। পানির কিনার থেকে উজানে একটা কেবিনের অস্পষ্ট আউটলাইন নির্দেশ করল। 'ওটাই ওর বাসা,' বলে অন্ধকারে মিশে গেল।

আবারও ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে লড়ে, একটা শক্তপোক্ত কাঠের কেবিনের সামনে এসে হাজির হলো ওরা, রেলিং দেয়া বারান্দা আর আঁধার জানালাগুলো চোখে পড়ল ওদের। এক টানে রিভলভার বের করে সিঁড়ির ধাপ তিনটে টপকাল টিম। দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল ওর প্রবল এক লাথি খেয়ে, এবং ভেতরে হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করল ও। চারদিক স্তব্ধ। সিরন ম্যাচের কাঠি জ্বেলে, ছোট্ট টেবিলটায় রাখা তেলের প্রদীপটির সলতেয় ধরল।

হলদে আলো এখন ঘরে, এক ঘরের কেবিনটির চারধারে নজর বুলাল ওরা।

আসবাবপত্র নেই বললেই চলে, গরীবী হাল স্পষ্ট; কাঠের মেঝেতে একটা টেবিল একটা রকার আর খাড়া পিঠের একটা চেয়ার শুধু। ছোট্ট একটা স্টোভ থেকে এক কোণে একটা পাইপ উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত; কাপড় ঝুলছে রশিতে, এবং আরও ওপাশে একটা বিল্ট-ইন বাঙ্কে কতগুলো ব্র্যাকেট গাদা হয়ে পড়ে আছে। শুধু চিড়িয়া নেই।

টিম বাঙ্কটির কাছে গিয়ে হাত ঢুকাল ব্র্যাঙ্কেটের নিচে। ঠাণ্ডা। 'বেজন্মাটা আশপাশে নেই,' ঘোষণা করল হতাশ কণ্ঠে। 'কেউ হয়তো আগেভাগে খবর দিয়ে দিয়েছে।'

'যাবে কোথায়,' কর্কশ স্বরে বলল সিরন। 'পাওয়া যাবেই।' ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে টিমকে নিয়ে বেরিয়ে এল ও।

মেইন স্ট্রীটে এসে ঘোড়া নিয়ে চলে গেল সিরন। আর টিম কাঠের ফুটপাথ ধরে ফিরে এল তার হোটেলে। রাতের আঁধারে লেভিকে খুঁজে লাভ নেই, কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে ও, সূর্য উঠুক, ভাবল টিম, গোটা শহর চষে ফেলা যাবে। আর মোটকা ব্যাটা যদি ইতোমধ্যে ঘোড়ায় চেপেই থাকে তবে পেছনে ঘা না হওয়া অবধি আর নামবে না।

হোটেল রুমে বুট খুলে জানালায় এসে দাঁড়াল টিম। চোখ তার অন্ধকারাচ্ছন্ন মেইন স্ট্রীটে, ভাবের সঙ্গে সিগারেট ফুঁকছে ও, প্রতীক্ষা করছে কখন দিনের আলো ফুটবে। ল্যাংড়া যদি সোনা চুরির পরদিন পেটের কথাটা ফাঁস করত, তিক্ততার সঙ্গে ভাবল টিম, তবে গত পাঁচটা বছর সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হত। এমুহূর্তে ব্যাঙ্কের অর্ধেকটার মালিক থাকত সে, মার্শিয়াকে পরস্ত্রী হতে হত না। সহসা একটা চিন্তা মাথায় আসতে কাঠ হয়ে গেল টিম—লেভি হ্যামার জানল কিভাবে ওর গানি স্যাকে সোনা ছিল? দেখে কিন্তু বোঝার উপায় ছিল না ওটায় দামী কিছু আছে। কারও কাছে রহস্য ফাঁস করেনি ও, এবং ধুমের বড়ি গেলার আগে রীতিমত স্বাভাবিকও ছিল। কেউ নিশ্চয়ই বারকীপারটিকে টিপে দিয়েছিল—কে সে? স্টীভ? ও আর বুল ছাড়া আর কারও তো জানা ছিল না স্যাকে সোনা আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, ভোরটা হোক, গলায় পা দিয়ে কথা আদায় করব মোটকুর; তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে ভাবল টিম।

অবশেষে, গানবেল্ট খুলে, খাটের স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে বিছানায় টান টান হলো টিম, তলিয়ে গেল অস্বস্তিকর ঘুমে···আচমকা কাঁধে কার থাবা পড়তে চমকে উঠল ও। চোখ মেলতে, জানালা গলে আসা উষার ম্লান আলোয় এক লোককে ওর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। আরেকজন দাঁড়িয়ে দরজা জুড়ে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল টিম, সটান উঠে বসল বিছানায়, বাঁ দিকে ঝুলন্ত গানবেল্টটা থেকে ·৪৫টা বের করা যায় কিনা খেলে গেল মাথায়,

এবার মাথার কাছে দাঁড়ানো লোকটা বলল, 'বুট পরে নাও, টিম, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।' কণ্ঠটা শেরিফ নীল হার্ভের

'তামাশা রাখো,' খেঁকিয়ে উঠল টিম, দোল খাইয়ে পা নামিয়ে আনল

মেঝেতে। এসব ফাজলামির অর্থ কি, ভাবছে ও। গসলিন কি লাঞ্ছনার অভিযোগ এনে ওয়ারেন্ট বের করাল?

'খুন নিয়ে কেউ তামাশা করে না, টিম,' বলল নীল হার্ভে। গানবেল্টটা স্ট্যান্ড থেকে পেড়ে ছুঁড়ে দিল দোরগোড়ায় ডেপুটির দিকে।

ঝট করে মুখ তুলল টিম। 'খুন?'

'কেন, জানো না বুঝি!' শ্লেষের সুর হার্ভের কণ্ঠে। 'লেজির লাশ পাওয়া গেছে কেবিনে, মাথার পেছনটা উড়ে গেছে। অনেকে সাক্ষ্য দিয়েছে গত রাতে খুনের নেশায় ওর খোঁজে ধাওয়া করে গেছ তুমি। যে লোক তোমাদের নিয়ে গেছিল কেবিনটা দেখাতে তাকেও খুঁজে পেয়েছি আমরা। তোমার কপালে খারাবি আছে, টিম।'

আট

লেজি হ্যাম্মার মারা গেছে! প্রথমে নিরাশায় ছেয়ে গেল টিমের অন্তর। মোটা লোকটার মুখ বন্ধ করতে খুন করা হয়েছে এটা পানির মতন পরিষ্কার। যে বা যারা ওকে ব্যবহার করেছিল, তারা ভয় পেয়েছে ও না আবার থলের বেড়াল বের করে দেয়। এবার নিজের অবস্থানের কথা মাথায় আসতে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

'তোমার মাথা খারাপ, হার্ভে!' পাল্টা হামলা করল ও। 'আমি ওকে খুঁজতে গেছিলাম ঠিকই কিন্তু পাইনি—কেবিন খালি ছিল। সাক্ষী আছে আমার।'

'জজকে বোলো ওসব,' সাফ জানিয়ে দিল শেরিফ।

গ্রেপ্তার করা হলো ওকে।

শেরিফের অফিসে, পকেট শূন্য করল টিম এবং 'খুনের সন্দেহে অভিযুক্ত' হিসেবে খাতায় নাম তোলা হলো ওর।

'শোনো, হার্ভে,' অনুনয় করল ও, 'আমাকে কৌশলে ফাঁসানো হয়েছে। তোমরা আমার বক্তব্য শুনবে না?'

'নিশ্চয়ই,' বলল শেরিফ। 'তোমার অধিকার আছে স্টেটমেন্ট দেয়ার।'

গতকালের সমস্ত ঘটনা খুলে জানিয়ে আরও বলল টিম, 'সিরনকে নিয়ে এসো, সব ওর মুখেই জানতে পারবে।'

'তা না হয় হলো,' বলল শেরিফ, 'কিন্তু সিরন চলে যাওয়ার পর তুমি যে আবার শ্যাকে হামলা করোনি তার প্রমাণ কি?'

শ্রাগ করল টিম। 'তোমার মাথায় এক ছটাক ঘিলু থাকলে বুঝতে পারতে আমাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। পাঁচ বছর আগে আমাকে ওষুধ খাইয়ে বারো হাজার ডলার চুরি করেছিল লেজি: মানে ওকে দিয়ে করানো হয়েছিল। কাজটা স্টীভের। আমি লেজির ব্যাপারটা জেনে গেছি বলে ওর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে

তোমাদের ব্রিরত্ন।'

'আঙুল এখনও তোমাকেই নির্দেশ করছে,' নিষ্কম্প সুরে বলল শেরিফ। একটা ড্রয়ার খুলে চাবির গোছা বের করে ছুঁড়ে দিল ডেপুটির দিকে। 'ওকে লক করো।'

ডেপুটি টিমের বাহু ধরে ঘুরিয়ে দিতে শেরিফের কর্কশ কণ্ঠস্বর থমকে দিল ওদের। 'ধরো!' টিম তার সিগারেট তৈরির মাল-মশলার থলেটা লুফে নিল।

করিডরের ও মাথায় পুরু দরজাটার পাশে, পেগ থেকে ঝুলছে একটা কমিয়ে রাখা স্টেবল ল্যাম্প। ডেপুটি তুলে নিল ওটা, এবং টিমকে ইশারা করল চওড়া ধাপের সিঁড়ি ভেঙে নিচে অন্ধকার গভীরতায় নেমে যেতে।

বিদঘুটে ছায়ারা নাচছে সামনে, ডেপুটি শেরিফকে পেছনে নিয়ে নেমে গেল টিম।

একটা স্টীল-বারড গেট লেগে গেল ওর পেছনে। বেসমেন্টে সারিবদ্ধ সেলের একটি থেকে লক্ষ করল ও স্টেবল ল্যাম্পটির কম্পমান আলো পাথুরে দেয়ালগুলোকে ধুয়ে দিয়ে চলে গেল, নিকষ আঁধারে একা পড়ে রইল টিম।

সেলের মেঝেতে হোঁচট খেতে খেতে একটা বেঞ্চি খুঁজে পেল সে, খড়ের জাজিম বিছানো ওতে। এবার ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওটায় উঠে পড়ল টিম।

বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে, রীতিমত কসরৎ করতে হলো ওকে সমস্তটা গুছিয়ে চিন্তা করতে, রাজ্যের সব ভাবনা এসে ভিড় করেছে মগজে। এর চাইতে কঠিন অবস্থায় আগে আর কোনদিন পড়েনি ও, ভাবল বেজার মনে, এবং কোন উপায়ও তো দেখা যাচ্ছে না। লেজি মেটক্ মরেছে। বহু লোক দেখেছে লোকটাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ও, চোখে ছিল খুনের নেশা। মাথা গরম করে অন্ধের মত পাতা ফাঁদে আটকা পড়েছে ও।

টিমের ফাঁসি হলে বক্সের ভাগ দেয়ার আর ভয় থাকবে না স্টীভের, গসলিনও জালিয়াতির দায় থেকে বাঁচবে। সে সঙ্গে চিরদিনের জন্যে ধামাচাপা পড়ে যাবে সেই বারো হাজার ডলার চুরির মূল ঘটনা। তিন মস্তান নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে ওকে এবং ওর করার কিছু নেই। অসহায় একটা ক্রোধ গ্রাস করল টিমকে।

সেলে জানালা নেই, ফলে কোর্টহাউজ বেসমেন্টে সামান্য আলো চুইয়ে চুইয়ে ঢোকে স্টীল-বারড গেট দিয়ে। বাতাস ভারী, গুমোট। স্থির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে শুধুমাত্র ইঁদুরদের ছোটাছুটির শব্দে।

দুটো দিন অসহ্য নিঃসঙ্গতায় পার করল টিম, দিনে দু'বার করে কেবল ডেপুটি এসে খাবার দিয়ে গেছে। প্রতিটি ঘণ্টা মনে হচ্ছে যেন ষাট মিনিটের নয়, ষাট বছরের। জেলরের কাছে বারবার উকিলের জন্যে দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি। সে লোক নির্বিকার মুখে সব শুনে যায়, কোন ট্যাঁ-ফোঁ করে না। কুর্ডি ফোলার ঠিকই বলেছিল, সুইটগ্রাস বেসিনে এখন ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই, বিষাক্ত মনে ভাবে টিম।

তৃতীয় দিন মধ্য সকালে একঘেয়েমি দূর হলো। খাঁচাবন্দী বাঘের মত

অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে তখন টিম. সিঁড়ির গোড়ায় ভারী দরজাটা খুলে যেতে শুনল . বারের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে জেলরকে নেমে আসতে দেখল. পেছনে লাল ব্যান্ডানা পরা এক দীর্ঘদেহী রাইডার :

সেলের কাছে এসে টিমকে গভীর, অন্তর্ভেদী চোখে নিরীখ করল সিরন। 'তো হোঁতকাটাকে বাঁচতে দিলে না!' মন্তব্য করল কথার কথা বলার মত করে।

'নিজের হাতে কাজটা সারতে পারলাম না, আফসোস।' রাগের সঙ্গে বলল টিম।

'শোনা যাচ্ছে ঝোলানো হবে তোমাকে।'

'এখনই ফাঁস টের পাচ্ছি গলায় '

'এক ঝটকায় কাজ হয়ে যাবে, ভেব না,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সিরন। মাথাটা একটু কাত করে পেছনে কাষ্ঠ মুখে দাঁড়িয়ে থাকা জেলরকে ইঙ্গিত করল, চোখ টিপল।

'যাও তো, দূর হও এখান থেকে,' হঠাৎ গর্জে উঠল টিম। 'আমি বাঁচি না নিজের জ্বালায় আর ব্যাটা এসেছে মশকরা করতে।'

ঘুরে দাঁড়াল সিরন। 'একেবারে কাল কেউটে, বুঝলে কিনা।' ব্যথিত কণ্ঠে বলল জেলরকে।

গুহাসম বেসমেন্টে কের একাকী হলে পর, নতুন আশায় রোমাঞ্চ অনুভব করল টিম . সিরন এমনি এমনি আসেনি। কিছু একটা জানান দিতে এসেছিল কোন সন্দেহ নেই।

হামাগুড়ি দিয়ে রাত এল, চার পাশে ঘন হলো অন্ধকার : উত্তেজনা অনুভব করছে টিম, প্রতীক্ষমাণ। ওর বিশ্বাস, যে প্ল্যানই করে থাকুক না কেন সিরন সেটা সূর্যোদয়ের আগেই সারবে। নিথর নীরবতায় ঘর্ঘর করে খুলে গেল একটা দরজা। সিঁড়ি ভেসে যাচ্ছে আলোয়, পরম আগ্রহে লক্ষ করল টিম দু'জন রাইডারের কাঠামো। স্পার চেইনের ঝনঝনাৎ, একজনের হাতে দুলছে স্টেবল ল্যাম্পটা, নিচে নেমে এক দৌড়ে বেসমেন্টটা অতিক্রম করল ওরা। প্রথমজন সিরন, চাবির গোছা রুনঝুন করছে ওর হাতে।

একের পর এক চাবি ঢুকাতে হচ্ছে বলে গজগজ করছে সিরন। তারপর হঠাৎ টিক করে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ তুলে তালা গেল খুলে, দরজা খুলে এবার বাইরে পা রাখল টিম!

'ধন্যবাদ, হে মুক্তিদাতা!' জড়িয়ে ধরল ও সিরনকে।

কালবিলম্ব না করে, ওরা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে কবিতরে উঠে এল। দেয়াল-প্রদীপের ম্লান আলোয় সদর দরজায় একজন রাইডারকে পাহারায় দেখা গেল, আরও দু'জন সাগ্রহে অপেক্ষারত শেরিফের অফিসের বাইরে।

অফিসটিতে ঝড়ের বেগে গিয়ে ঢুকল টিম নাইট ডেপুটি নিস্পন্দ পড়ে রয়েছে ডেস্কের ওপর। টিম তার গানবেল্ট আর হ্যাট পেড়ে নিল একটা পেগ থেকে, দ্রুত হাতে বেল্টটা পরে নিয়ে মাথায় চাপাল স্টেটসন। এবার ড্রয়ারগুলো

হাতড়াতে একটিতে ওর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা মোটা খামটা পেয়ে গেল।

বাইরে, ভারের মলিন আলোয় রেইলে পরপর বাঁধা ছটা ঘোড়া, আরেকটিকে দেখা গেল কাছেই তৈরি অবস্থায়।

বাকস্কিনে চড়ে বসে, সেজের গন্ধমাখা রাতের সুশীতল বাতাস বুক ভরে টেনে নিল টিম। সঙ্গীরা তখন চারপাশে জড় হয়ে গেছে। বাকস্কিনটার মাথায় আলতো চাপড় মেরে পেটে স্পার দাবাল টিম। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ওটা। অন্যান্য রাইডাররা বাধ্য হলো গতি বৃদ্ধি করতে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, সামনে বিস্তীর্ণ বালিময় জমিতে কোন স্পন্দন নেই। কালো চাদর জড়িয়ে ঘুম দিচ্ছে শহরের গলিগুলো। কোথাও বাতি জ্বলছে না, শুধু ল্যাবিস সেলুনের জানালা দিয়ে তেরছ আলোর আভাস চোখে পড়ে। সেলুনটার বাইরে, রেইলে বাঁধা তিনটে ঘোড়া থেকে থেকে ঢুলছে।

পার্কিন্স সারা রাতব্যাপী পোকার খেলার আয়োজন করেছে, ধারণা হলো টিমের। সেলুনটার পাশ কাটানোর সময় অযথাই জানালা লক্ষ্য করে একটা বুলেট খরচ করল ও। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ, রাতের অন্ধকারে বড্ড ভয়ঙ্কর শোনাল শব্দটা। একই নিশানায় আরও কয়েকটা গুলি চলল, অন্যান্য জানালাগুলো শ্রীহীন হলো অনুসরণরত রাইডারদের আক্রোশে। এবার ঝড়ো গতিতে শহর ত্যাগ করল ওরা, মেডিসিন ক্রীকের ওপর বসানো কাঠের সেতুটায় বজ্রপাতের শব্দ তুলে প্রবেশ করল ফ্ল্যাটে।

টিম ঘোড়াটাকে দম নেয়ার ফুরসত দিতে ওর পাশে চলে এল সিরন।

'দারুণ দেখিয়েছ,' সপ্রশংস সুরে বলল টিম। 'নাইট গার্ডকে কি চিরদিনের জন্যে ঘুম পাড়িয়েছ নাকি?'

'না!' জানাল সিরন। 'বাঁট দিয়ে মাথায় একটু আদর করেছি শুধু। তোমার আসলে শেরিফকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'মানে!' স্যাডলে ঘুরে বসল টিম, হতবিহ্বল দৃষ্টি ওর।

'ও-ই তো বুদ্ধিটা দিল,' গমগমে কণ্ঠে বলল সিরন। 'ওকে যখন বললাম টিম ব্রিউস কাউকে পেছন থেকে গুলি করার লোক না তখন স্বীকার করল এই সন্দেহটা নাকি তারও হয়েছে। বলল মাত্র একজন নাইট গার্ড দিয়ে তোমার মত বেপরোয়া লোককে ধরে রাখতে পারবে ভরসা পাচ্ছে না। ইঙ্গিতটা একটা গর্দভও বোঝে।'

শেরিফ কি শেষ পর্যন্ত তিন কাঞ্চনের জাল কেটে বেরিয়ে আসছে? ভাবল টিম। তারপর মন দিল কাজের কথায়। 'ছেলেরা রাজি তো?'

'কি মনে হলো?' রুক্ষ কণ্ঠে পাল্টা বলল সিরন।

'গুলি হজম করতেও দ্বিধা করবে না।'

'ওরা এসব ভেজে খেয়েছে,' শুকনো কণ্ঠে বলল সিরন।

ওয়েস্ট ফর্কের বাঁকের উদ্দেশে বেশ কিছুক্ষণ রাইড করল ওরা, পাহাড় থেকে বেসিনে নেমে এসেছে ক্রীকটা। কেউ অনুসরণ করবে এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন

নয় টিম। এলাকাটার নকশা নখদর্পণে ওর. জানে দিনের আলো ফোটার আগেই ব্ল্যাকওয়াটার হিলসে পৌঁছে যাবে। তাপপীড়িত ছায়না অঞ্চলটিতে রয়েছে জট পাকানো ক্যানিয়ন আর গিরিখাত. গোটা একটা সেনাবাহিনী লুকিয়ে রাখা যায়।

ভোরের সূর্য রাইডারদের দলটিকে তাদের যাত্রার শেষ পর্যায়ে. এঁকেবেঁকে ভূখণ্ডটি ধরে চলতে দেখতে পেল, মাঝে মধ্যেই ঘোড়ার খুরের আঘাতে স্থানচ্যুত হচ্ছে পাথর। ক্ষুধিত পৃথিবীর বুক চিরে মাথা তুলেছে চল্লা আর মেস্কিটের ঝাড়. চারধারে ঘিরে থাকা পর্বতগুলো দিনের প্রথম আলো গায়ে মেখে ম্লান লালচে আর তামাটে-বাদামী রং ছড়াচ্ছে।

সিরন বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল সঙ্কীর্ণ একটা গিরিখাতে. ওদের ঘোড়াগুলো নাড়া দিচ্ছে পাথরের গভীর স্তূপে, দু'পাশে জ্র কুঁচকে থাকা ক্ষয়িষ্ণু দেয়াল থেকে খসে পড়েছে এগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

অপ্রত্যাশিতভাবে, সামনে দেখা গেল শ্যামলিমা, এবং সিরন রাশ টেনে ধরল ঘোড়ার; ভাইন এখানে জড়াজড়ি করে সুসজ্জিত করেছে পাহাড়টিকে, ঘনবদ্ধ চ্যাপারালে পাখিদের কলতান। আড়ষ্ট টিম স্যাডল থেকে নামতে একটা ঝোপে ছাওয়া ডোবা দেখতে পেল, পাথুরে দেয়াল থেকে পানি চুইয়ে চুইয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

বাঁধন আলগা করে দেয়া হলে, ঘোড়াগুলো ডোবার পাশে তরতাজা ঘাসে আক্রমণ চালাল, ওদিকে আরোহীরা শয্যা নিল চ্যাপারালের ছায়ায়। দুপুরের দিকে সিরনের বুট গুঁতো মারল টিমের পাঁজরে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল টিম, চারদিকে ক্লান্ত দেহগুলোকে ঘুমাতে দেখে কাছের জনকে জাগাতে হাত বাড়াল। ওকে ঠেকাল সিরন। 'শুধু আমরা দু'জন,' বলল।

স্যাডল চাপিয়ে রওনা হলো ওরা। প্রকাণ্ড সব পর্বতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালনা করছে সিরন। টিম যখন ভাবছে তার বন্ধুর উদ্দেশ্য কি হতে পারে, সে মুহূর্তে মোড় নিয়ে অগভীর একটা ড্র-র কাছে থামল সিরন, তারপর দোল খেয়ে মাটিতে নেমে একটা জুনিপারে ফাঁস পরাল পালামেবে। এবার এগোল ওপাশে ঢালটির উদ্দেশে. অনুসরণ করল টিম। চড়াই বাইতে শুরু করল ওরা, প্রকাণ্ড সব পাথর আর নুড়ির স্তূপ চোখে পড়ে এখানে। হাপরের মত উঠছে নামছে বুক, চলেছে টিম সিরনের পেছন পেছন।

এবড়োখেবড়ো শীর্ষদেশে পৌঁছতে শুয়ে পড়ল সিরন, স্টেটসন খুলে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে; কনুই চালিয়ে ওর পাশে এসে থামল টিম—এবার সামনে চাইতে অবিশ্বাসের মৃদু একটা শিস বেরিয়ে এল ঠোঁট থেকে।

পাথুরে একটা ঢাল খাড়া গিরিচূড়ার মতন তির্যকভাবে নেমে গেছে একটা ফ্ল্যাটে, দু'ধার থেকে মাথা তুলেছে ভাঙাচোরা পাহাড়। ফ্ল্যাটের দূর প্রান্তে, মাইল খানেক হবে হয়তো, একটা অমসৃণ পর্বত সম্পূর্ণ করেছে একটা বক্স ক্যানিয়নের ঘেরাও, গভীর ফাটলটা ছাড়া দেয়াল একেবারে অটুট।

সবুজ গাছপালা, পানি চোখে পড়ল, আর হ্যাঁ, ক্যানিয়নের মেঝেটি থিকথিক করছে গরুতে। ফাটলটির কাছে নজরে এল যেনতেন প্রকারে খাড়া করা একটা

শ্যাক, করাল আর তার পাশে সরু ঢালু পথ : দৃশ্যটা হজম করছে টিম, এমনিসময় শ্যাকের কাছে উদয় হলো জনৈক রাইডার, দূরত্বের কারণে বামনের মত দেখাল তাকে। গদাইলশকরী চালে লোকটা ফটলটার দিকে এগিয়ে ওটার পাথুরে তোরণ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'দেখে রাখো!' বলল অনুচ্চ স্বরে সিরন। 'কব এখানে পাহারাদার রেখেছে দু'জন!'

'শালা জায়গা বেছে নিয়েছে একটা!' শ্বাসের ফাঁকে বলল টিম। 'পানি, খাবার, করাল–কি নেই এখানে!'

'আর খুরের ওপর ভর দিয়ে দশ হাজার ডলার, হয়তো আরও বেশি,' রুক্ষ স্বরে বলল সিরন। 'ব্যাটা ডেলিভারী দেবে কোয়াহুইলায়।'

'নিশ্চয়ই দেব,' মৃদু সুরে বলল টিম।

'জো হুকুম, বস্,' পাল্টা বলল সিরন।

নয়

খানিকক্ষণ তেমনিভাবে শুয়ে থেকে নিচে ক্যানিয়নে গরুগুলোকে নিশ্চিন্তে চরতে দেখল টিম। প্রচুর গরু আছে ওখানে, মনে মনে বলল ও, মোটামুটি বড় ধরনের র‍্যাঞ্চের স্টক : তিন খচ্চর এই মাত্রায় রাসলিং চালাচ্ছে না দেখলে বিশ্বাস হত না। এটা তো মাত্র একবারের চুরি : মাসের পর মাস ধরে বেসিন থেকে গরু পাচার করছে কব। এভাবে আরও কিছুদিন চললে রীতিমত গরুমুক্ত এলাকায় পরিণত হবে সুইটগ্রাস। দেউলিয়া হয়ে পড়বে র‍্যাঞ্চাররা, স্টীভ তখন সব গ্রাস করে নেবে। এতদিনকার অবজ্ঞা ঝরে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী শ্রদ্ধা অনুভব করতে শুরু করল ও সৎ ভাইটির প্রতি।

এবার তীব্র রাগ জমতে আরম্ভ করল অন্যান্যদের ছলনা বিবেচনা করে। টিমের টাকাটা সম্ভবত স্টীভই চুরি করিয়েছিল, যার ফলে শহরত্যাগে বাধ্য হয় ও; মার্সিয়া নোলানকে বাধ্য করেছে হতচ্ছাড়াটা প্রেমহীন বিয়েতে রাজি হতে; গসলিনকে ঘুষ দিয়ে পকেটে পুরে নিয়েছে বজ্র বি; আবার এখন চাইছে গোটা বেসিনটা করায়ত্ত করতে।

ভাবনায় ছেদ পড়ল সিরনের কনুইয়ের গুঁতোয়। কিনারা থেকে পিছাতে লেগেছে সে। ওকে অনুসরণ করল টিম। আলগোছে ঢাল থেকে নেমে পড়ল ওরা, ফিরে এল ঝুঁ-র কাছে বাঁধা জানোয়ারগুলোর পাশে।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেটের মাল-মশলা বের করল টিম। 'কিভাবে সামলাবে ভাবছ?' দায়সারাভাবে জবাব চাইল।

শ্রাগ করল সিরন। 'একটাই রাস্তা আছে। আমাদের অস্ত্র সাতটা। ওদের লোক দু'জন। ওদের সাবড়ে দিয়ে ক্যানিয়ন সাফ সুতরো করে দেব।'

'তারপর দু'তিনদিনের যাত্রা,' চিন্তিত সুরে বলল টিম। 'তাছাড়া ওদের লোক এত কম বিশ্বাস হয় না আমার।'

'তিনদিন! দু'দিন ট্রেইলে থাকা, তারপর মরুভূমি, মেসকিট ওয়েলসে পানি এবং তারপর শুকনো একটানা পঁচিশ মাইল বর্ডার পর্যন্ত।'

'আমরা ক্যানিয়ন পরিষ্কার করব না!' ঘোষণা করল টিম।

কাঠ হয়ে গেল সিরন। 'কি বললে?' অবিশ্বাস ওর গলায়।

'শুনেছই তো!' সিগারেটে কাঠি ধরল টিম; একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়েছে সিরনের দিকে। কৌতুকের চোখে বন্ধুকে জরিপ করছে ও। 'হাজারের বেশি গরু সামলাতে হবে পাক্কা তিনটা দিন। কীরকম অঞ্চলে ওগুলো জানোই তো। প্রথম দিনটা পোহানোর আগেই কব তার দলবল নিয়ে ধরে ফেলবে। দশ-বিশটা গানম্যানের সঙ্গে পারবে? কোন চান্স নেই,' নিজেই বলল।

সিরন গোড়ালির ওপর বসে চুপ করে রইল। এবার ওর কালো চোখ আলো ফেলল টিমের মুখে। 'যদ্দূর মনে পড়ে তুমি বলেছিলে কাজটা অনায়াসে করা যাবে।'

খলখলিয়ে হাসল টিম। 'তোমার রাস্তায় না—আমার।'

'কি সেটা জানতে পারি?' কর্কশ স্বরে জবাব চাইল সিরন।

'চোখ রাখব ক্যানিয়নে। কব ড্রাইভ করলে পিছু নেব; মেসকিট ওয়েলসে পৌঁছলে কেড়ে নেব। বর্ডারে খবর পৌঁছতে পৌঁছতে মাল বুঝিয়ে দিয়ে পকেট গরম করে ফেলব।'

স্বস্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল সিরন। 'তাই বলো,' বলল, 'আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম। ঠিকই প্ল্যান করেছ তুমি।'

গিরিখাতে ফিরে, চূড়ায় পাহারাদার পাঠাল টিম, পালাক্রমে পাহারার ব্যবস্থা করল। টিমের ধারণা, শীঘ্রিই কাজে নামতে হবে, তাই একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে নেবে ঠিক করল। সিরনের মতে, কব এবার সাধারণের প্রায় দ্বিগুণ গরু জড় করেছে। ক্যানিয়নের ঘাস খাইয়ে ভালই নাদুসনুদুস করছে ওগুলোকে।

দ্বিতীয় দিন উষালগ্নে, পাহারাদার ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, গুপ্তস্থান থেকে ডজনখানেক রাইডার গরু তাড়িয়ে বের করছে। চোখের পলকে স্যাডলে চাপল টিম আর সিরন। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢালে উঠে কিনারায় বুক মিশিয়ে শুতে, ক্যানিয়নটাকে প্রায় শূন্য দেখতে পেল। দূর প্রান্তে, হাটস্ বেয়ে যেখান থেকে উঠে ছায়ায় মিশে গেছে গরুগুলো সেখানে ধুলো উড়ছে জমাট বেঁধে। সজাগ শ্রোতাদের কানে পৌঁছচ্ছে রাইডারদের তাড়া দেয়ার আবছা শব্দ।

পুবে ভোর তখনও প্রতিশ্রুতি, গিরিখাত থেকে বেরিয়ে এল সারিবদ্ধ সাতজন রাইডার, দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছে সিরন; দুপুরে, নীল দিগন্তে চোখে পড়ল ধুলোর কুয়াশা—গরুর পালের এগিয়ে চলার চিহ্ন। অনুসরণকারীরা হাঁটার গতিতে চলেছে এখন।

পেছনে ক্রমে ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে ব্ল্যাকওয়াটার হিলস। পশ্চিমে,

পর্বতমালার তীক্ষ্ণ চূড়াগুলো নীল মেঘের গয়না পরেছে।

সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ক্ষয়িত রিজ, আর মরু ঝোপের একঘেয়ে দৃশ্য। গরুর পালটার ফেলে যাওয়া ধুলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে ওরা। নাক-মুখ ঢেকে রেখেছে ব্যান্ডানায়, ধূলিকণা থেকে রক্ষা পেতে। তাও কি বাঁচা যায়, চোখে-কানে, শার্টের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঠিকই কিচকিচ করছে। অসহ্য বিরক্তিকর তিনটে দিন।

তৃতীয় দিন সন্ধে নাগাদ সিরন রাশ টেনে ধরল টিমের জন্যে, ওর বাহু স্পর্শ করে তর্জনী দেখাল। 'মেসকিট ওয়েলস!' বলল।

সূর্য এখন লালিমা ছড়িয়ে ডুব দিচ্ছে পর্বতশ্রেণীর পেছনে, কালো আলখাল্লা ধীরে ধীরে চড়তে শুরু করেছে মরুভূমির গায়ে, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়গুলো। ধুলোর কুহেলিকা আর মেসকিট ওয়েলস নির্দেশকারী বক্সুর পাথরটা আঁধারের পেটে চলে যাচ্ছে।

ফিকে অন্ধকার শামিয়ানায় অগণিত নক্ষত্র সেজেগুজে হাজির হলে রাশ টানল টিম। খিল ধরা হাত-পা নিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সাত রাইডার, স্টেটসন উল্টে জলপান করাল জানোয়ারগুলোকে, ওয়াটারব্যাগ থেকে অবশিষ্ট যা পানি ছিল ঢালল কফি পটে। 'উহু,' ঘাড় কাত করে উঠল সিরন। 'কাপড়ের গন্ধ!'

ওদের চারদিকে সুনসান নীরবতা। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত খসে পড়ল একটা তারা, মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। কারও মুখে কথা নেই বললেই চলে। মেসকিট ওয়েলস দেখা যাচ্ছে, এখন কেবল আগুনে ঘি পড়ার অপেক্ষা।

সংক্ষিপ্ত খাওয়া সারল ওরা। সিরন গজগজ করে জানাল পেটের এক দশমাংশও নাকি ভরেনি তার। টিম লাথি মেরে আগুনটা বিভক্ত করলে আবারও সবাই চড়ে বসল স্যাডলে, এক সারে চলেছে।

ক্যাটলের দূরাগত হাম্বা রব, অচেনা জায়গায় বিছানা নিতে অস্থিরতার শব্দ কেঁপে কেঁপে পৌঁছে সমভূমিতে। একটা হাত তুলে সঙ্গীদের থামাল টিম, সিরনকে ইঙ্গিত করে সামনে এগিয়ে গেল।

ভূখণ্ড এখন ভাঙতে শুরু করেছে; লাভার প্রস্তর চাঁইয়ের আড়ালে সন্তর্পণে ঘোড়া ঢুকিয়ে, শেষ পর্যন্ত ওরা দু'জন ওয়েলসের ওপর খবরদারি করা পাথরের স্তূপটার কাছে ঘেঁষে এল।

দূর থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটা চিৎকার। লাগাম টেনে ঘোড়া থেকে নামল টিম। স্পার খুলে, ঘোড়া বেঁধে গুড়ি মেরে এগোল সিরন, সে আর গোল্ডি।

মস্ত সব পাথরের আড়াল নিয়ে, পাথুরে একটা বেসিনের পাশে, ম্লান আভার উদ্দেশে আলগোছে এগিয়ে গেল ওরা। বেসিনের কালো স্থির পানিতে তারার ছায়া খেলা করছে।

অগ্নিকুণ্ডের কাছে দুটো দেহ ব্ল্যাঙ্কেটে গুটিসুটি মেরে বসা। তৃতীয় আরেকজন স্যাডলে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকছে।

'কব!' কর্কশ শোনাল সিরনের খাদে নামা কণ্ঠস্বর।

পিছিয়ে এসে, গরুর পালটার দিকে চলল এবার ওরা।

দু'জন নাইট রাইডার ধীর গতিতে, মরুভূমিতে মেঘের মত ছায়া ফেলা ঝাঁকটার চারদিকে পাক দিচ্ছে। প্রায়ই শিঙে শিঙে বাড়ি খাচ্ছে জানোয়ারগুলোর, ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে নাক দিয়ে।

'পাঁচজন!' মন্তব্য টিমের। 'কব ঝামেলা আশঙ্কা করেনি। লোক ফেলে এসেছে পেছনে।'

'কোনদিন পোহাতে হয়নি যে,' কাটখোট্টা শোনাল সিরনের গলা। 'দেরি কিসের?'

বন্ধুর কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা শুনে মৃদু হাসল টিম। 'এই তো খেল শুরু।'

একটা রশি মৃদু গান গেয়ে, ফাঁস হয়ে বসল চক্করত একজন নাইট গার্ডের গলা আর কাঁধে। সে আর্তনাদ করার আগেই এক ঝটকায় এঁটে গেল গলায়, তীব্র ঝাঁকুনিতে স্যাডল থেকে ছিটকে চলে এল ও এবং কঠিন একজোড়া হাত চেপে বসল তার কণ্ঠনালীতে।

দলটির ওপাশে ওর সঙ্গী বেচারাকেও একই নিয়তি বরণ করতে হলো; কিন্তু এ ব্যাটা চালু মাল, মাথায় রিভলভারের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারানোর আগে ওর হুঁশিয়ারি গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল গরুগুলো।

গার্ডটিকে পেড়ে ফেলে টিম পা টিপে টিপে ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসা লোকগুলোকে চেপে আনছে, ইতোমধ্যে গুলির আওয়াজটা শোনা গেল।

কব চিৎকার ছেড়ে, একপাশে লাফিয়ে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল আগুনের শিখার বাইরে। আঁধার ফুঁড়ে গুলি এল কয়েক জায়গা থেকে। এক রাইডার বিচলিত ভঙ্গিতে ব্ল্যাঙ্কেট থেকে উঠে পাঁই করে ঘুরতেই, বুলেট হজম করে ভূমিশয্যা নিল। অপরজন এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসেছে, গুলি চালাচ্ছে পাল্টা। আল কবের সিক্সগানও গর্জাচ্ছে।

গোলাগুলির শব্দ পাথরে বাড়ি খেয়ে, গমগম আওয়াজ তুলে ভেসে চলে গেল মরুভূমির ওপারে। হাঁটুর ওপর বসা রাইডারটিকে এবার দেখা গেল, শিস কাটা গুলি বুকে ধারণ করে মুখ থুবড়ে পড়ল।

খিস্তি ঝেড়ে তাজা বুলেট লোড করছে আল কব।

আগুনের কম্পমান আলোর অভিকায় দেখাচ্ছে হামলাকারীদের ছায়া, লোকগুলো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে খুঁজে নিচ্ছে শত্রুপক্ষকে। স্তূপীকৃত লাকড়ির আড়ালে পেট ঠেকিয়ে ফের লাল মৃত্যু ঝরাল কবের সিক্স গান।

ডগ ওয়াল্টার্স, টিমের বাঁ পাশের পাঞ্চারটি আর্তচিৎকার ছেড়ে টলে উঠল, গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে তার। আঁধার আবারও উজ্জ্বলতা পেল কবের লাল আগুন লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ আঘাত হানতে।

টিম দ্রুত কটাক্ষ হেনে, পুরানো শত্রুর প্রসারিত অবয়বে নজর ফেলল, তারপর মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যামার টানল। কবের যন্ত্রণাকাতর তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল ওর। কুঁজো হয়ে সামনে এগোতে, সাবেক ফোরম্যানকে গান ফেলে ঠ্যাং চেপে ধরে থাকতে দেখল।

'তোলো!' চেঁচিয়ে উঠে ধেয়ে গেল ও। রক্তমাখা হাতে সিক্সগানটায় থাবা মারল কব। কিন্তু সে ওটা বাগে পাওয়ার আগেই গায়ের ওপর এসে পড়ল টিম। ধাঁই করে চোখা রাইডিং বুটের লাথি ঝাড়ল ও কবের কব্জিতে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। অন্যরা ঘিরে ধরেছে এখন চারদিক থেকে। কানের ওপর সিরনের পিস্তলের বাঁট পড়তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল কব।

'ওর হাত-পা বেঁধে ফেলো,' নির্দেশ দিল টিম, চরকির মত ঘুরে আলোয় বেরিয়ে আসা রাইডারটির দিকে মনোযোগ দিল। পেছনে হাত বাঁধা দু'জন বন্দীকে নিয়ে এসেছে সে। 'গোল্ডি গরুগুলো পাহারা দিচ্ছে,' রিপোর্ট পেশ করল সে, 'ওকে একজনের সাহায্য করা দরকার। বলদগুলো ভড়কে গেছে খুব।'

কেউ একজন উস্কে দিল আগুনটা। গরুর পাল সামলাতে জনৈক সঙ্গীকে পাঠিয়ে পরিস্থিতি বিচার করে নিল টিম। আক্রমণটা সংক্ষিপ্ত হলেও মারাত্মক ছিল। ক্যাম্পফায়ারের লকলকে শিখা তিনজন লোকের ভূপতিত মৃতদেহ উন্মোচন করল। পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে কব। প্যান্টের ডান পা-টা থেকে কাপড় ছিঁড়ে পায়ের জখমে পট্টি বাঁধা হয়েছে ওর। চিত হয়ে শুয়ে খুনে চোখে প্রতিপক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে সে। অপর বন্দী দু'জন নীরবে কাছে দাঁড়ানো।

সিরনকে খুশিয়াল মুডে দেখা গেল। মাথা ঝটকাল ও বন্দী নাইট গার্ড দু'জনের উদ্দেশে। 'খচ্চর দুটোকে চড়ালে কেমন হয়?' বলল কর্কশ স্বরে। 'অবশ্য আশপাশে তেমন গাছ-পালা দেখছি না।'

'ওদের একটা সুযোগ দেয়া যায়,' বলল টিম। 'গরু সামলাতে হাত লাগাবে আর নয়তো বুলেট সামলাবে।'

সিরনের গাঢ় চোখ ঝলসে গেল কবের ওপরে।

'ওর কম্ম নয়।' কবের আঘাতটা লক্ষ করে বলল।

'আমাকে খুন করলে করতে পারো!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'কিন্তু ভেব না পার পেয়ে যাবে। আমার বন্ধুরা তোমাদের ছাড়বে না।'

গান বাঁটে হাত পড়ল সিরনের। 'এ ব্যাটা কোন কাজের না, টিম!'

'অনেক রক্ত ঝরেছে, আর না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টিম। 'আমি ওকে সামলাব।'

ভোর নাগাদ কবর হয়ে গেল মৃতদের। হর্ষোৎফুল্ল রাইডারদের পরিচালনায় গরুর পালটা স্রোতের মত ভেসে চলল দক্ষিণে বর্ডারের উদ্দেশে। কবকে নিরস্ত্র করে তার ঘোড়ায় চড়িয়ে উত্তরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। শাসিয়ে গেছে সে, দেখে নেবে নাকি। সিরন খেপে উঠলে ওকে শান্ত করেছে টিম। 'হয়তো ছেড়ে দিয়ে ভুল করছি,' বলেছে, 'কিন্তু আর খুনোখুনি নয়।'

ঝাঁকটির ধুলো অনুসরণ করে দুলকিচালে চলার পথে খুশির কণ্ঠে বলল সিরন, 'তিন বদমাশের অন্তরে শূল বিঁধিয়ে দেয়া গেছে, কি বলো।'

মৃদু হাসল টিম। 'এখনও অনেক বাকি।'

দশ

ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে থাকা ছ'জন রাইডারের তামাটে মুখে অগ্নিশিখার কারসাজি। গিরিখাতে, ব্ল্যাকওয়াটার হিলসের ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে টিম ও তার সঙ্গীরা।

দুটো স্যাডলব্যাগ পড়ে আছে টিমের পাশে, ওগুলো থেকে গ্রীনব্যাকের পরিপাটি প্যাকেটগুলো বের করল ও। টাকাটা ছ'ভাগে বাট করতে সাগ্রহে দেখল সঙ্গীরা।

'তো,' শেষমেশ বলল টিম, হিসেবটা তো তোমরা জানোই: বারোশো চৌষট্টিটা গরু। মাথা পিছু দশ ডলার করে, মানে বারো হাজার ছয়শো চল্লিশ ডলার। চল্লিশ ডলার ধরে নাও কবের লোক দুটোর খাওয়া খরচ। কথা মত সমান ভাগে একুশশো ডলার করে পড়ে।'

যার যার ভাগের টাকা বান্ডিল করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল টিম। 'আরেকটা কথা,' বলল ও, 'সিরন, ডগ ওয়াল্টার্সের পরিবার আছে?'

সায় জানাল সিরন।

'তাহলে আমার ভাগ থেকে পাঁচশো দেব তাদেরকে,' বলল টিম। 'তোমরা কেউ কিছু দেবে নাকি? দিতে না চাইলে জোর নেই।'

সানন্দে সবাই যার যা খুশি দিল। মোট উঠল বাইশশো ডলার। টাকাটার দায়িত্ব দেয়া হলো সিরনকে, সে ডগের বিধবা স্ত্রীর হাতে তুলে দেবে।

'টিম,' কঠোর সুরে এবার বলে উঠল সিরন, 'আরেকটা কাজের কথা মনে আছে তো? তোমার পেছনে পাল্টা গান কিন্তু তৈরি।'

'হুঁ,' চিন্তামগ্ন টিম বলল।

পাঁচজোড়া চোখ আশা নিয়ে চেয়ে ওর দিকে। একটা সিগারেট রোল করল টিম। 'তিন কাঞ্চনের দিন শেষ।' ঘোষণার সুরে বলল শেষ পর্যন্ত। 'অনেক বাড় বেড়েছে, এবার কাটা পড়বে। র‍্যাঞ্চাররা সংগঠিত হলে কিন্তু এমনটা ঘটত না।' ঝট করে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, পাদাকৃত শুকনো খড়ির কাছে হেঁটে গিয়ে ওখান থেকে ছ'টা তুলে নিল। ওগুলো নিয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। কৌতূহলী পাঁচজোড়া চোখ লক্ষ করল ও একটা খড়িকে পট করে ভেঙে ফেলল। 'একটা র‍্যাঞ্চ,' মন্তব্য করল টিম, 'এভাবেই ভাঙে।'

এবার বাকি পাঁচটা খড়ি একত্র করে ভাঙার চেষ্টা করল, ফুলে উঠেছে দু'হাতের পেশী, কিন্তু পারল না শেষ পর্যন্ত—হাল ছেড়ে দিল। ওগুলো অগত্যা আশ্রয় পেল আগুনে। 'বুঝতে পেরেছ?' জবাব চাইল। হতবিহ্বল লোকগুলোর মুখে বাক্য সরছে না।

'একজন একজন করে লড়ছে বলে,' ব্যাখ্যা করল টিম। 'র‍্যাঞ্চাররা কুলাতে

পারছে না ওই তিনটার সাথে। কিন্তু যেই তারা এক হবে পালানোর পথ পাবে না শয়তানগুলো।'

'কিন্তু এক করবে কে?' প্রশ্ন করল জন প্ল্যাট।

'আমি!' সংক্ষিপ্ত জবাব টিমের। 'ওদের ঐক্য ভেঙে দিতে পারলে ওদের চাকরগুলো সব লেজ গুটিয়ে ভাগবে।'

আগুনে থুথু ছুঁড়ল সিরন। 'তাতে আমাদের কি?'

'একটা ভাল কাজ করলে,' বলল টিম। 'তাছাড়া যারা আমার সঙ্গে থাকবে তাদের মাসে একশো ডলার করে দেব, সেই সঙ্গে কাজটা উদ্ধারের পর পাঁচশো ডলার করে বোনাস আর রাইডারের চাকরি।'

'তার আগে চুল-দাড়ি পেকে যাবে আমাদের,' বলে উঠল গর্জন ছেড়ে গোল্ডি।

'আমার কাছে আগে থেকেই দু'হাজার ডলার আছে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল টিম। 'এখন হলো আরও ষোলোশো, এর অর্থ তুষারপাত শুরু হওয়ার আগেই চাম্বিবাটি গোল করতে হবে তিন ক্যাপ্টেনকে—ধরো আর ছয় মাসও নেই।' সবার ওপর নজর বুলিয়ে নিল ও। 'কে কে থাকছ?'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল সবাই, তবে মুখে তালা।

ভাবুক মুখগুলোর ওপর আবারও দৃষ্টি বয়ে গেল টিমের। 'ভেবে দেখো!' বলল ও। 'যে থাকতে না চাও চলে যেতে পারো ভোরবেলা। আমি কিছু মনে করব না।'

পরদিন সকালে, সিরন চুলোয় কফি চড়ালে দেখা গেল সবাই উপস্থিত।

দূরবর্তী পর্বতমালায় সূর্যকিরণ পড়েছে কি পড়েনি রাইডাররা রওনা হলো স্নো মাউন্টেনের উদ্দেশে, ওয়েস্ট ফর্কের উত্তরে পাঁচটি র‍্যাঞ্চের একটি হচ্ছে এটি, বেসিনটিকে মাঝপথে বিভক্ত করেছে। আরেকটি, অর্থাৎ বন্ড জেড-এর মালিক হলো কব। মার্সিয়ার বাবা জন নোলান শ্যামনের মালিক, সবার দক্ষিণে ওটার অবস্থান। টিম অনুমান করল, জন নোলান তার জামাইয়ের পক্ষাবলম্বন করবে, স্বেচ্ছায় না হলেও মেয়ের মুখে চেয়ে। বাকি রইল আর তিনটে, স্যাম ইংলিশের স্নো মাউন্টেন, হার্ডি পিয়ারসনের বার্নিং রক, আর এস সি সি, মেডিসিন ক্রীকের কাছে বিশাল এক র‍্যাঞ্চ, জ্যাক স্যান্ডারস্ট্রম যেটার ম্যানেজার। বর্ডারে যেসব গরু চোরাচালান করে এনে ওরা সেগুলোর অধিকাংশই ছিল এদের ব্র্যান্ড মারা।

স্নো মাউন্টেন র‍্যাঞ্চটা যেন একটা ভালুকের গুহা; এ ব্যাপারে দ্বিমত করবে না কেউ, ভাবল টিম, স্যাম ইংলিশের স্প্রেডের কাছে তখন পৌঁছে গেছে রাইডাররা। র‍্যাঞ্চহাউজ নেই, একটা শুধু লম্বা, পাথুরে বাঙ্কহাউজ, ওটার এক কোণে একটা গ্রাবশ্যাক কোনক্রমে ঠেকনা দিয়ে আছে; কাঠের তৈরি একটা বার্ন, ছড়ানো ছিটানো কিছু শেড আর একটা করাল নিয়ে র‍্যাঞ্চটার সেট আপ, ধাতব একটা উইন্ডমিল, মাকড়সার পায়ে ভর দিয়ে যেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে অবিরাম ঘুরছে ওটার ওপর।

বাঙ্কহাউজের একপাশে একটা অপরিচ্ছন্ন বারান্দা, ইতস্তত জমে আছে পরিত্যক্ত স্যাডল। কটা প্রাচীন রকার দেখা গেল, যার একটিতে বসে ইয়ার্ডে রাইডারদের সাবধানী চোখে ঢুকতে দেখল স্যাম ইংলিশ। স্যাম মাঝারী গড়নের লোক, ময়লা রেঞ্জ পোশাক গায়ে ওর। সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠায় ভ্রু কুঁচকে রাখার স্বভাব বলে ভাঁজ পড়ে গেছে কপালে। একটা মলিন লাল ব্যান্ডানা ওর গলায় পেঁচানো, মাথায় ঘেমো স্টেটসন।

সিরুস আর অন্যরা ঘোড়াদের পানি খাওয়াচ্ছে, বারান্দার উদ্দেশে পা বাড়াল টিম। ও জানে, স্যাম খিটখিটে মেজাজের লোক, অতীতে অনেকবারই মতান্তর ঘটেছে তার বুলের সঙ্গে। কাজেই, মনে মনে বলল টিম, সহজ হবে না :

'কেমন আছ, স্যাম!' অভিবাদন জানাল। 'চিনেছ আমাকে?'

'তুমি কি করে,' গর্জে উঠল স্যাম। 'বুলের জঘন্য ছায়া তোমার চেহারায়! ভেতরে এসো!'

ধাপ বেয়ে উঠে এল টিম, একটা রকার থেকে স্যাডল ফেলে দিয়ে কাউম্যানটির পাশে বসল।

নোংরা অ্যাপ্রন পরা কুক সশব্দে প্রাবশারকের দরজা খুলে এক বালতি পানি ছুঁড়ে দিল ইয়ার্ডে। কটা ছেলা টাইপের মুরগি শেড থেকে ছুটে বেরিয়ে পা আঁচড়াতে লাগল প্রবল বেগে।

'খুব শান্তিতে আছ মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল টিম।

ঘোঁত করে উঠল স্যাম। 'বলেছের শান্তি! তিন কাগুানের জ্বালায় দম বন্ধ হয়ে মরতে বসেছি।'

'মশকরা করছ তুমি,' উস্কে দিল টিম।

'মশকরা!' গর্জন ছাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'ওরা আমার ছেলেদের সুযোগ পেলেই গুলি করছে, গরু ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা খুশি তাই চলছে।'

'আর তুমি বসে বসে দেখছ,' আওড়াল টিম। 'তোমার সেই তেজ কোথায় গেল, স্যাম?'

'আর তেজ!' হতাশা ভর করল লোকটির কণ্ঠে : 'তোমার বাপের সঙ্গে যুক্তি চলত, এদের সঙ্গে ওসব চলে না ; এদের হাতে ত্রিশ-চল্লিশজন গানম্যান। আমার রাইডার মাত্র ছ'জন, তাদের আবার দু'জন গুলি খেয়ে বাঙ্কহাউজে কোঁ-কোঁ করছে।'

'তারমানে ওরা দাবিয়ে রেখেছে তোমাকে!' রকারে আয়েশ করে পা এলিয়ে দিল টিম। 'হাইজনারের কথা মনে আছে? লুট করে ওকে ফাঁক করে দিয়েছিল কব, তারপর দয়া করে র‍্যাঞ্চটা কিনে নিয়েছে।' টিম তার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করছে, অবশ্য আন্দাজ করল ওটা সত্যের কাছাকাছিই গেছে। 'তোমারও সে অবস্থা করে ছাড়বে মনে হচ্ছে।'

'এবং আমার কিছু করারও নেই,' গুঙিয়ে উঠল স্যাম।

'ভুলটা এখানেই করছ তুমি, মস্তবড় ভুল।'

'যেমন!' খেঁকিয়ে উঠল স্যাম।

'শোনো!' চাঞ্চল্য সহসা ভর করল টিমের কণ্ঠে। 'কব তিনজনের হয়ে সরাসরি মোকাবেলা করছে। ওর খেলাটা একদম সোজাসাপ্টা: তোমাদেরকে এক এক করে ফতুর করছে ও। তোমরা একজোট হও ও নিজেই শেষ হয়ে যাবে।'

'পাগলের প্রলাপ!' রোদতপ্ত ফ্ল্যাটিসে ঝলসে গেল র‍্যাঞ্চারের দৃষ্টি। 'জন নোলান ওদের পক্ষে বাকি রইল হার্ডি পিয়ারসন, ওর আছে আটজন হ্যান্ড, আমাদের দু'জনের মিলে মোট চোদ্দজন।' শ্রাগ করল লোকটা নিরাশ ভঙ্গিতে।

'আমাদের ছ'জনের কথা ভুলে যাচ্ছ। মোট বিশজন।'

'নিজেরই ফকিরের দশা আরও ছ'জন ভাড়া করব কোত্থেকে?' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'আমাদের বেতন দিতে হবে কে বলল?'

অবিশ্বাসে কুঁচকে গেছে স্যামের ভ্রূ। 'তাতে তোমার কি লাভ?'

'বেঈমান সৎ ভাইটাকে শায়েস্তা করতে পারব আমি, কাজেই ওই পাঁচজনের বেতন আমিই দিচ্ছি,' জানাল টিম। 'আর এস সি সি-র কথা কিন্তু ভুলে গেছ তুমি। ওদের পে রোলে অন্তত বিশটা গানহ্যান্ড আছে।'

'ওরা কারও সাথে মেশে না।'

'হয়তো আমি বোঝাতে পারব ওদের,' খোলতাই কণ্ঠে বলল টিম। 'ওরা রাজি না হলে না হবে, আমাদের বিশজন তো আছে।'

'আঠারো,' বিষাদের সুরে বলল স্যাম। 'বললাম না দু'জন গুলি খেয়েছে?' সিগারেট রোল করতে শুরু করল লোকটা।

'ওই হলো,' বলল টিম। এরপর দীর্ঘ নীরবতা।

'স্যাম,' অনেকক্ষণ বাদে বলল টিম, 'তুমি কিন্তু খুব দ্রুত চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছ। হয় নাক তোলার চেষ্টা করো আর নয়তো অসহায়ের মত ডুবে মরো। হার্ডি পিয়ারসনকে সাহস জুগিয়ে তারপর এস সি সিতে আমরা দু'জন একসঙ্গে গিয়ে ম্যানেজারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি—নাকি এই রকার থেকে গা তোলারও শক্তি নেই তোমার?'

রকারটা সহসা সামনের দিকে কাত হয়ে গেল স্যাম একলাফে উঠে দাঁড়াতে। 'চলো!' দাঁতের ফাঁকে বলল ও। 'আমি ফাইট করব। তাতেও অবশ্য বাঁচতে পারব না। তোমার ছেলেদের বলো বাঙ্কহাউজে গিয়ে উঠতে।'

গোধূলিলগ্নে, সোজা মাইল উত্তরে বার্নিং রকে এসে পৌঁছল ওরা দু'জন। বেসিনের সমতল মেঝে এখানে খাড়া হয়ে উঠেছে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে।

বার্নিং রকের মালিক হার্ডি পিয়ারসন বয়স্ক লোক, টিমের কথাগুলো নীরবে শুনে গেল সে। এবার স্যামকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি আছ ওর সঙ্গে, স্যাম?'

গোমড়ামুখে মাথা ঝাঁকাল স্যাম ইংলিশ। 'হয় মারো নয় মরো, অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে। সারাজীবন গরুর ব্যবসা করে এখন র‍্যাঞ্চ গুটাতে হলে খাব কি?'

দৃষ্টি ফেরাল টিমের দিকে হার্ডি। 'ধরে নাও আমিও আছি।'

'ধন্যবাদ!' হাসি ফুটেছে টিমের মুখে। দু'জন ভজেছে, আরেকজন বাকি। 'চলো, এস সি সিকে গিয়ে আমাদের প্ল্যানটা জানাই।' বলল ও।

ঝকঝকে-তকতকে, ছিমছাম এস সি সি র‍্যাঞ্চটা দেখলে স্যাম আর হার্ডির আউটফিট দু'টো শুয়োরের খোঁয়াড় মনে হয় বৈকি। বাঙ্কহাউজ, বার্ন, ওয়াগন শেড সব তুষারশুভ্র হোয়াইট ওয়াশ করা। সাদা রেলিং দেয়া একটা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে এক পাল ঘোড়া. ওটার বিপরীত পটভূমিকায় কটনউডের সৈসথুনটে একটা ধবধবে সাদা বাংলো. চারধারে নানা বর্ণের বিচিত্র ফুল শোভা বর্ধন করছে, টিমের দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

ঘোড়া বেঁধে ওরা বারান্দায় উঠতে, হাউজ ড্রেস পরিহিত এক হাসিখুশি মহিলা দরজা খুলল।

টিম নিজের ও সঙ্গীদের পরিচয় দিয়ে ম্যানেজার জ্যাক স্যাডারস্ট্রমের খোঁজ করল।

'আমি মিসেস স্যাডারস্ট্রম,' হেসে বলল মহিলা। বারান্দায় রাখা চেয়ার নির্দেশ করল। 'আমি ডাকছি ওকে, অফিসে আছে।'

এস সি সির মালিক একটা ব্রিটিশ কোম্পানী. জ্যাক স্যাডারস্ট্রমকে ম্যানেজার নিয়োগ করেছে তারা। লোকটির বয়স চল্লিশের কোঠায়, ধূসর শীতল চোখ, কালো গোঁফ। ফিটফাট ম্যানেজারটিকে একজন প্রাক্তন ক্যাভলরি অফিসারের মত লাগল টিমের কাছে।

লৌকিকতার সঙ্গে অতিথিদের গ্রহণ করল জ্যাক স্যাডারস্ট্রম।

ওর পায়ে পায়ে এল মিসেস স্যাডারস্ট্রম, একটা ট্রেতে করে চার গ্লাস লেমোনেড আর সুদৃশ্য প্লেটে বাসায় তৈরি বিস্কিট নিয়ে।

'তোমাদের তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়ই,' উদ্ভাসিত হাসিতে বলল মহিলা। টেবিলে ট্রে রেখে চলে গেল।

জ্যাক মেহমানদের হাতে হাতে গ্লাস তুলে দিলে তারা সেটিকে শক্ত করে ধরে বসে রইল, পান করার লক্ষণ নেই। টিম বাজি ধরে বলতে পারে গত দশ বছরে একবারও হালকা পানীয় পান করেনি স্যাম আর হার্ডি। বিস্কিটে কামড় দিতে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো টিম ভদ্রমহিলা পাকা রাঁধুনি. এরপর পরীক্ষামূলকভাবে এক চুমুক দিল পানীয়ে। সন্তুষ্ট হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, ঢক-ঢক করে গলাধঃকরণ করল বাকিটুকু। প্রচুর জিন মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে পানীয়টা। ম্যানেজারের স্ত্রী, সিদ্ধান্তে এল ও, খুবই সমঝদার মহিলা।

ব্রায়ার পাইপে তামাক পুরে, আগুন জ্বেলে নীরবে টানছে স্যাডারস্ট্রম। টিমের বক্তব্য শেষ হলে দৃঢ়সঙ্কল্পের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'জেন্টলমেন,' বলল ও, 'তোমাদের প্রতি সহানুভূতি থাকবে আমার। কিন্তু আমার কাজ ক্যাটল রেইজ করা, তুচ্ছ বিবাদে জড়িয়ে জান-মালের ক্ষয় করা না। র‍্যাঞ্চে র‍্যাঞ্চে ঝগড়া তো আমার কি?'

'তাঁম গরু হারাচ্ছ!' জুগিয়ে দিল টিম।

শ্রাগ করল ম্যানেজার। 'এগুলো সবখানেই হয়, মরে তো আর যাচ্ছি না। এমন কিছুই লস হচ্ছে না আমাদের।'

'ভবিষ্যতে হবে,' টেনে টেনে বলল টিম। 'বার জেড এরইমধ্যে হাত করে নিয়েছে ওরা, এখন ছুটছে বার্নিং রক আর স্নো মাউন্টেন। তারপর আসবে তোমার পালা। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

আড়ষ্ট হাসল ম্যানেজার। 'সে তখন দেখা যাবে। তার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে নিরপেক্ষ ভাবতে অনুরোধ করব।' টিম অনেক চেষ্টা করেও লোকটির মত পাল্টাতে ব্যর্থ হলো।

তিনজন বেরিয়ে এলে ক্ষোভে ফেটে পড়ল স্যাম। 'শালা ভদ্রবেশী পাথপর! চড়িয়ে কান ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল।'

'হাজার হলেও ব্রিটিশ তো, ঝামেলা এড়াতে চায়,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল টিম। 'কিন্তু দেখবে ঠিকই লাইনে এসে পড়বে ও! ও হচ্ছে ওর বৌয়ের লেমোনেডের মত-দেখতে সাধারণ কিন্তু ভিতরে কড়া ঠাসা।'

'ওই শরবতটার?' খোঁত করে উঠল হার্ডি।

'ও, খাওনি?' দেঁতো হাসল টিম। 'আমি মেরে দিয়েছি—পাক্কা আশি পার্সেন্ট অ্যালকোহল।'

'ইহ্‌হি, শালার পোড়া কপাল আর কাকে বলে,' গুঙিয়ে উঠল হার্ডি।

'কোন কাজই হলো না,' বিমনোরথে বলল স্যাম। 'মাঝখান থেকে শরবতটাও মিস করলাম।'

ঠোঁট উল্টে সায় জানাল হার্ডি।

দ্রুত কাজে না নামলে, ভাবল টিম, ওর নবগঠিত সংগঠন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে যাবে। 'পুরনো কথা ভুলে যাও!' জোরাল কণ্ঠে বলে উঠল টিম। 'আরেকটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়।'

এগারো

টিম আর স্যাম স্নো মাউন্টেনে যখন প্রবেশ করল ছায়ারা তখন গাঢ় হচ্ছে। ইয়ার্ড আর করাল ঘিরে জড় হওয়া পাঞ্চারদের সিগারেটের আগুন আঁধারে জ্বলজ্বল করছে। ক্লান্ত রাইডার দু'জন ঘোড়া দুটোকে সরঞ্জামমুক্ত করল।

বাঙ্কহাউজের এক প্রান্তে পার্টিশন দিয়ে একটা ঘর আলাদা করে নিয়েছে স্যাম, অফিস ও লিভিং কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করে। বারান্দা ধরে ওকে অনুসরণ করল টিম।

র‍্যাঞ্চার ঘরে ঢুকে টেবিলের প্রদীপটা জ্বালল, হলদেটে ম্লান আলোয় চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল টিম। তক্তার পার্টিশনের গায়ে ঠেকানো একটা পিতলের তোবড়ানো খাট, পাশে একটা খাড়া পিঠের চেয়ার। কাছে, ব্যুরোর

ওপরে দেয়ালে ঝুলছে একটা ময়লা ক্যালেন্ডার, মাস পেরিয়ে গেলেও পাতা ছেঁড়া হয়নি পার্শ্ব দেয়ালের গায়ে লাগানো চৌকো টেবিলটায় ক্যাটালগ, পুরানো খবরের কাগজ, ট্যালিবুক এক গাদা। পেগ থেকে এদিক সেদিক লটকে রয়েছে কিছু কাপড়চোপড়, এক কোণে একটা গুটানো রোল। ফাটা মেঝেতে, ঘরের মধ্যখানে বসানো কাঠের রকার দুটো দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে আসবাবপত্রের।

'শহর থেকে মেইল এসেছে মনে হয়,' বলল স্যাম টেবিলটার কাছে হেঁটে গিয়ে কটা চিঠিপত্র আর খবরের কাগজ তুলে নিল 'দ্য সুইটগ্রাস বিউগল।' প্রথম পৃষ্ঠায় নজর বুলাতে মৃদু একটা শিস বেরোল ওর ঠোঁট দিয়ে। বিনা মন্তব্যে বাড়িয়ে দিল ওটা টিমের উদ্দেশে। দু'কলামের একটা শিরোনাম ঘোষণা করছে:

অভিযুক্ত খুনী এখন রাসলার

নির্বিকার চেহারায় পড়তে শুরু করল টিম:

'ল্যারিস সেলুনের বার্টেন্ডার জেজি হ্যামারের হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত পলাতক খুনী আসামী টিম ড্রিউস সম্প্রতি হ্যাকওয়াটার হিলসে আত্মগোপন করিয়াছে, বক্স বি-র মালিক স্টীভ ড্রিউস টিম ড্রিউসের বিরুদ্ধে আনীত ছলিয়ায় এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন:

স্টীভ অভিযোগ করিয়াছেন, তাঁহার পলাতক সৎ ভ্রাতা টিম, যে একটি দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তদলের নেতৃত্ব দিতেছে, বার জেডের স্বত্বাধিকারী ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাল কবের উপর অতর্কিতে হামলা চালাইয়া তাঁহার গরুর পাল ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঘটনাস্থলে তিনি পায়ে গুলির আঘাতপ্রাপ্ত হন অ্যাল কব, প্রথম অবশ্য তেমন গুরুতর নহে। কিন্তু তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত কর্মচারী শহীদ হইয়াছেন।

কব জানাইয়াছেন, ডাকাতদল তাঁহার পালটিকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার দুইজন কর্মচারীকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক এই কাজে অংশগ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। চোরাই গরু সম্ভবত বর্ডারে বিক্রয় করা হইয়াছে।

টিম, স্মরণযোগ্য যে, অত্যন্ত কুখ্যাত ব্যক্তি। পাঁচ বৎসর পূর্বে পিতাপ্রদত্ত বারো হাজার ডলার প্রাপককে না দিয়া সে আত্মসাৎ করে এবং সকলের অলক্ষে বেসিন ছাড়িয়া চম্পট দেয়। সম্প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে সে, কিন্তু ফিরিতে না ফিরিতেই দুইজন নিরীহ পাঞ্চারের রক্তে রাঙা হইল তাহার হস্ত দ্বয়।

স্টীভ ড্রিউস তাঁহার আইনত্যাগী সৎ ভ্রাতাকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়া দেওয়ার বিনিময়ে নগদ এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।'

'শা-আ-লা,' মন্তব্য করে কাগজটা ফিরিয়ে দিল টিম। 'ওদের হাতে কাগজ আছে তাই যা খুশি লিখছে।'

'তুমি সাবধান হয়ে যাও,' হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল স্যাম। 'তোমার পেছনে কিন্তু বাউন্টি হান্টার লেগে যাবে। এক হাজার ডলার মুখের কথা না।'

তারার আলোয় টিম আর সিরন বেরিয়ে পড়ল র‍্যাঞ্চটা থেকে, গন্তব্য ব্ল্যাকওয়াটার হিলস। রাতের অন্ধকারে পাহাড় আর উপত্যকায় বাঁক নিয়ে চলেছে ওরা। রাস্তাটা চোখ বেঁধে দিলেও পেরিয়ে যেতে পারবে সিরন।

ভোর ওদের দেখা পেল বেসিনের ওপরে, একটা উঁচু টিবিতে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত টিম শুয়ে শুয়ে আকাশকে লালের ছোপ মাখতে দেখল, মুছে যাচ্ছে নক্ষত্র একে একে। দূরবর্তী পর্বতমালা আর চারপাশের শূন্য ঢালগুলোয় সোনা ঝরাচ্ছে বালার্ক। বেসিনটিকে ছায়াময় প্রকাণ্ড এক বাটির মতন দেখাচ্ছে এ মুহূর্তে, একটু পরেই পরিষ্কার দৃশ্যমান হবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

টিমের কাঁধে টোকা দিয়ে ইশারা করল সিরন। আলোর তেজ বাড়তে আকৃতি পেতে লেগেছে কতগুলো বিল্ডিং, পাহাড়ী ভাঁজে সুদূরে ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে র‍্যাঞ্চটিকে।

স্পাইগ্লাসে চোখ রাখল টিম। লেন্স ভেদ করে বাড়ি, র‍্যাঞ্চহাউজ, বার্ন, এমনকি চিমনি দিয়ে ধোঁয়াও বেরোতে দেখল। কিন্তু ওর নজর যেটা কাড়ল সেটা হচ্ছে পানির কিনারে, র‍্যাঞ্চটির দক্ষিণে একটি চলমান বিন্দু। গরুর পাল! দু'জন রাইডার ধীর গতিতে চক্কর দিচ্ছে।

হেসে উঠে বন্ধুর হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল টিম। 'ঠিকই ধরেছিলাম আমরা,' বলল। 'বাড়ির উঠনে গরু জড় করছে কব। আমাদের ভয়ে পাহাড়ী আস্তানা ছেড়ে পালিয়েছে। কি, কায়দা করতে পারব আমরা?'

'চেষ্টা করতে কে নিষেধ করেছে?' রুক্ষ স্বরে পাল্টা বলল সিরন।

সেদিন সন্ধেয়, স্যামের কোয়ার্টারে রকারে গা এলিয়ে বসে, হামলার প্রস্তাবটা পাড়ল টিম। অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে র‍্যাঞ্চার। অকস্মাৎ একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'তুমি ঠিক জানো তো বার জেডে বারো জনের বেশি গানহ্যান্ড নেই?'

'কোন কিছুই নিশ্চিত না, আমু ব্রান তার মৃত্যু ছাড়া,' স্বীকার করল টিম, 'কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে বলে বক্সে যদি, এই ধরো চল্লিশজন হ্যান্ডও থাকে সবাইকে তো আর কবের হাতে তুলে দিচ্ছে না স্টীভ: আমি বক্সে হামলা করতে পারি ভালই বোঝে সে। তাই কোন সন্দেহ নেই বক্সে লোক রাখবে ও।'

'মস্ত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি কিন্তু আমরা,' চিন্তিত স্যাম বলল। 'তোমার হিসাবে গড়বড় হলে কব আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে, তখন বাকি জীবনটা লাগবে এই র‍্যাঞ্চ আবার গড়ে তুলতে।'

'ঝুঁকি নেয়া ছেড়ে দিয়েছ কবে থেকে তুমি?' গলা কঠোর হয়ে উঠেছে টিমের। 'কি, পা কাঁপছে এখনই?'

'তাই বলেছি আমি?' প্রতিবাদ করল স্যাম। 'সবকিছুই আগে থেকে বিবেচনা করে রাখা ভাল।'

মৃদু হাসল টিম। পরিষ্কার বুঝতে পারছে স্যাম তিন ক্যাপ্টানের ভয়ে কাবু। ওদেরকে খেপাতে চায় না। শুধুমাত্র পাইকারী রাসলিং বন্ধ করতে না পারলে

ব্যবসা লাটে উঠবে বলে ওর সঙ্গে আঁতাতে রাজি হয়েছে। স্যাম পিছিয়ে গেলে হার্ডিও যাবে .

এদের আন্তরিক সহযোগিতা পেতে চাইলে প্রমাণ করতে হবে, কব তাদের রক্ত পানি করা স্টক শুষে নিয়ে যাচ্ছে। চিরদিন র‍্যাঞ্চিং করে এসেছে এরা, এখন এই বয়সে বন্দুকের ধোঁয়া ওদের ভাল লাগবেই বা কেন? টিমের ধারণা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ কবের জড় করা গরুগুলোর বেশিরভাগ বার্নিং ব্রুক আর স্নো মাউন্টেনের হয়ে থাকলে 'খামের টিকিটের মতন ওর সঙ্গে সেঁটে থাকবে লোক দুটো। আর তা নাহলে ঝরে পড়বে।

চাঁদের একটা টুকরো মেঘরাজির ওপার থেকে উঁকি দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, ফলে প্রান্তরে এখন ছায়ার দাপট : টিম তার পাঁচ রাইডারকে নিয়ে অশরীরী আত্মার মত এগিয়ে চলেছে পশ্চিমে। চারদিক নিস্তব্ধ। একটানা দু'ঘণ্টা পশ্চিম অভিমুখে চলল ওরা। তারপর দেখা গেল ফ্ল্যাট ক্রমান্বয়ে খাড়া হয়ে যেন মাটির মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। কঠিন তাপ আর বাতাসের ঝড়-ঝাপটা সওয়া ভূখণ্ড মাথা উঁচিয়ে, গিরিখাত আর বিশুষ্ক ওয়াশে ছিঁড়ে গেছে। সিরনের নেতৃত্বে অন্যরা সারবন্দীভাবে এগোচ্ছে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেলে সিরন একটা টিবির প্রান্তে যাত্রা শেষ করল। বহু নিচে অবস্থা ছায়ার মত একটা ডোবার চারপাশে দলটার কালো মত বিক্ষিপ্ত আকৃতি : জানোয়ারগুলোর ডাক, শ্বাসের শব্দ রাতের শান্ত পরিবেশে কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছে : আঁধার ফুঁড়ে, মাইলখানেক দূরে হবে হয়তো, একটি র‍্যাঞ্চের আলোকিত জানালাগুলো চোখে ধরা পড়ে।

'শোনো!' বলল টিম, ওকে ঘিরে ধরল রাইডাররা। 'আমরা হঠাৎ করে ঘোড়া দাবড়ে তেড়ে গেলে ভড়কে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে কবের লোকগুলো। কাজটা ঠিকমতন যদি করতে পারো দেখবে ওরা দাঁড়াতেই পারবে না। গার্ডদের কথা ভুলে যাও! আরামে নিচে নেমে ছড়িয়ে পড়বে।' হাতের ঝটকায় নিচে জমিটা দেখাল ও। 'আমি গুলি করামাত্র গরুগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে। অচেনা জায়গায় এমনিতেই অস্বস্তিতে থাকবে ওরা . দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে পালাবে ওদেরকে ওই নচটার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেয়ো।' পুবে পাহাড়ী একটা খাঁজ আঙুলের ইশারায় দেখাল ও। 'সিরন, প্ল্যাট, গোল্ডি আর আমি নচের কাছে সামাল দেব কবের গুণ্ডাদের। তোমরা, অ্যালান আর প্যাসকো স্নো মাউন্টেনের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে গরুগুলোকে। আমরা থাকব পেছন পেছন। ঠিক আছে, চলো এবার!'

বিপদের আশঙ্কামুক্ত গার্ড দু'জন ঘুরপাক খাচ্ছে পালটাকে ঘিরে, তন্দ্রাচ্ছন্ন লোক দুটো অভ্যাসবশে শান্ত করতে চাইছে গরুগুলোকে : আচমকা একটা গুলির শব্দ ভেঙে খানখান করে দিল নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা, পরমুহূর্তে ছ'টা দৈত্য যেন তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে তেড়ে গেল গরুর পালটার কালো পিণ্ডের উদ্দেশে. অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে চারদিক থেকে। চোখের নিমেষে ভাঙন ধরল দলটায়.

শিঙে শিঙে বাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল শক্ত মাটিতে অসংখ্য খুরের গুমগুম বজ্রধ্বনি। একজন গার্ড চটকা ভাঙতে ওদের সামনে পড়ে গেল। লোকটা বিপদ সামলাবে কি বুঝে ওঠার আগেই ভয়তাড়িত জানোয়ারগুলো ওকে পিষে দিয়ে চলে গেল। মুহূর্তে তালগোল পাকানো একটা দলায় রূপান্তরিত হলো ও।

অপর গার্ডটি গোলাগুলির শব্দে আগেই স্পার দাবিয়ে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ভেগেছে।

শিঙের মহাসমুদ্র এখন দুর্বার গতিতে ভেসে চলেছে পাহাড়ী খাঁজটির দিকে. ধুলোর কুয়াশার আড়াল থেকে রাইডাররা পিলে চমকানো চেঁচামেচি করে ধাওয়া দেয়াতে আরও বেশি ঘাবড়ে গেছে অবলা প্রাণীগুলো।

কালো স্রোতটা তুমুলবেগে বাঁকাচোরা পথে খাঁজটা পেরিয়ে চলে গেল। একশো গজ মতন চওড়া হবে খাঁজটা. ভূতগ্রস্ত চার রাইডার তাদের ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাঁড়াল ওখানে। তিনজন দোল খেয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ে স্যাডলের খাপ থেকে উইনচেস্টার টেনে বের করল। আরেকজন রইল স্যাডলে, আরোহীবিহীন ঘোড়া তিনটের পরিত্যক্ত লাগাম জড় করে, পাহাড়ের প্রসারিত একটা কাঁধের উদ্দেশে এগিয়ে নিয়ে গেল হা ক্লান্ত জানোয়ারগুলোকে। ওদিকে, অশ্বচ্যুত লোকগুলো ছড়ানো ছিটানো পাথরের মধ্যখানে পজিশন নিলো।

সিরনের পাশে শুয়ে মুখ থেকে ধুলো মুছছে টিম, পিটপিট করে চাইছে বাইরে অন্ধকারে। 'কব বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছো অবাক হব না,' বলল।

'বিপদ এখনও কাটেনি আমাদের,' চাপা গর্জনের সঙ্গে বলল সিরন। মাটিতে একটা কান পাতল। 'ওরা আসছে!' মনোযোগের সঙ্গে শুনে জানাল।

ছুটন্ত পালটার প্রতিধ্বনির শব্দ মিইয়ে এলে, নতুন একটা ফিকে কম্পনের আওয়াজ সম্পর্কে সচেতন হলো টিম। কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে প্রস্তুত হলে খুরের শব্দ স্পষ্ট হলো কানে। তারার ম্লান আলোয়, একদল রাইডারকে সবেগে আসতে দেখল ওদের উদ্দেশে। অস্পষ্ট আলোয় সংখ্যা বোঝা শক্ত, তবে বারো জনের বেশি হবে মনে হলো না দেখে, কমও হতে পারে।

একসঙ্গে গর্জে উঠল তিনটে রাইফেল। তারপর একটানা গুলিবর্ষণ, স্বাগত জানাল ওরা রাইডারদের। খালি শেলগুলো টুপটাপ খসে পড়ছে ওদের পাশে।

ঘোড়সওয়ারদের এখন গতিবিচ্যুতি ঘটেছে. দ্বিধাগ্রস্ত তারা, ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। দু'একবার অগ্নিবর্ষণ করলেও পাল্টা বিরামহীন গোলাগুলির মুখে টিকতে না পেরে, ক'মুহূর্ত বাদে আঁধারে মিশে গেল ওরা। নীরবতা ফের ঘেরাও করল নচটিকে, এখন কেবল কানে আসছে দ্রুত অপসৃয়মাণ খুরের শব্দ আর বাইরে ছায়া ছায়া অন্ধকারে পড়ে থাকা এক আহতের গোঙানি।

উঠে পড়ে সন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিল টিম। তিনটে দেহ আর দুটো মৃত ঘোড়াকে পড়ে থাকতে দেখল সামনে। ও তীক্ষ্ণ শিস দিতে হর্স-হোল্ডার ত্বরিত হাজির হয়ে গেল। ওরা তিনজন স্যাডলে চেপে বসতে চারজনে সঙ্গীদের

অনুসরণে বেরিয়ে পড়ল।

'এবার মাজা ভেঙে যাবে তিন শয়তানের,' মন্তব্য ছুঁড়ল টিম।

'এবার খুনের নেশায় ছুটে আসবে ওরা আমাদের পিছু পিছু,' পাল্টা বলল সিরন।

'দুপুরে, তার আগে না।'

ছুটে গরুর পালটার নাগাল পেল ওরা, অনেকগুলোর শিঙ ভেঙে গেছে। মাঝারি গতিতে চলেছে ওরা। উতলা হওয়ার কারণ দেখল না টিম। ভোরের আগে অনুসরণ করবে না প্রতিপক্ষ। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হয়ে যাবে।

'বার্নিং রকে চলে যাও,' সিরনের উদ্দেশে বলল টিম। 'হার্ডি তার ক্রুদের নিয়ে সাহায্য করবে বলেছে। চুরির ব্যাপারটা ভালই জানা আছে তার, কিন্তু আমি চাই সে এসে নিজের চোখে দেখুক।'

স্নো মাউন্টেনের ভার ঘেরা চারণভূমিতে শেষ রাতে প্রবেশ করল পরিশ্রান্ত ভীত গরুর পালটা। কুকশ্যাকের দিকে ধূলিমলিন পাঁচ রাইডার পা বাড়ালে, চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ওদেরকে র‍্যাঞ্চের কৌতূহলী হ্যান্ডরা, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে ওদের।

'ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম,' র‍্যাঞ্চারকে বলল টিম। 'বারোর কম কবের লোক, তারমধ্যে চারটাকে ঘায়েল করা গেছে। হয়তো আরও জনা ছয়েককে জড় করে দুপুরের মধ্যে তাড়া করে আসবে। এখানে-যে ট্রেইল রেখে এসেছে গরুগুলো তাকে একটা কানা খচ্চরও ফলো করতে পারবে।'

বারো

পালটা পর্যবেক্ষণ করার পর কবের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শেষ সন্দেহটুকুও উবে গেল স্যামের। ধূলিধূসরিত পাঁচশো গরুর মধ্যে বার জেভের ছাপ একটাতেও আবিষ্কার করতে পারল না স্যাম ও টিম; এস সি সির ব্র্যান্ড দেখা গেল বেশ কিছুর গায়ে। নেস্তারদের কিছু গরুও রয়েছে, তবে মূল ধাক্কাটা গেছে বার্নিং রক আর স্নো মাউন্টেনের ওপর দিয়ে।

স্নো মাউন্টেনের গরুগুলো দেখে রাগে ধকধক করছে স্যামের চোখ। 'এরচাইতে কম চুরি করেছে যারা তাদেরকেও ঝুলিয়েছি। আর এ তো রীতিমত পুকুর চুরি-আমার রক্ত চুষে খাচ্ছে হারামীটা।'

উইন্ডমিলের মাথা থেকে পাহারাদার ছোকরাটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। শশব্যস্তে র‍্যাঞ্চে ছুটে এল স্যাম আর টিম। সমভূমির ওপাশে পশ্চিমে আঙুল দেখাচ্ছে গার্ড। নীল আকাশের পটভূমিকায় পাকিয়ে উঠছে ধুলোর কুণ্ডলী, দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। শীঘ্রিই দৃশ্যমান হলো রাইডাররা, খুদে বিন্দুর মত দেখাচ্ছে ওদের।

কর্মচারীদের সামনে খোলাসা করে দিয়েছে স্যাম পরিস্থিতি। ঘোড়াগুলোকে

নিরাপদ স্থানে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

বাঙ্কহাউজে প্রস্তুতি সম্পন্ন। মেঝে পরিষ্কার করতে খুলে ফেলা হয়েছে বাঙ্কগুলো। এক কোণে জড় করা হয়েছে বেডিং ও ওয়রব্যাগ। দু'জন পাঞ্চার ব্যস্ত গাঁইতি হাতে, পুরু দেয়ালে গর্ত করছে গানপোর্ট হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। একটা পিপে ভর্তি করা হয়েছে পানিতে। কুকশ্যাকের সরানোর উপযোগী জিনিসপত্র গাদা করা হচ্ছে স্যামের কোয়ার্টারে, এতদিনের তক্তার পার্টিশন ভেঙে পড়েছে তার ফলে। কুক ইতোমধ্যেই মস্ত এক কফি পট তুলে দিয়েছে বাঙ্কহাউজের চুলোয়। ছেলেরা খুশি মনে সাফ-সুতরো করে নিচ্ছে যার যার অস্ত্র, সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় মানসিকভাবে তৈরি।

এসব বুলেট প্রুফ দেয়ালের পেছন থেকে, ভাবল টিম, চোদ্দটা রাইফেল একেবারে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে শত্রুপক্ষকে, শুধু বারুদ ফুরিয়ে না গেলেই চলে। সূর্যাস্তের আগেই ফুর্তি তার ছেলেদের নিয়ে এসে পড়বে এবং পেছন থেকে আক্রমণ চালাবে কবের দলের ওপর। সাঁড়াশি হামলার মুখে তখন কুলিয়ে উঠতে পারবে না বার জেডের রাইডাররা।

ছোট, চৌকোনা একটা জানালা দিয়ে, কবের লোকেদের অগ্রসর হয়ে রাইফেলের নাগালের বাইরে সমবেত হতে দেখল টিম। চোখের এক ঝলকে ষোলো জন গুণল মনে হলো ওর। এবার চারজন রাইডার বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল চারণভূমির দিকে, অন্যরা ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে। কিছুক্ষণ পর কাউকে দেখা গেল না আর দৃষ্টি সীমার মধ্যে।

স্যামের কোয়ার্টারের উদ্দেশে সরে গেল টিম। কুক প্রয়োজনীয় রসদ আর সরঞ্জাম জোগাড়ে মগ্ন। আলুর বস্তা, পট-প্যানের বাক্স টপকে স্যামের কাছে চলে এল ও। র‍্যাঞ্চার দাঁড়িয়ে ছিল জানালার কাছে, বাইরে চোখ রেখে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে চাইল টিম।

ফেন্সের তার কেটে বিহ্বল ক্লান্ত গরুগুলোকে তাড়া লাগাচ্ছে পাঞ্চাররা।

'আমাদের প্রমাণ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!' বলল টিম।

স্যামের গর্জনটা গোঙানির মতন শোনাল।

'ধৈর্য ধরো!' সান্ত্বনা দিল টিম। 'এত সহজে ওদের ছেড়ে দেব না।'

'ছেড়ে দিলে আমার দুশো গরু বেহাত হয়ে যাবে।'

দূরাগত রাইফেলের শব্দ কানে গেল ওদের, তারপর বাঙ্কহাউজের তীক্ষ্ণ আর্তনাদটা শশব্যস্তে নিয়ে এল দু'জনকে পার্টিশনের ফাঁকটায়। ডান বাহুর উপরাংশ চেপে ধরে জানালা থেকে টলতে টলতে সরে গেল র‍্যাঞ্চের একজন হ্যান্ড, ব্যথায় বিকৃত মুখ। আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়িয়ে নামছে। দু'পক্ষে ফায়ার ওপেন হয়ে গেল এবার, চলছে উত্তপ্ত সীসা বর্ষণ। ছাদের স্টোভ পাইপটা ঠনঠন শব্দ করে কাঁপছে।

'জানালা থেকে সরে যাও!' সবার উদ্দেশে চেঁচিয়ে আহত লোকটির দিকে ত্বরিত পা বাড়াল টিম। একজন ওয়রব্যাগ থেকে একটা সাদা শার্ট বের করে

দিতে. ওটা ছিঁড়ে স্ট্রিপ করে জখম বাহুতে বেঁধে দিল ও। তারপর জানালা থেকে জানালায় গিয়ে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করল। একপাশে বার্নের জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে দৃষ্টি; দূর প্রান্তরে আরোহীবিহীন কটা ঘোড়া এবং এখানে ওখানে নীলচে পাউডারস্মোক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না, 'ওরা আটকে রাখছে আমাদের,' স্যামকে বলল ও, 'সেই ফাঁকে কব কথা বলবে স্টীভের সঙ্গে। হার্ভি অবশ্য এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।'

গোটা উষ্ণ বিকেলটায় বিরতি দিয়ে গোলাগুলি চলল। সূর্য ঢলে পড়তে, আরেকজন প্রতিরোধকারী অক্কা পেল পাঁজরে বুলেট খেয়ে। টিম উপলব্ধি করল, বাঙ্কহাউজের লোকগুলো অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে গুলি খরচ করতে হচ্ছে বলে বেশ খানিকটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। খোদা মালুম, হার্ভি তার লোকজন নিয়ে কখন এসে পৌঁছবে।

রাত নামলে থেমে এল ফায়ারিং। অন্ধকার বাঙ্কহাউজে রীতিমত হাতড়ে হাতড়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে লোকগুলোকে। এখন আগুন জ্বালা আত্মহত্যার শামিল, আঁধারে ওত পেতে থাকা মার্কসম্যানের স্পষ্ট টার্গেটে পরিণত হবে ভেতরের লোকেদের আউটলাইন।

জানালায় দাঁড়িয়ে প্রান্তরে চোখ রাখল টিম। হঠাৎ একটা অস্বস্তি গ্রাস করল ওকে। কব অ্যাকশনের সুযোগ পেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকার বান্দা নয়। কিন্তু কি করতে পারে সে? আরামে বসে আছে আত্মরক্ষাকারীরা। বিশাল বাঙ্কহাউজটা এককথায় দুর্ভেদ্য। দাঁতে দাঁত পিষে আর অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই কবের, সিদ্ধান্তে এল টিম।

ধারণা বাতিল হতে ক'মুহূর্ত মাত্র লাগল—একটা উজ্জ্বল নীলচে-সাদা বিজলী চমকাল, বোমার কান ফাটানো শব্দটা রুক্ষ দেয়ালে আছড়ে ফেলল ওকে। গোটা বিল্ডিংটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। ক্ষণিকের জন্যে অসাড় হয়ে পড়েছিল টিমের মস্তিষ্ক, ঠনঠনাৎ শব্দে খসে পড়ল স্টোভপাইপ, ছাদে ধাতব বৃষ্টি ঝরাল ভারী খণ্ডগুলো। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্কহাউজটিতে থাবা বসাল আতঙ্ক—লোকগুলো ছোটাছুটি, চেঁচামেচি শুরু করেছে, বেগ পাচ্ছে শ্বাস নিতে। স্টোভ থেকে ঘরে গলগল করে ধোঁয়া নেমে এলে চারদিক কুয়াশা হয়ে গেল, সে সঙ্গে মিশেছে পাউডারস্মোকের তীব্র গন্ধ। রাতের আঁধার চিরে তপ্ত বুলেট ছুটে আসছে বিভ্রান্ত লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। দূর কোণে, স্যামের কোয়ার্টারের দিকে চাইতে তারাভরা আকাশের একাংশ নজরে এল টিমের, দেয়াল ধসে গেছে এখানে ওখানে। চারপাশের হতবুদ্ধি সঙ্গীদের উদ্দেশে তখন ঝলসে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের গানফ্লেম।

ঠেলা-গুঁতো মেরে বাঙ্কহাউজের ওমাথায় চলে এল টিম, ধ্বংসপ্রাপ্ত পার্টিশনে হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে চেয়ে রইল খাঁ খাঁ শূন্যতায়।

এবার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিল্ডিঙের কোণে মাটির নিচে পাউডার চার্জ সেট করেছিল কব, একটু আগে ফাটিয়ে দিয়েছে। এখন প্রতিপক্ষের

সামনে হাট হয়ে খুলে গেছে ওদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ।

চরকির মত ঘুরে বাঙ্কহাউজে ফিরে এল ও। 'শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো সবাই!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ঘরে শৃঙ্খলা ফিরতে কিছুটা সময় লাগল। আহতরা ছাড়া বাদবাকিরা চুপ মেরে গেছে। হামাগুড়ি মেরে লোক লাগাল টিম পার্টিশনের জায়গায় একটা যে কোন ব্যারিকেড খাড়া করতে। কাজটা ধীর ও জবরজঙ্গ হলো। বেডরেল, বেডবোর্ড, বেঞ্চি, ময়দা-আলুর বস্তা, মানে বুলেট ঠেকাতে পারবে এমন সমস্ত কিছুই দেয়ালের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হলো। ওটার পেছনে, সুস্থ লোকদের বসাল টিম রাইফেল হাতে। প্রতিরোধকারীরা পাল্টা গুলিচালনা শুরু করলে টিল দিল আক্রমণকারীরা। কিন্তু উপলব্ধি করছে টিম, অন্ধকার না কাটা অবধি তেমন কিছুই করার নেই তার। ব্যাঙ্গারকে খুঁজে বের করল ও। 'কব বোমা ব্যবহার করছে,' বলল ব্যাঙ্গারকে। 'আমি বাইরেটা একটু ঘুরে দেখে আসি।'

'হার্ডি পিয়ারসন কই?' শুধাল ব্যাঙ্গার। বিচলিত হতবিহ্বল দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু টিম তখন ক্রল করে সরে যাচ্ছে, জবাব দিল না।

ব্যারিকেডে পাহারারত লোকগুলোকে কি করতে যাচ্ছে বলে বাইরে বেরিয়ে এল টিম। বুকে হেঁটে বাইরের দেয়ালটির কাছে গিয়ে, ওটায় গা মিশিয়ে শুয়ে রইল। চারণভূমির দিক থেকে লাল আগুন ওগরাচ্ছে কবের দল, বাঙ্কহাউজের খোলা প্রান্ত উদ্দেশ্য করে। এছাড়া ফাঁকা প্রান্তরে আর কোন কর্মকাণ্ড নেই। হতে পারে, ভাবল ও, কব বিল্ডিঙের অপরপ্রান্তে আরেকটি এক্সপ্লোসিভ ফিট করার সুযোগের জন্যে ব্যস্ত রাখতে চাইছে শত্রুদের। তাহলে আর রক্ষে থাকবে না, মনে মনে বলল টিম।

একটু একটু করে দেয়াল ঘেঁষে বেরিয়ে এল ও বিল্ডিঙের কোণ থেকে। তারার ম্লান আলোয় দুটো দেহ পড়ে থাকতে দেখল মাটিতে। একজন চওড়া একটা ছোরা ব্যবহার করে ফাউন্ডেশনের তলা খুঁড়ছে; আর অপর লোকটি সিলিন্ডারের মত দেখতে দুটো জিনিস ধরে রয়েছে। বুঝতে বেগ পেতে হলো না টিমের কি ওগুলো।

সিক্সগান বের করে কক করল ও, তাক করছে ঠাণ্ডা মাথায়। বোমা ধরা লোকটা বুকে হজম করল প্রথম গুলিটা। কাতরে গড়াগড়ি দিতে লাগল সে, কাৎরাচ্ছে আহত শুয়োরের মত। গুলির শব্দে অপর জন এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে হরিণ পায়ে ছুট দিল। ওর পেছনে ব্লেডের মাঝখানে বিধল টিমের দ্বিতীয় বুলেটটা। ডিগবাজি খেয়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা—একদম নিস্পন্দ।

উঠে দাঁড়াল টিম, বাঙ্কহাউজের কিনারে দৌড়ে গিয়ে, মাটিতে পড়ে থাকা সিলিন্ডার দুটো কুড়িয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে তীরবেগে ফিরে এল। গুড়ি মেরে দ্রুত সরে যাচ্ছে ও ভাঙা দেয়ালটির উদ্দেশে। ব্যারিকেডের ভেতরে অবস্থানরত গার্ডদের প্রতি চিৎকার করে, টলমল পায়ে কম্পাউণ্ড মাড়িয়ে এক লাফে আশ্রয় নিল ওটার আড়ালে, শ্বাস নিতে দস্তুরমত হাঁপাচ্ছে ও।

স্যামের কণ্ঠ ভেসে এল আঁধার চিরে। 'ফিরলে, টিম?'

'হ্যাঁ!' বলল টিম। সিলিন্ডার দুটোয় আঙুল বুলিয়ে জানাল, 'মনে হয় বোমাবাজি বন্ধ হবে এবার।'

উষার ফিকে আলো চমকে দিল টিমকে। চারপাশ পরিণত হয়েছে ভগ্নস্তূপে, ব্যারিকেডের ওপারে গোটা বিল্ডিং গায়েব, ভাঙাচোরা দেয়ালগুলো দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে যেন।

স্যামের কোয়ার্টারে আসবাবপত্র, রান্নার সরঞ্জাম, তোবড়ানো ক্যান, আর ময়দা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে যত্রতত্র। চুরমার হয়ে যাওয়া ব্যুরোর নিচ থেকে বেরিয়ে আছে কুকের পা। বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটেছে তার।

ব্লকহাউজে জটলা করে রয়েছে আহত-ভীত কাউহ্যান্ডরা। চুলাটা অক্ষত থাকলেও পোড়া পাইপ, বিল্ডিংয়ের টুকরো-টাকরা আর খালি কার্তুজে ঘর ভরে আছে। তারপলিনে ঢাকা একজোড়া লাশ এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে স্তূপাকারে।

ক্লান্ত-অবসন্ন স্যাম দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। 'আমরা পারব না, টিম,' ঘোষণা করল অবসাদগ্রস্ত কণ্ঠে। 'হার্ডি পিস্তমেকার গা বাঁচিয়েছে।'

'মনে সাহস রাখো!' পাল্টা বলল টিম। চোখ ঝলসে গেল ওর নীরব, হতচকিত রাইডারদের ওপর। 'তোমরা এমন ম্যান্দা মেরে গেলে কেন? একটু হাত-টাত লাগাও, জায়গাটা সাফ-টাফ করো। প্লাগ, স্টোভপাইপ জোড়া দিয়ে চুলোটা ধরাতে পারো কিনা দেখো তো।' এবার পানির পিপেটায় দৃষ্টি পড়ল ওর। একপাশে কাত হয়ে পড়ে ওটা, খালি। গুলি খেয়ে পেট ফেটে গেছে বেচারার।

তেরো

তো হাবভাব দশা ওদের! কি আর করা, ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে তেষ্টা।

যা ভেবেছিল, কাজ পেয়ে বিপদের কথা ভুলে গেল সবাই। ব্যারিকেডটা আবারও শক্তপোক্ত করে দাঁড় করানো হলো, বেডরোলে আরাম দেয়ার ব্যবস্থা হলো আহতদের, পরিষ্কার করা হলো ব্লকহাউজের মেঝে। পানি নেই তো কি হয়েছে, টমেটো জুসের ক্যান তো রয়েছে। কদাচিৎ দু'একটা বুলেট শিস কেটে ব্যারিকেড ডিঙাতে মনে পড়ছে বিপদ ওত পেতে আছে বাইরে।

কিন্তু আর সবার উদ্দীপনা বাড়ল তো টিমের কমল। শত্রুকে ফাঁদে ফেলার প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে ওর। চিন্তা করেছিল হার্ডি তার লোকবল নিয়ে পেছন থেকে পাল্টা আঘাত হানবে, ফলে স্যান্ডউইচ হয়ে যাবে কব ও তার লোকেরা। কিন্তু কোথায় হার্ডি? সে পিছু হটে গেছে মনে হচ্ছে।

তারপর আসে ওই বোমার কথা, এটা তো ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি টিম। রাইফেলের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য ভেবেছিল রক-অ্যান্ড-অ্যাবোড ব্লকহাউজটিকে—কিন্তু

বোমাবাজি করে ওটার দফা রফা করে দিয়েছে কব।

বাইরে উত্তপ্ত প্রান্তরের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে স্যাম ইংলিশ। 'হার্ডি পিয়ারসন তো ওয়াদা খেলাপ করার লোক না,' মন্তব্য করল। শ্রাগ করল টিম। ওকে ডেকে আনতে সিরনকে পাঠিয়ে লাভ তো হলোই না, বরঞ্চ ক্ষতি হলো—একজন গানহ্যান্ড কম এখন ওদের পক্ষে।

কোয়ার্টারের ধ্বংসস্তূপের দিকে ইঙ্গিত করল স্যাম। 'ওরকম আরেকটা ফাটলে স্যাম একদিকে পড়ে থাকবে আর ইংলিশ আরেক দিকে।'

র‍্যাঞ্চার ঠিক কথাই বলেছে, মনে মনে বলল টিম। কব জায়েন্ট পাউডার ব্যবহার করতে পারলে স্নো মাউন্টেন আর এক রাতও টিকবে কিনা সন্দেহ। তিন কাঞ্চনকে নাকানি চুবানি খাইয়ে ওর বন্ধ উদ্ধারের আশাও মিশে যাবে ধুলোয়। সম্ভবত তড়িঘড়ি করে গাছে লটকানো হবে ওকে।

দুপুর ঘনাচ্ছে। দিবাকর পৃথিবীর সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টিতে বড্ড তৎপর হয়ে উঠেছে। দূরে বাদামী-হলদে রং ধারণ করেছে ব্ল্যাকওয়াটার হিলস। লোকেরা গা এলিয়ে শুয়ে-বসে রয়েছে ভাঙাচোরা বাঙ্কহাউজটির সর্বত্র। রোদতপ্ত নিস্তব্ধতায় একটা গুলির শব্দও কানে আসছে না।

হঠাৎ দূরাগত ফটফট শব্দটা শুনে সচকিত হলো টিম, কেউ যেন পটকা ফুটাচ্ছে একনাগাড়ে। এক দৌড়ে জানালার কাছে চলে এল ও, কান পেতেছে, একটানা শব্দটা ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে।

'হার্ডি!' চেঁচিয়ে উঠল ও, কাঁধ থেকে একটা মস্তবড় বোঝা নেমে গেল যেন। অন্যান্যদের নিস্তেজ ভাবও দ্রুত ঝরে পড়ল, নিমেষে ছোট্ট জানালাটা ঘিরে ফেলল উৎসুক গানহ্যান্ডরা।

শুধু ওদের কানেই যে শব্দটা গেছে তাইই নয়, ফ্ল্যাটের লোকগুলোও হঠাৎ করে যেন খরগোশের মত গর্ত থেকে বেরিয়ে, লম্বা লম্বা কদমে পিছিয়ে যাচ্ছে যার যার ঘোড়ার দিকে। দূরে, ধূমায়িত ধুলো একজন দ্রুত ধাবমান রাইডারের আগমনী সঙ্কেত দিচ্ছে।

স্পাইগ্লাসে চোখ রাখতে, আরেকজন ঘোড়সওয়ারকে রাইডারটির দিকে এগিয়ে যেতে দেখল টিম। অল্প কব। সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে, সমভূমির ওপাশটার উদ্দেশে পরপর তিনটে গুলি করল কব।

মুহূর্তে, বাঙ্ক ঘিরে রাখা লোকগুলো সরে পড়ল। ঘোড়ায় চেপে ধেয়ে গিয়ে কবকে ঘেরাও করল এরা। একটু পরে, রাইডাররা শ্লথগতিতে এগোতে শুরু করল উত্তরমুখো, গোলাগুলির শব্দ লক্ষ্য করে।

'হার্ডি আসছে!' খুশির কণ্ঠে বলে উঠল টিম, স্পাইগ্লাস একপাশে রেখে রাইফেল তুলে নিল। 'পালাচ্ছে ওরা!' চেঁচিয়ে বলল। 'এসো, শিকার করি।'

আগ্রহী সাত পাঞ্চার সঙ্গ নিল ওর—লোকবল কমে গেছে এদের—এক লাফে ব্যারিকেড টপকে ছুটে বাইরে বেরোল টিম। 'ইস, ঘোড়া যদি পেতাম!'

দুঃসাহসী পাঞ্চাররা ছড়িয়ে পড়ে টলমল পায়ে ছুটছে ফ্ল্যাট ধরে। হাই হিলড

রাইডিং বুট পরে জোরে দৌড়ানো মুশকিল। ওদেরকে হাঁটার গতিতে চলতে ইঙ্গিত দিল টিম। এ মুহূর্তে, কবের লোকেদের ওপারে, ধুলোর আড়ালপ্রাপ্ত রাইডারদের অবয়ব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পেছন থেকে ধাওয়া দেয়া হচ্ছে এ ব্যাপারে এখনও অনবগত কবের দল। তারা থমকে পড়ে ছড়িয়ে গেল। পা টিপে টিপে গ্রিজউডের আড়াল নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে টিমের বাহিনী। শীঘ্রিই রাইফেলের নাগালে এসে গেল লোকগুলো। এক হাঁটুতে বসল টিম, বাঁচে গেল ভরে নিশানা তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। ঝাঁকি খেয়ে স্যাডলচ্যুত হলো কবের এক লোক। টিমের দু'পাশ থেকে নিমেষে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আরেকজন রাইডার কাত হয়ে গেল একপাশে, তৃতীয় জন ছিটকে পড়ল জিন থেকে।

অনিশ্চয়তা জন্ম করল কবের লোকদের মধ্যে। বিভ্রান্ত ঘোড়াগুলোও খুর দাপিয়ে ধুলো ওড়াচ্ছে। কেউ কেউ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঝোপের আড়ালে আশ্রয়দান পাহারাদের উদ্দেশে সীসাবর্ষণ করল। গুলিকে প্রতিপক্ষের বুলেট ঠিকই খুঁজে নিচ্ছে নিজেদের নিশানা। চতুর্থ রাইডারটি এবার মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে, রেকাবে বেধে রইল একটা পা। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত ছোটাছুটি করছে ঘোড়াটা এর, আরোহীর দেহ অনবরত বাড়ি খাচ্ছে ওটার পাশে।

ভীত বিভ্রান্ত অশ্বারোহীদের পেছন থেকে বার্নিং রকের বন্ধুদের তেড়ে আসতে দেখল এবার টিম। বলাবাহুল্য, মুখ বুজে নেই তাদের আগ্নেয়াস্ত্র।

কবের ক'জন লোক সহসা ঘোড়া দাবড়াল পশ্চিমমুখো। ওদের দেখাদেখি অন্যরাও স্পার দাবাল।

হার্ডি ও অন্য লোকেরা হাজির হলে দেখা গেল, দূরে কবের জীবন্ত সঙ্গীরা প্রাণ নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

'যাক, এলো শেষ পর্যন্ত' র‍্যাঞ্চারটির উদ্দেশে বলল টিম। তারপর কাউম্যানের পেছনে, সিরনকে নির্বিকার চোখে লক্ষ করে বলল, 'কথা আছে।'

গোটা দলটা এগোল র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে। একপাশে ডেকে নিল সিরনকে টিম। 'তোমাদের শর্ট টেনে ধরে রেখেছিল কে?' কৈফিয়ত দাবি করল।

'একদল বজ্জ রাইডারের মুখোমুখি পড়ে গেছিলাম' জানাল সিরন। 'বার্নিং রকের স্টক ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পাহাড়ে। রাগে মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল হার্ডির, ধাওয়া দিল। আমরাও পিছু নিলাম কিন্তু বেশিরভাগই ওদের ধারেকাছে যেতে পারিনি।'

'আরেকটা দিন,' কঠোর কণ্ঠে বলল টিম, 'তারপর এইখানে পেতে আমাদেরই।' আকাশে আঙুল দেখাল। 'বোমা ফাটাচ্ছিল কব।'

পরে, বার্নিং রক, স্নো মাউন্টেন আর এস সি সিং-এ চোরাই গরু পুনরুদ্ধারের কাহিনী নীরবে পুরোটা শুনল হার্ডি।

'আমরা কি করব এখন?' জানতে চাইল সে।

'ওদের টুঁটি চেপে ধরব!' গুলি ছুঁড়ল যেন টিম। 'কয়োটগুলো পালাচ্ছে। ওদের গলায় ফাঁস পরাব।'

'তাহলে আর দেরি কিসের?' প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার।

দেঁতো হাসল টিম, তর সইছে না হার্ডির : যে উঁচু টিবিটা থেকে চোরাই গরু পাকড়াও করেছিল টিম সেখানে এখন ওরা। নিচে অগভীর ডোবাটা আর ওপাশে পাহাড়ের কোলে বার জেডের বাহ্যত নির্জন বিল্ডিংগুলো জরিপ করছে রাইডাররা। গরুতে থিকথিক করছে ডোবার চারপাশটা, বার্নিং রকের স্টক এখানে ফেলে পালিয়েছে স্টীভের লোকেরা।

অস্তমান সূর্য ছুঁয়ে ফেলছে এখনই ন্যাড়া পাহাড়ের চূড়ায়।

'এগুলোকে নিয়ে যাব আমি,' গরুগুলো দেখিয়ে বলল হার্ডি।

'ভুলে যেয়ো না কবের সঙ্গে কিন্তু এখনও লোক আছে,' র‍্যাঞ্চটার উদ্দেশে ভ্রূ দেখাল টিম। 'বোলতার হুল থেকে বাঁচতে হলে আগে তার চাকটাকে ভাঙতে হবে।'

'এছাড়া আর উপায়ও নেই,' বলল স্যাম, 'কিন্তু স্টীভ নিশ্চয়ই সাহায্য পাঠাবে কবের জন্যে। ভোরের আগেই হয়তো আবার মোকাবেলা করতে হবে ওদের সাথে।'

সায় জানাল টিম। 'আমাদের হাতে সময় কম,' বলল। শত্রুদের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে জলদি পা ঢাকা দিতে হবে, নয়তো র‍্যাঞ্চে যে রকম কোণঠাসা অবস্থা হয়েছিল এখানেও তাই হবে। হঠাৎ একটা ভাবনা মাথায় খেলে যেতে হাসি ফুটল মুখে। 'কবের দল বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।' সঙ্গীদের আশ্বস্ত করে লাগাম তুলে নিল।

দীর্ঘ সারিবদ্ধ রাইডারদের দলটি নেমে এল নিচে। ওরা র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে বাঁক নিতে জানালা দিয়ে গুলিবর্ষিত হলো। ফিকে আলোয় একটা ঝোপবহুল ড্র-তে আশ্রয় নিল টিম। ঘোড়া থেকে নেমে অন্যদেরও নামতে বলল।

পায়ে হেঁটে, সিমনকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ ঘিরে রাখা চাপারালের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে এগোল। পর্বতমালার কাঁধগুলো ঢালু হয়ে নেমে এসেছে র‍্যাঞ্চটির কাছে, গিরিখাতগুলো ঘন ঝোপে ছাওয়া। ফাঁকা উঠানে একটা বাঙ্কহাউজের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কাঠের তৈরি র‍্যাঞ্চহাউজটি : এক প্রান্তে বার্ন আর একটা পাশ খোলা ওয়াগনশেড।

'আরও আঁধার নামলে বাড়িটার কাছে যেতে পারবে?' প্রশ্ন করল টিম, ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে র‍্যাঞ্চটা লক্ষ করছে ওরা।

'আমার বাপ হলে ভূতের মতন ঢুকে, বন্দুকগুলো চুরি করে আনতে পারত,' দাঁত কেলিয়ে উঠে বলল সিমন। 'আমি অতটা পাকা না।'

'আধপাকাতেই চলবে!' বলল টিম।

ড্র-তে ফিরে, পরিকল্পনাটা স্যাম আর হার্ডিকে খুলে জানাল ও। 'কবের উপহার দেয়া দুটো বোমা আছে আমার কাছে,' বলল, 'তোমাদের ছেলেদের বলো

স্প্রেডটা ঘিরে ফেলুক. তারপর ওপরদিকে ফায়ার ওপেন করুক। এতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে ওরা। এই ফাঁকে সিরন আর আমি আলপোছে গিয়ে, পাউডার চার্জ প্ল্যান্ট করে র‍্যাঞ্চটা উড়িয়ে দিয়ে আসব।'

'তুমি যা ভাল মনে করো,' বলল হার্ডি।

'উড়িয়ে দাও শালার র‍্যাঞ্চ,' গর্জে উঠল স্যাম। 'আমারটা যেমন করেছে।'

উইনচেস্টার হাতে, পা টিপে টিপে র‍্যাঞ্চটা ঘিরে ফেলছে এমুহূর্তে পাঞ্চাররা। চারদিক অন্ধকার, স্তব্ধ. পেছনে রয়ে গেছে শুধু টিম আর সিরন. সিগারেটের টুকরোটা পায়ে পিষে, স্যাডলব্যাগ থেকে সিলিন্ডার দুটো বের করল টিম, গুঁজে দিল শার্টের ভেতরে।

র‍্যাঞ্চে নিঝুম পরিবেশ বিরাজ করছে, ভয়ঙ্কর মরুঝড়ের আগে হঠাৎ করে যেমন শান্ত হয়ে যায় প্রকৃতি। ডোবার কাছ থেকে একটা গরু সহসা ডেকে উঠল. চাপা গলায়। পাহাড়ী সিংহের দূরাগত গর্জন শুনে অস্থিরচিত্তে খুর দাপাতে লাগল ঘোড়াগুলো

হঠাৎ গর্জে উঠল একটা উইনচেস্টার, যোগ দিল আরও অনেকগুলো, গোলাগুলির শব্দে আচমকা কেঁপে উঠল রাতের নিস্তব্ধ পর্বতমালা।

'যাওয়ার সময় হলো,' বলল টিম।

সিরন টিমকে পেছনে নিয়ে ভ্রূ ধরে এগোতে শুরু করল। ঝোপ ছেড়ে বেরোতে, রাইফেলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ওদের চোখে ধরা পড়ল র‍্যাঞ্চহাউজটার অবছা অবয়ব। ওটাকে ঘিরে গুলি উগরাচ্ছে রাইফেল, পাউডার ফ্ল্যাশ রাতের অন্ধকারে মলিন গোলাপের মত পুষ্পিত হচ্ছে। 'ওদের পিলে খারাপ করে দিয়েছে আমাদের ছেলেরা,' সাগ্রহে বলল টিম।

বার্নটার পেছনে এগিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল সিরন, তারপর শুয়ে পড়ে ক্রল করে তারের বেড়ার কাছে চলে এল, ততক্ষণে ওর পিছে এসে গেছে টিম।

বেড়াটার নিচ দিয়ে এবার শরীর গলিয়ে দিল ও, এগোল ইয়ার্ডের ওমাথায় জলাধারটার উদ্দেশে। টিমকে ইঙ্গিতে আসতে নিষেধ করে ওটার পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাটিতে শরীর সাঁটিয়ে শুয়ে রয়েছে টিম, পেছনে ঝোপ-ঝাড় থেকে অবিরত গুলিবর্ষণ করছে ওর লোকেরা: হঠাৎ একটা বুলেট গায়ের কাছে মাটি খুঁড়লে প্রবৃত্তির বশে কুঁকড়ে গেল ও: কোন অত্যুৎসাহী পাঞ্চার হয়তো ভুলে গেছে ওপরদিকে গুলি করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

অকস্মাৎ একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে ওর পাশে উদয় হলো। সিরন। মাথা ঝাঁকিয়ে ফের এগিয়ে চলল সে। কেঁচোর মত ওকে অনুসরণ করছে টিম। মাথার ওপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে উড়ে যাচ্ছে শিসকাটা বুলেট। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে টিম। কৃতজ্ঞচিত্তে গাইডকে অনুসরণ করে মাটির একটা ভাঁজের কাছে এসে পৌঁছল, কাদা থিকথিক করছে এখানে, জলাধারটা এজন্যে দায়ী। অগভীর খাতটা বাঁক নিয়ে ঘুরে বাড়ির ওপাশে চলে গেছে।

হাত কাদায় মাখামাখি, গুড়ি মেরে চলেছে টিম, সিরনের পিছে পিছে। দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা ওদের মাথার ওপরে। খাত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল সিরন, পেছনে টিমকে নিয়ে। মাথা থেকে বড় জোর তিন ফিট ওপরে, একটা রাইফেলের নল জানালা দিয়ে বেরিয়ে আগুন বর্ষাচ্ছে। ক্রল করে বাড়িটার কাছে গিয়ে ওটার দেয়ালে দেহ সাঁটিয়ে দিল ওরা। দেখা গেল বাড়িটা মাটি থেকে ইঞ্চি ছয়েক শূন্যে, ভেঙো পাথরের ভিত্তি দেয়া হয়েছে। টিম কাদামাখা একটা হাত শার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে বের করে আনল কার্তুজ দুটো, ফিউজ দুটো মুচড়ে এক করে সযত্নে সেট করল বাড়িটার নিচে। এবার প্যান্টের পকেট হাতড়ে দিয়াশলাইয়ের বাক্স বের করল। একের পর এক কাঠি জ্বালার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। ধীরে ধীরে হতাশা গ্রাস করতে লেগেছে ওকে। খাতের পানি চুইয়ে কাপড়ে প্রবেশ করে ভিজিয়ে দিয়েছে সমস্ত কাঠি। নীরবে পাশে সটান পড়ে থেকে সিরন এতক্ষণ দেখছিল, এবার পিস্তলের একটা কার্তুজ কেস বেরিয়ে এল ওর হাতে, কর্ক আঁটা ওটার মাথায়। কর্কটা দাঁতে চেপে টেনে খুলে ফেলল সিরন এবং টিমের প্রসারিত হাতে গোটা ছয়েক শুকনো কাঠি ঢেলে দিল। স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে একটা কাঠি জ্বেলে ফিউজে ধরল টিম। মুহূর্তে, কোঁকড়ানো সলতেগুলো হিসিয়ে উঠে ফটফট শব্দ করতে লাগল।

ঝট করে মুখ ফেরাল টিম। 'দূর হও এখান থেকে!' তীব্র ফিসফিসানির সঙ্গে বলল। 'নইলে ভর্তা হয়ে যাবে।'

অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল সিরন। ত্বরিত উধাও হয়ে যাচ্ছে সে চোখের আড়ালে।

হাঁচড়ে পাচড়ে খাতটায় ফিরে যত দ্রুত সম্ভব পিচ্ছিল কাদায় ক্রল করছে এখন টিম। জলাধারটা এখনও বেশ খানিকটা দূরে এবং পরিষ্কার উপলব্ধি করল টিম বিস্ফোরণের আগে ওখানে পৌঁছনো অসম্ভব। ফিউজ দুটো অতিরিক্ত খাট।

থেমে পড়ল টিম, দুর্গন্ধ যুক্ত প্যাচপেচে কাদায় নাক মুখ ডুবিয়ে দু'হাতে চেপে ধরল কান, প্রচণ্ড কম্পনটার প্রতীক্ষা করছে ও-প্রত্যাশাও।

চোদ্দ

কাদামাখা ভূত হয়ে অপেক্ষমাণ টিম। বিস্ফোরণটা যখন ঘটল মনে হলো কোন দৈত্য বুঝি এক ঘুসিতে মাটিতে গেঁথে দিল ওকে। মাথা তুলতে পারার পর ভাসমান ধুলো ছাড়া আর কিছু নজরে এল না ওর। ধ্বংসাবশেষ ধুপ ধাপ পড়তে আরম্ভ করেছে চারপাশে। ধুলো কমে এলে দেখতে পেল বাড়িটার একটা পাশ গোটাটাই ধসে পড়ে গেছে। হেলে রয়েছে ছাদ, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার শাসানি দিচ্ছে। অগ্নিশিখা লকলক করে উঠছে ছত্রখান চেরা কাঠ থেকে। ভগ্নস্তূপে আটকা পড়া লোকগুলোর প্রাণ ভয়ে ভীত আর্তচিৎকার শঙ্কা ধরিয়ে দিল ওর

বুকে।

গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল কাদা মাখা দেহ নিয়ে টিম।

আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠে যাচ্ছে ওপরে, গিলে খাচ্ছে শুকনো তক্তা, মাথায় বাড়তেই আছে, ভুতুড়ে শালচে আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে আশপাশের ঝোপ-ঝাড় আর বিল্ডিংগুলো।

খাতটিতে তাপের আঁচ এসে লাগছে। পিছিয়ে এল টিম, চরকির মতন ঘুরতে, ঝোপ থেকে বেরনো এক পাঞ্চার ওর দিকে রাইফেল তাক করে রয়েছে দেখতে পেল।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল টিম।

বার্নিং ফ্র্যাঙ্কের হাতটি আঁকড়ে ধরে নিল ওর কর্দমাক্ত দেহ। 'প্রথমে ভেবেছিলাম কচ্ছপ বুঝি।' বলল টেনে টেনে। 'বোমা তুমিই তো ফাটিয়েছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল টিম। দু'জন মিলে এবার এক পাক দিল ধ্বংসস্তূপটাকে ঘিরে। এমুহূর্তে গমগমে আওয়াজ তুলে দাউ দাউ আগুন তার সর্বগ্রাসী খিদে মেটাচ্ছে। একটু পরেই সশব্দে ধসে পড়ল ছাদটা, আগুনের আভা লকলকিয়ে বেড়ে উঠল আরও। ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে এখন অন্যান্য পাঞ্চাররা। বার জেডের পাঁচ হতভম্ব রাইডারকে ইয়ার্ডে ঘেরাও করেছে তারা। উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকগুলো হতবুদ্ধির মতন ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। লড়াইয়ের ইচ্ছে বা সামর্থ্য তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই এদের মধ্যে।

টিম চকিত চাহনিতে বুঝে নিল কন্ট পাঁচজনের মধ্যে নেই। জলাধারটার কাছে হেঁটে গেল ও যতটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে। বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখন জ্রু-ব উদ্দেশে। সিমন চলে এল টিমের কাছে, শার্টটা ধুচ্ছে তখন সে।

'তোমাকে কোদাল দিয়ে চাঁছতে হবে মনে হচ্ছে,' রুক্ষ স্বরে বলল ও।

হাসল টিম। 'কন্টের জারিজুরি খতম।'

'অত সহজে না,' গর্জে উঠল সিমন। 'বক্সে ভেগেছে ও, ওর একটা লোকের মুখে জানতে পারলাম।'

'তারমানে সামনে আরও ঝামেলা আছে!' ভেজা শার্টটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল টিম।

পরদিন ভোরে, চোরাই গরুর পালটা তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো স্নো মাউন্টেনে। বার্নে গ্রেপ্তারকৃতদের আটক করে গার্ড বসানো হয়েছে। পরিশ্রান্ত পাঞ্চাররা বাঙ্কহাউজের মেঝেতে যে যেখানে পেরেছে গা এলিয়ে দিয়েছে, বাঙ্কগুলো যথাস্থানে বসানোর ধার ধারেনি।

আড়ষ্ট দেহে বাইরে বেরিয়ে এল টিম। ঝকঝক করছে সূর্যালোক। কুকশ্যাক চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভেতরে গিয়ে ঢুকতে পাঞ্চারদের কাউকে কাউকে

কফি পান করতে দেখতে পেল। কৃতজ্ঞচিত্তে এক মগ নিজেও গলাধঃকরণ করার সময় জানল স্যাম আর হার্ডি গেছে চারণভূমিতে।

ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল ও। ফেন্সের কাছে দেখা পেল র‍্যাঞ্চারদের।

'মোটামুটি গুণে ফেলেছি,' ওকে দেখে ভারী কণ্ঠে বলল হার্ডি 'মাউন্টেনের দেড়শো, এস সি সির একশো আর আমার দুশোর মত। ওই হারামজাদা পাঁচটাকে জবাই করতে ইচ্ছা করছে আমার।'

'খেপাটা স্বাভাবিক,' বলল স্যাম, 'কিন্তু মাথা গরম করলে নিজেদেরই ক্ষতি। আমাদের উচিত হবে শহরে নিয়ে গিয়ে বদমাশগুলোকে আইনের হাতে তুলে দেয়, তারপর কবের জন্যে ওয়ারেন্ট বের করা।'

'কোন লাভ নেই,' লাফিয়ে নামল টিম স্যাডল থেকে। 'নীল হার্ডে তিন কাউবয়ের বিরুদ্ধে রাসলিঙের অভিযোগ আনলেও কাজ হবে না।'

'আইন প্রতিষ্ঠার শপথ করেছে হার্ভে,' নাছোড়বান্দা স্যাম। 'তাছাড়া প্রমাণ আছে আমাদের হাতে।'

'হয়তো,' এবার যোগ দিল হার্ডি, 'শেরিফের মাধ্যমে ওই তিনজনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারি আমরা। তাতে করে ঝামেলা এড়ানো যাবে। আমরা চার্জ আনব না ওদের বিরুদ্ধে, ওরা আর আমাদের স্টক চুরি করবে না—এমন একটা চুক্তি হতে পারে।'

'পাগলের প্রলাপ!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে টিম। 'সাপগুলোকে যখন বাগে পেয়েছি পিটিয়ে না মারা পর্যন্ত থামব না। স্যাণ্ডারস্ট্রমের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ওর স্টক। আমি চোখ বুজে বলতে পারি হাতেনাতে প্রমাণ পেলে আমাদের সাথে ভিড়ে যাবে সে। তারপর সর্বশক্তিতে আমরা আঘাত হানব বস্কে।'

মাথা নাড়ল স্যাম। 'ওই বাবুসাহেব এসবে জড়াবে না, তুমিও জানো আমিও জানি। হার্ডি যা বলছে সেটাই করা উচিত।'

'আমার কথা শোনো—লোকগুলো যেমন আছে আটকা থাকুক। বরং লড়াইয়ের জন্যে যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও।'

ঝট করে মুখ তুলে চাইল হার্ডি, চেখে রাগ। 'তোমার রক্ত গরম ফটফট করতে পারো। কিন্তু আমি আর স্যাম জীবনে বহুত লড়াই করেছি। এখন আর সে বয়স নেই। আমরা শহরেই যাচ্ছি।'

ঠোঁট পরস্পর সেঁটে গেছে টিমের, তর্ক করে লাভ নেই বুঝতে পারছে।

সেদিন দুপুরে, বুড়ো র‍্যাঞ্চার দু'জন বন্দীদের আর চারজন পাহারাদার নিয়ে যাত্রা করল শহর অভিমুখে।

টিম আর সিরন করাল রেইলে বসে বসে ওদের যেতে দেখল। 'সমঝোতা না কচু!' হতাশায় বুজে এল টিমের গলা। 'পোঁদে স্টীভের লাথি খেলে তখন বুঝবে।'

'ঠেকে শিখুক তাই ভাল,' গর্জন ছাড়ল সিরন।

রেইল থেকে পিছলে নামল টিম। 'চলো, এস সি সির স্টকটা পৌঁছে দিয়ে আসি। বোকা ম্যানেজারটা হাত না মেললে বুঝে নিতে হবে আমরা খতম।'

এস সি সির আটানব্বইটা গরু টিম ও তার অবশিষ্ট চার রাইডার পুবদিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল বিকেল নাগাদ। সূর্য ডুবলে মেডিসিন ক্রীকে ক্যাম্প করল ওরা, ক্লান্ত সাপের মত বেসিনটিকে পেঁচিয়ে রেখেছে এই জলধারাটা। পরদিন দুপুরের দিকে, র‍্যাঞ্চটির সাদা বিল্ডিংগুলো ঝলমল করতে দেখল ওরা উজ্জ্বল সূর্যরশ্মিতে। স্পার দাবিয়ে সবার আগে আগে এগোল টিম।

এবারও দরজায় টোকার সাড়া দিল ম্যানেজারের স্ত্রী। 'আমার লেমোনেডের প্রশংসা করেছিলে তুমি সে-ই না?' মৃদু হেসে শুধাল।

'ম্যাম,' পাল্টা হাসল টিম। 'অতুলনীয় ড্রিঙ্কটা আবার সার্ভ করার আগে তোমার স্বামীকে একটু ডেকে দেবে?'

'না,' বলল মহিলা। 'ক্লান্ত, ধুলো খাওয়া লোকেদের আগে ড্রিঙ্কটাই দরকার। তারপর ডাকা যাবে খন জ্যাককে।'

লম্বা গ্লাসটা শেষ করে এনেছে প্রায় টিম এমনি সময় দেখা দিল স্যাডারস্ট্রম। ও পানীয়টুকু গিলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তোমার একদল গরু দলছুট হয়ে পড়েছিল,' বলল শুকনো কণ্ঠে। 'আমি ধরে এনেছি ব্ল্যাকওয়াটার হিলস থেকে।'

ম্যানেজার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল সমভূমির উদ্দেশে। সুদূরে, কম্পমান বিষাদগ্রস্ত পর্বতমালা।

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'ওটা তো বার্নিং রক আর স্নো মাউন্টেন থেকেও বহু দূরে।'

'হয়তো ভাল গন্ধিয়েছিল,' গোমড়া সুরে বলল টিম। 'দেখো গিয়ে!'

হতচকিত চাহনি হেনে ইয়ার্ডের দিকে পা বাড়াল ম্যানেজার। ওটা পেরিয়ে চলে এল হর্স বার্নে, চেপে বসল একটা স্যাডল পরানো ঘোড়ায়। ক্রীকের কাছে হরিৎ দেয়ালটার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল তাকে অশ্বারোহী টিম। চোরাই স্টকটা ক্রীকের তীরে, কটনউড আর উইলো'র ছায়ায় দলে দলে ভাগ হয়ে আড্ডা মারছে।

ভ্রূ কুঁচকে, ক্লান্ত ধূলিমলিন জানোয়ারগুলোকে নিরীখ করল জ্যাক স্যাডারস্ট্রম। কোন কোনটা খোঁড়াচ্ছে, অনেকগুলোর শিং ভাঙা, দেখলে মায়াই লাগে।

'মনে হচ্ছে,' বলল ম্যানেজার, 'যুদ্ধ করে ফিরেছে।'

'ঠিক তাই,' পাল্টা বলল টিম; খুলে বলল গত ক'দিনের ঘটনাবলী। 'তিন কাপ্তানের ব্যাপার স্যাপার কি বুঝলে?'

'অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করে আওড়াল ম্যানেজার। 'শেরিফকে জানানো হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হার্ডি আর স্যাম গেছে তার কাছে,' সিগারেট রোল করছে টিম। 'খামোকা সময় নষ্ট।'

'কি যা তা বলছ,' গর্জে উঠল ম্যানেজার। 'স্টেটে আইন আছে। আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে। কোন নির্বাচিত অফিসার এরপর চোখ বুজে থাকতে পারে না।'

'ভুলটা তোমাদের এখানেই,' ব্যথিত স্বরে বলল রাইডার। 'বন্দুকের বিচার ছাড়া সুইটগ্রাস বেসিনে আর কোন আইন নেই। বরং বন্দুকে তেল দিতে থাকো, কারণ আরও বহু গরু চুরি যাবে তোমার।'

ম্যানেজার নিশ্চুপ, কিন্তু তার ঠোঁটের কঠোর দাগগুলোয় প্রকাশ পাচ্ছে পাইকারী রাসলিং দেখে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ।

'তোমার গরু বুঝিয়ে দিলাম,' লাগাম তুলে নিল টিম, 'এবার যেতে হয়।'

'দাঁড়াও!' গোঁফ স্পর্শ করল স্যাডারস্ট্রম। 'আমি তোমার কাছে ঋণী। কিছু ক্ষতিপূরণ পাওনা হয়েছে তোমার।'

'লাগবে না,' সোজা সাপ্টা জবাব টিমের। 'যদি আইন প্রতিষ্ঠায় আমাকে সাহায্য করতে পারো তো বলো। শেরিফের এখন এই দশা।' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মুঠো বন্দী করে দেখাল।

'তুমি কিন্তু বেশি বেশি বলছ,' বলল ম্যানেজার। 'অবস্থা এতটা খারাপ মনে করি না আমি।' ইতস্তত করল ও। 'কাগজে একটা বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। তোমার নিজের পজিশনও কিন্তু এখন নড়বড়ে।'

'জানি,' হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গিতে বলল টিম। 'খুন আর রাসলিঙের চার্জ! তিন কাপ্তানের হাতে কাগজ! সবই জানতে পারবে, তবে কিছুটা দেরি হবে এই যা।' ঘোড়ার মুখ ঘুরাল টিম।

স্নো মাউন্টেনে ফেরার পথে সিরনকে সব জানাল ও। 'স্যাডারস্ট্রম বুঝতে পারছে না কি বিশ্বাস করবে আর কি করবে না, কোন দিকে ঝাঁপ দেবে,' সবশেষে বলল। 'ধন্দ কেটে যাবে ওর, কিন্তু বিউগলের লেখাটায় আমি নাজুক অবস্থায় পড়ে গেছি।'

র‍্যাঞ্চে ফিরতে দেখে, সবাই হাত লাগিয়েছে বিধ্বস্ত বাঙ্কহাউজটা মেরামতে। চলে এসেছে স্যাম। এবং হার্ডি তার লোকেদের নিয়ে নিজের র‍্যাঞ্চে রওনা হয়ে গেছে।

বারান্দায় একটা বাকারে গ্যাঁট মেরে বসে পাঞ্চারদের কর্মকাণ্ড লক্ষ করছে স্যাম। ওর পাশে জায়গা দখল করল টিম। 'কি, হারামীগুলোকে জেলে দিয়ে কবের নামে ওয়ারেন্ট বের করলে?'

খেঁাত করে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'আর ওয়ারেন্ট! হার্ডে একটা অকর্মার ধাড়ি, আস্ত ভরপুক।'

'মানে!' উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল টিমের কণ্ঠে।

ক্লান্তি ভর করল স্যামের গলায়। 'কব আমাদের আগেই চার্জ এনে বসে আছে,' ব্যাখ্যা করল। 'ব্যাটা বলেছে আমরা নাকি বার জেডের গরু চুরি করে ওর লোকেদের ওপর গুলি চালিয়েছি।'

'তোমার র‍্যাঞ্চে হামলা করেছিল বলতে ভুলে গেছে?'

কাঁধ তুলল স্যাম। 'আমরা আসল ঘটনা হার্ডেকে জানিয়েছি, কোন বানোয়াট গপ্পো ফাঁদিনি। খুব ধৈর্য নিয়ে আমাদের কথা শুনল সে, তারপর বলল এটা নাকি

এক কাউম্যানের বিরুদ্ধে আরেক কাউম্যানের সাক্ষ্য ; কাজেই কিছুই করার নেই তার। তাই শ্বরের লোকেদের হাতে গানবেল্ট তুলে দিল আর খচ্চরগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।'

'এখন বুঝলে তো হার্ডে কী চিজ,' বলল টিম। 'কি করবে এখন?'

'কি আর করব,' বিষণ্ণ শোনাল কাউম্যানের গলা। 'র‍্যাটলাসেকদের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই।'

জুয়া খেলতে গিয়ে হেরে গেছে লোকটা, মনে মনে বলল টিম। মনোবল ভেঙে গেছে এর, ওদিকে তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়তে রাজি হবে না হার্ডি। ওই ইংরেজ ম্যানেজারটা যদি একটু সাহায্যের হাত বাড়াত! চাঙ্গা হয়ে উঠত তখন স্যাম আর হার্ডি, ত্রিশজনের একটা দল নিয়ে রুখে দাঁড়ানো যেত তাহলে তিন পিশাচের বিরুদ্ধে। ওই তিন বদমাশ এখন একে একে নির্বিঘ্নে ধ্যোমর ভেঙে দিতে থাকবে র‍্যাঞ্চারদের। যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে টিম, না, আরও খারাপ হয়েছে পরিস্থিতি—খুনের পরোয়ানা এড়িয়ে চলেছে ও, এবং ওর মাথার দাম এখন এক হাজার ডলার।

'দেখো ভেবে,' বলল শেষমেশ। 'কবাকে নিজের গলা কাটতে দিতে চাইলে দাও।' বলামাত্র নিজের দুরবস্থার কথা মনে পড়ল। ওর নিজের গলা তো ইতোমধ্যেই কাটা গেছে।

পনেরো

মাথায় দাম ঘোষিত হওয়ার পর থেকে অচেনা লোকেদের ব্যাপারে সাবধান থাকছে টিম। বেসিনে লোভী লোকের অভাব নেই, বিশেষ করে আমদানীকৃত গানফাইটারেরা এক হাজার ডলারের লালসা সামলাতে পারবে না।

পুরস্কার ঘোষণা করে ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে স্টীভ। কিন্তু টিম এটা বোঝে না, লেজি হ্যামারের খুনী সন্দেহে বাউন্টি ঘোষণা করেনি কেন শেরিফ নীল হার্ডে। হয়তো স্টীভের এক হাজার ডলারই পর্যাপ্ত মনে করেছে শকুনদের জন্যে।

ফ্ল্যাটে ধুলোর ঝড় একজন রাইডারের আগমন বার্তা ঘোষণা করলে সতর্ক হয়ে উঠল টিম। ময়লা রেঞ্জ পোশাক পরা, বিশালদেহী ধূলিধূসর এক লোক, ঊরুতে রিভলভার ঝুলছে। লোকটা বারান্দার কাছে ঘোড়া থেকে নামতে তড়িঘড়ি এগিয়ে গেল টিম ভালমতন পরখ করে দেখতে। রাইডারের নিষ্প্রাণ চোখে চোখ রাখল ও। অপরিচিত।

'কাউকে খুঁজছ?' জবাব চাইল টিম।

'হ্যাঁ—তোমাকে!' দেঁতো হাসল পাঞ্চার, প্যান্টের পকেটে হাত ভরে একটা ভাঁজ করা খাম বের করল। ওপরে হাতের লেখাটা দেখে দ্রুততর হলো টিমের হৃৎস্পন্দন। মার্সিয়ার চিঠি। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা খুলল ও। একটামাত্র বাক্য লেখা:

'টিম,
শীঘ্রি দেখা হওয়া দরকার-
মার্সিয়া।'

প্রাথমিকভাবে মনে হলো ফাঁদ পেতেছে স্টীভ। কিন্তু মার্সিয়া ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শঠতা করবে বিশ্বাস হতে চাইল না। তাছাড়া, স্টীভকে সে অপছন্দ করে নিজের মুখেই তো বলেছে!

লোকটাকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল ও।

'এটা পেলে কোত্থেকে?'

'হেন্ডেলে মিসেস ড্রিউস দিয়েছে আমাকে,' গমগমে কণ্ঠে বলল পাঞ্চার। জানা গেল মাইক তার নাম!

'শহরে নাকি সে?'

সায় জানাল লোকটা।

'এই র‍্যাঞ্চে এলে কেন তুমি?'

'কেন, সবাই জানে স্যাম আর হার্ডির সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছ তুমি। ভাবলাম আগে এখানে খোঁজ নিই।'

মেয়েটি ভুল লোক বেছেছে। একে এক কানাকড়ি দিয়ে বিশ্বাস করতে পারছে না টিম। কিন্তু কি এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ে গেল মার্সিয়ার?

'মিসেস ড্রিউসের ঘোড়া দেখাশোনা করি আমি লিভ্যারীতে,' বলল লোকটা। 'সে বলল তোমাকে খবর পৌঁছে দিতে পারলে বিশ ডলার দেবে। সোজা কাজ, রাজি হয়ে গেলাম।'

'কুকশ্যাকে গিয়ে কফি খাও গে,' বলল টিম। 'তারপর চিঠি নিয়ে যেয়ো।'

বাঙ্কহাউজে ফিরে টেবিলে বসল টিম, কি লিখবে চিন্তা চলছে মাথায়। ব্যাপারটা এখনও ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ওর। শহরে যাওয়া অর্থ সেধে গলায় দড়ি পরা। এবার হঠাৎ করে বাফেলো ফর্কের এক মাইল উত্তরে, ক্রীকের তীরে একটা জায়গার কথা মনে পড়ল। লোকে ওটাকে ইন্ডিয়ান ক্যাম্পগ্রাউন্ড নামে চেনে। শহরের পরিবারগুলো কখনও সখনও পিকনিক করে ওখানে, হোমস্টীডাররা কদাচ ব্যবহার করে ক্যাম্প স্পট হিসেবে। সন্ধের পর নির্জন হয়ে পড়ে জায়গাটা। মেয়েটির চিরকুটের নিচে লিখল ও

'সন্ধের পর, শুক্রবার–ইন্ডিয়ান ক্যাম্পগ্রাউন্ড, এক মাইল উত্তরে।
টিম।'

কাগজটা নতুন একটা খামে ভরল ও।

লোকটাকে চলে যেতে দেখার সময়ও সন্দেহটা মন থেকে তাড়াতে পারল না টিম, কে জানে ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে কিনা। কিংবা সত্যিই হয়তো ওর সঙ্গে দেখা করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে মার্সিয়ার। ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে।

দু'দিন পর, পাহাড় থেকে ছায়া নেমে এলে স্যাডলে চাপল ও, পুবে চলে, পৌঁছল মেডিসিন ক্রীকে; সহজ গতিতে অনুসরণ করছে ওটার বাঁকগুলো। শান্ত

বিকেলে চমৎকার লাগছে রাইড করতে। নীল রঙা জে পাখিরা কলগুঞ্জন করছে উইলো গাছে, ঝোপ থেকে ইতিউতি চাইছে খরগোশেরা, শাখা-প্রশাখায় ছোটাছুটি করছে কাঠবেড়ালী।

ঘনায়মান অন্ধকারে ক্যাম্পগ্রাউণ্ডে ঘোড়ার রাশ টানল ও। স্যাডল থেকে নেমে, একটা সিগারেট রোল করে পায়চারি করতে লাগল অস্বস্তির সঙ্গে। অশুভ ছায়া যেন ওত পেতে রয়েছে বিরান নিস্তব্ধ প্রস্তরটিতে। হঠাৎ করে স্যাডলে চেপে বসল ও অস্থিরচিত্তে, শহরমুখী অন্ধকারাচ্ছন্ন ট্রেইলটার দিকে হাঁটার গতিতে নিয়ে চলেছে বাকস্কিনটাকে। এবার দু'ধারে ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপের আড়ালে লাগাম টেনে ধরল, ঘোড়া থেকে ছায়াময় ট্রেইলটার পাশে নেমে দাঁড়াল-তীক্ষ্ণ মনোযোগে লক্ষ করছে।

নক্ষত্রের দল উঁকিঝুঁকি মারতে লেগেছে। ধূসর প্রকাণ্ড এক ফিতের মত পাক খেয়ে দূর অজানায় মিলিয়ে গেছে যেন ট্রেইলটা। একটা পনির খুরের শব্দে সচকিত হলো টিম। দ্রুত ধেয়ে গেল জানোয়ারটা পাশ দিয়ে। হাসি ফুটল অদৃশ্য টিমের মুখে। আঁধারে অস্পষ্ট দেখালেও রাইডার যে একজন মেয়ে এটুকু বোঝা গেছে-আর মার্সিয়া নোলান এর চাইতে কম গতিতে কখনও ঘোড়া দাবড়ায় না। স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে ঘোড়ায় চাপল ও, রওনা হতে গিয়ে হঠাৎ রুখে গিয়ে উৎকর্ণ হলো। আরেকজন রাইডার পেঁচানো ট্রেইলটা ধরে অগ্রসরমাণ।

ফের ঝোপের আড়াল নিয়েছে টিম। আঁধার ফুঁড়ে অতিক্রম করল ওকে একজন রাইডার। হয়তো র‍্যাঞ্চে ফিরছে লোকটা, ভাবল টিম, তুলে নিল লাগাম। সামনে, একটা পনির ছন্দোবদ্ধ খুরের শব্দ ক্রমে ক্রমে আবছা হতে শুনছে সে। এরপর আচমকা থেমে গেল আওয়াজটা। এক ঝাঁকিতে দাঁড় করিয়ে ফেলল টিম ঘোড়াটাকে, কান পাতল। কিন্তু ক্রীকের অস্পষ্ট ফিসফিসানি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

রহস্যময় রাইডারটি থমকে পড়েছে। কেন?

বাকস্কিনটাকে ধীরগতিতে আগে বাড়াল টিম। কিন্তু পায়ের নিচে ডাল-পাতা ফাটার মটমট শব্দে লাগাম টেনে নেমে পড়তে বাধ্য হলো ও। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে, আঁধার চিরে শব্দটা লক্ষ্য করে এগোল, একটু পরেই উইলো গাছে বাঁধা একটা স্যাডল হর্সের দেখা পেল। মাথাটা তোলা জানোয়ারটার। কপালে একটা সাদা লম্বা দাগ।

'মাইক!' আওড়াল টিম। 'শালা দু'মুখো সাপ। আমাকে নির্জনে খুন করে এক হাজার ডলার লোটার ধান্দা করেছে!'

বে-টার পাশে নিজের পনিটা বাঁধল ও, স্পার খুলে নিঃশব্দে পা বাড়াল ট্রেইলটা ধরে।

বাঁয়ে ক্যাম্পগ্রাউন্ডের ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ করে থেমে পড়ল টিম। ক্রীকের দিক থেকে বিট চেইনের মৃদু ঝঙ্কার কানে এল। মার্সিয়া হতে পারে, ভাবল ও। মাইক কোথায়? ঘাপটি মেরে আছে নাকি?

নিঃসাড়ে ঝোপ ঘেঁষে এগোচ্ছে টিম, সদাসতর্ক চোখ, ক্ষীণতম সাড়াশব্দ ধরা পড়বে ওর সজাগ কানে। আকাশে তারাদের মেলা বসেছে। ক্যাম্পগ্রাউন্ডের এখানে সেখানে পরিত্যক্ত বোতল আর ক্যান।

সামান্য একটু সামনে থেকে অবশ্য একটা ধাতব শব্দ কানে এল ওর—বুটের সঙ্গে খালি ক্যানের ঠোকর। আলগোছে সিক্সগানটা বের করে বুকের ওপর শুয়ে পড়ল টিম। একটা ছায়ামূর্তি একবার মাত্র নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। অস্পষ্টভাবে, রাইফেল হাতে একজন লোকের ওত পেতে থাকা অবয়ব চোখে পড়ল। সন্তর্পণে মাইকের পেছনে এসে, সিক্সগানের নলটা চেপে ধরল টিম পাণ্ডারের পিঠে।

অনুভব করল কেঁপে উঠেছে বিশালদেহী লোকটা, এবার হাত থেকে রাইফেল ধপ করে ফেলে দিয়ে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল, দু'হাত শূন্যে।

টিম বাঁ হাত বাড়িয়ে, লোকটার গান বেল্ট আলগা করে দিতে মাটিতে খসে পড়ল সেটাও।

'আগাও!' গর্জন ছাড়ল টিম।

মেয়েটির কাছে চলে এল ওরা, পনির পাশে দাঁড়িয়ে তখন উসখুস করছে মার্সিয়া। 'টিম, তুমি নাকি?' শুধাল।

'হ্যাঁ,' জানাল ও। 'সঙ্গে একটা দুমুখো সাপ।'

ওদের দিকে এগিয়ে এসে বন্দীকে নিরীখ করল মার্সিয়া, তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখাল মুখটা। 'মাইক!' বলে উঠল মেয়েটি। 'ও জানল কিভাবে আমি...'

'চিঠিটা খুলেছিল,' কথা কেড়ে নিয়ে বলল টিম। 'আর নয়তো নজর রেখেছিল তোমার ওপর। দড়ি আছে তোমার সাথে?'

'ওকে আমি এত বিশ্বাস করতাম, ও যে...' পনির কাছে দ্রুত সরে গিয়ে গুটানো একটা দড়ি নিয়ে এল মার্সিয়া। মাথার ওপর একটা ডালের অস্পষ্ট আউটলাইন নির্দেশ করল টিম। 'ফাঁস লাগাও ওটায়,' নির্দেশ দিল।

অভ্যস্ত হাতে কাজটা সারল মার্সিয়া। টিম টেনে নামাল ওটাকে, বন্দীর মাথা থেকে হ্যাট ফেলে দিয়ে গলায় হ্যাঁচকা টানে কষে বাঁধল ফাঁসটা।

নগ্ন আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে মাইকের চোখ, কুঁকড়ে গেল। 'মিসেস ড্রিউসের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা দেখতেই এসেছিলাম শুধু,' ভাঙা গলায় উগরে দিল কথাগুলো।

'থাক, আর মিথ্যে বলতে হবে না!' ধমক দিল টিম। দড়িতে ওর হাতের টান পড়তে খাড়া হয়ে গেল অতিকায় লোকটা। এবার গাছের গুঁড়িতে পেঁচাল টিম দড়িটা। 'থাকো এভাবে,' সিদ্ধান্ত দিল। মেয়েটির হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল দূরে। 'এবার বলো, কি ব্যাপার?'

'স্টীভকে ছেড়ে এসেছি আমি!'

'কেন?'

'কব খুন করেছে বাবাকে!' কেঁপে গেল মেয়েটির কণ্ঠ। 'ঠাণ্ডা মাথায়।' এবার

অগল খুলে গেল মুখের। 'বাবা স্টীভের সঙ্গে কখনও হাত মেলায়নি, কিন্তু তোমরা কবের র‍্যাঞ্চ উড়িয়ে দেওয়ায় সে চাপ দিল বাবাকে তার লোকজন নিয়ে ওর দলে যোগ দিতে হবে। বাবাকে তো তুমি চেনেই–গোঁয়ার গোবিন্দ লোক রাজি হয়নি বলে মরা পড়েছে কবের হাতে। খুনটা আসলে স্টীভই করিয়েছে, কব ওর হুকুমের চাকর। এরপর আর স্টীভের সঙ্গে থাকা চলে না। জিনিসপত্র গুছিয়ে শহরে হেটেহেঁটে উঠেছি আমি।' ভেঙে গেল কণ্ঠ ওর। 'ওহ, টিম, কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ওকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করল টিম, ফোঁপাচ্ছে মেয়েটি।

'আমি কবকে দেখে নেব,' সান্ত্বনা দিল। 'তুমি শান্ত হও।'

একটু পরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মার্সিয়া, চোখ মুছছে রুমালে। 'কিন্তু তুমি নিজেই বিপদের মধ্যে আছ, টিম। স্টীভ বলছে তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবেই ঝুলাবে। শয়তানটাকে বড্ড ভয় পাই আমি, টিম।'

'মার্ডারের ওয়ারেন্ট ওর নামেই বেরোবে,' আশ্বস্ত করল টিম, 'একটু সবুর করো।' ছোট করে হাসল ও। 'আমি কাউকে পিছন থেকে খুন করেছি বিশ্বাস করো তুমি?' একটা হাত রাখল মেয়েটির কাঁধে। 'তুমি শহরে ফিরে যাও। আমি মাইকের একটা ব্যবস্থা করি।'

'ওকে...ফাঁসি দেবে নাকি?'

'ও খুন করত আমাকে,' কর্কশ কণ্ঠে বলে মুচকি হাসল টিম। 'ভেব না, দড়ি নষ্ট করব না আমি।'

পনির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এল ও মেয়েটিকে।

'সুইটগ্রাসকে তুমি ওই জালিমদের হাত থেকে বাঁচাও, টিম,' অনুনয় ঝরে পড়ল মার্সিয়ার কণ্ঠে। 'আমি তোমার ওপর ভরসা করছি : পারলে একমাত্র তুমিই পারবে। প্লীজ, টিম একটা কিছু করো, শহরবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তোমার প্রতি।'

ওর কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল টিম।

ট্রেইলে খুরের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল ও, তারপর ফিরে এল বাউন্টি হান্টারটির কাছে। টিম সহজ ভঙ্গিতে দড়ির প্রান্ত ঢিল করলে বুক ভরে শ্বাস নিল মাইক।

'তোমার কিছু বলার আছে?' প্রশ্ন করল টিম।

'ফাঁসি দিচ্ছ আমাকে?' গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

জবাবে, দড়িতে দেহের সম্পূর্ণ ভর চাপাল টিম এবং শূন্যে উঠে গেল বিশালকায় লোকটি। পাঁই করে ঘুরে গেল মাইকের শরীর, ব্যাঙের মত লাথি ছুঁড়ছে দু'পা।

টিম এবার তার মুঠো আলগা করলে ভারী বস্তার মত মাটিতে ধপাস করে পড়ল পাঞ্জার। আকৃতিবিহীন স্তূপের মত পড়ে রইল লোকটা, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করছে।

'উঠে দাঁড়াও!' দাঁতের ফাঁকে বলল টিম, ঝাঁকি মারল রশিতে। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল পাঞ্চার।

'শেষ সুযোগ!' গর্জে উঠল টিম। 'কিছু বলার আছে তোমার?' ফের দৃঢ় হলো দড়ি।

'হ্যাঁ,' শ্বাসের ফাঁকে বলতে পারল লোকটা, 'আমাকে ছেড়ে দাও, বুলের বারো হাজার ডলার চুরির অপবাদ থেকে তোমাকে রক্ষা করব কথা দিচ্ছি।'

'আবার বলো!' মনোযোগী শ্রোতা এখন টিম।

'লেজি হ্যামার সোনাটা হাত করে পাচার করেছিল কবের কাছে।'

'বাজে কথা।' দড়ি স্পর্শ করল টিম।

'শোনো!' মরিয়ার মত আবেদন জানাল পাঞ্চার। 'ওয়েস্ট ফর্কে কবের সঙ্গে ছিলাম আমি এসময় স্টীভের কাছ থেকে খবর এল শহরে সোনা নিয়ে যাচ্ছ তুমি। কব পাঠাল আমাকে রোনাল্ড পার্ডিসকে হাত করতে। সোনাটা কবকে আমিই পৌঁছে দিয়েছি।'

'সেটা দিয়ে বার স্তেড কিনেছে ও,' বিড়বিড়িয়ে বলল টিম। 'কত পড়েছে তোমার ভাগে?'

'একশো ডলার, লেজির সমান।'

মুহূর্তের জন্যে টিমের মনে হলো, মাইককে শহরে নিয়ে গিয়ে শেরিফের মুখোমুখি করাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদ দিল চিন্তাটা। লোকটা হয়তো অস্বীকার করবে তার বক্তব্য আর সে-টিম ডিউস—একবার শেরিফের অফিসে ঢুকলে ছাড়া পাবে এমন আশা দুরাশা।

অগত্যা গলার ফাঁস খুলে হাতের বাঁধন শিথিল করে দিল ও বন্দীর। 'যাও ভাগো! একদম বেসিনের বাইরে গিয়ে তারপর থামবে।'

'রাইফেলটা দেবে না?' গলায় হাত বুলোচ্ছে মাইক।

'জীবনটা দিয়েছি আর কি চাই?' পাল্টা বলল রাইডার। 'পালাও!'

টলতে টলতে ঘোড়ার দিকে পা বাড়াতে দেখল ও পাঞ্চারটিকে।

ষোলো

স্নো মাউন্টেনে ফিরতে নতুন এক স্যাম অভিনন্দন জানাল টিমকে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় টগবগিয়ে ফুটছে কাউম্যান।

'খুব খুশি দেখছি, কি ব্যাপার?' শুধাল টিম, হতভম্ব। যখন রওনা হয়েছিল স্যাম ইংলিশ তখন ভগ্নহৃদয় হতোদ্যম এক লোক।

'বলছি!' গলগল করে হাসছে র‍্যাঞ্চার। বারান্দার দিকে ওকে হাতছানি দিল। 'বসো। হার্ডি আর আমি ঠিক লাইনেই ভাবছিলাম।'

টিম জানতে পারল শেরিফ এসেছিল র‍্যাঞ্চে, বলে গেছে স্টীভ নাকি

সমঝোতায় রাজি। সে প্রস্তাব করেছে শহরে সবাই মিলে আলোচনায় বসে রাসলিং বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে · ওয়েস্ট ফর্কের দক্ষিণে অবস্থান করতে রাজি বক্স বি, এবং বার জেড ছেড়ে দিয়ে স্নাল কব বক্স ফোরম্যান হিসেবে তার চাকরি আবার শুরু করবে।

'সত্যি হলে তো কথাই নেই,' মন্তব্য করল টিম।

'তিন কাপ্তান টিট হয়ে গেছে,' আত্মপ্রসাদের সুর স্যামের কণ্ঠে। 'স্টীভ আরও বলেছে তোমার পরোয়ানাটা তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করবে আর শহরে আমরা যতজন ইচ্ছা গানম্যান নিয়ে যেতে পারব, কোন অসুবিধা নেই।' পরিতৃপ্তির সঙ্গে দোল খাচ্ছে র‍্যাঞ্চার। 'একটা মিটমাট [redacted] পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।'

সিগারেট চিবোচ্ছে [redacted] উল্টে পাল্টে ভেবে দেখছে। অন্তরের গভীর থেকে কে যেন জানান [redacted] পেতেছে স্টীভ।

'আমার পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা!' ঘোষণা করল ও।

'তা তো হবেই না!' সমান তেজে বলল স্যাম। 'রক্তারক্তি ছাড়া তোমার ভাল লাগবে কেন? যাকগে, আমরা যেমন চাইছি তেমনটাই হবে। হার্ডিকে খবর দিয়েছি আমি।'

টিম পরিষ্কার উপলব্ধি করছে ও যা-ই বলুক না কেন পানিতে যাবে। কাউম্যান তার গরুচুরি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই এই প্রস্তাব তার কাছে ঈশ্বরপ্রদত্ত মনে হওয়াই স্বাভাবিক। হার্ডির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ঠিক আছে, এরা যেমন চায় তেমনি হবে; তবে প্রস্তুত থাকবে টিম, ঝামেলা হবে এটা সূর্যাস্তের মতই নিশ্চিত। কিছু একটা মতলব পাকিয়েছে স্টীভ।

দু'দিন পরে, দুই র‍্যাঞ্চার আর টিম যাত্রা করল শহরের উদ্দেশে। পেছনে পনেরোজন গানম্যানের একটি শোভাযাত্রা।

তীব্র দাবদাহে পুড়ছে বাফেলো ফর্ক। চারদিক চুপচাপ। গোলমাল যদি হয়ও, ভাবল টিম, আপাতত তার কোন লক্ষণ অন্তত নেই। রাস্তার ওমাথায় একটা ফ্রেইট ওয়াগন দাঁড়িয়ে, মহিলারা গল্পগুজব করছে দোকানের প্রবেশপথে, শহরবাসী পুরুষরা যে যার মত ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে।

পাঞ্চাররা ল্যাবিস সেলুনে জড় হলে তাদের তিন নেতা গেল কোর্টহাউজে।

শেরিফের অফিসে ঢুকতে হার্ডেকে ডেস্কে বসে থাকতে দেখল। লোকটাকে উদাসী দেখাল টিমের চোখে, কেমন যেন একটা হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গি।

ওদের উদ্দেশে চেয়ে ক্লান্ত হাসি উপহার দিল শেরিফ। 'সব ঠিকঠাক,' টিমকে পাত্তা না দিয়ে কাউম্যানদের উদ্দেশে বলল। 'স্টীভ হোটেলে উঠেছে।'

'তাহলে,' খুশির কণ্ঠে বলল স্যাম, 'ওখানেই যাওয়া যাক।'

জবাব না দিয়ে শুধু কাঁধ দুটো তুলল হার্ডে। সমঝোতাটা অসম হতে যাচ্ছে। জানে শেরিফ, মনে হলো টিমের, আর সেজন্যে এর অংশীদার হতে চায় না সে।

কোর্টহাউজের ধাপ বেয়ে নামার সময় রাস্তাটা পরখ করে নিল টিম, আগেভাগে আঁচ করতে চাইছে আসন্ন বিপদটা সম্পর্কে। ল্যাবিস সেলুনের বাইরে

স্নো মাউন্টেন আর বার্নিং রকের পনিগুলো বাঁধা। লোকজনের মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। এবার হঠাৎ করে টের পেল কিছু একটার অভাব-কোন বক্স বি বা বার জেড রাইডারকে শহরে আসার পর থেকে দেখেনি ও। তিন ক্যাপ্তান কি তবে সত্যি সত্যিই শান্তি চাইছে?

অপরিচ্ছন্ন হোটেল লবিটায় প্রবেশ করল ওরা। চশমা পরা ক্লার্কটি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করল ওদের। 'ছ'নম্বর রুম, জেন্টলমেন,' বলল। 'মিস্টার ড্রিউস অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে।'

সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল ওরা। ছয় নম্বর রুমের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। হর্ডি বুটের ঠোকায় পুরোটা খুলে ভেতরে পা রাখল। সবার পেছনে, দোরগোড়ায় থমকে পড়ল টিম, দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল চারধারে।

বিছানা আর ব্যুরো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা চারকোনা টেবিল ঘরের মধ্যখানে আর ছ'টা খাড়া পিঠের চেয়ার ওটাকে ঘিরে। ওয়াশস্ট্যান্ডে একটা বোতল আর কতগুলো গ্লাস। টেবিলের ওপ্রান্তে দুটো চেয়ারে বসে স্টীভ আর উকিল গসলিন।

সং ভাইটির ওপর দৃষ্টি স্থির হলো টিমের। পাঁচ বছর পর এই প্রথম দেখল ওকে। খুব একটা পরিবর্তন হয়নি শুধু মুখটা আরও চোখা হওয়া ছাড়া, আর নীলচে চোখে এখন একটা শীতল ঔদ্ধত্য দেখা যাচ্ছে। আগের চেয়ে কিছুটা চটপটে হয়েছে হয়তো মনে হলো প্রথম দেখায়। সযত্নচর্চিত হাতের আঙুলে ক'টা হীরের আংটি ঝলকাচ্ছে। ওর পাশে, কালো কোট পরে কোলা ব্যাঙের মত বসে রয়েছে চামড়া নম্বর ওয়ান, গসলিন।

এবার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ লোকটির কঠোর চোখে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল ও।

'কি হে, কব!' বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলল টিম, 'সঙ্গে করে আরও বোমা-টোমা এনেছ নাকি?'

'না, তবে তোমার গুলিটা চাইলে ফেরত নিতে পারো,' গর্জে উঠল ফোরম্যান।

সাদা একটা হাত তুলল স্টীভ। 'জেন্টলমেন!' গলা ছাড়ল ও। খালি চেয়ারগুলো দেখাল, টিমকে উপেক্ষা করে।

টেবিল ঘিরে বসে পড়ল সবাই।

দু'হাতের আঙুল খাঁজে খাঁজে ভরে সিলিঙের দিকে চেয়ে রইল স্টীভ। 'স্যাম ইংলিশ আর হার্ডি পিয়ারসনের সুপারিশে আজকের মীটিং ডাকা হয়েছে,' বলতে শুরু করল, 'যাতে রাসলিং বন্ধ হয় এবং যার যার সীমানা নির্ধারিত হয়। আল কব তার স্টক সরিয়ে নেবে ওয়েস্ট ফর্কের দক্ষিণে...'

'কব কবে থেকে গরুর মালিক হলো-মানে আইনসঙ্গতভাবে?' কৈফিয়ত চাইল টিম

অধৈর্য স্টীভের ভ্রূ কুঁচকে গেছে, তারপরও বলে চলল, 'বক্স বি ওয়েস্ট

ফর্ককে সীমানা মানবে ; স্নো মাউন্টেন আর বার্নিং রক উত্তরের সমস্ত রেঞ্জ ব্যবহার করবে।'

'কব আর তার পিস্তলবাজরা ওয়েস্ট ফর্কের ওপারে গেলে ঠেকাচ্ছে কে?' শুধাল টিম।

'উটকো লোক এসব প্রশ্ন তোলার কে!' থমথম করছে কনের মুখের চেহারা।

গোবদা মার্কা একটা প্রতিবাদী হাত ওঠাল গর্সলিন। 'আমরা এখানে বসেছি একটা শান্তিচুক্তি করতে,' গমগমে স্বরে বলল, 'সেটা বানচাল করার অধিকার কারও নেই।'

এই প্রথম টাণ্ডা অপলক চোখ রাখল স্টীভ তার সৎ ভাইটির মুখের ওপর। 'তুমি নাক গলাচ্ছ যে, তোমার স্বার্থ কি?' জানতে চাইল।

'কেন, তোতোচোর, যন্ত্রটার কথা ভুলে গেছ?' পাল্টা বলল টিম।

নির্বিকারচিত্তে সামের উদ্দেশে চাইল এবার স্টীভ। 'এই-গানম্যান-দূর-না হলে আলোচনা বন্ধ।' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল আচমকা।

অস্বস্তিবোধ করতে দেখা গেল সামকে। পেছনে চেয়ার ঠেলে দিল টিম। 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে,' বলল, 'আমি বাইরে গেলাম।' দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ও।

হোটেলের বাইরে এসে ল্যাবিস সেলুনের উদ্দেশে এগোল।

ব্যাটউইঙের কাছে পৌঁছনোর আগেই উৎসবমুখর হৈ-হল্লার শব্দ কানে এল ওর। ভেতরে পা রাখতে পাঞ্চারদের বোতল নিয়ে গান গাইতে, নাচানাচি, চেঁচামেচি করতে দেখল। মদে চুর হয়ে গেছে দুই র‍্যাঞ্চের শহরে আগত গানহ্যান্ডরা।

সিরন একটা সাইড টেবিলে একা বসে বসে বিমর্ষচিত্তে দৃশ্যটা অবলোকন করছিল, টিমকে দেখে উঠে এল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তুমি মাতাল হওনি,' বলল টিম, ভ্রূ দেখাল পাঞ্চারদের প্রতি। 'কী এমন বিশেষ আনন্দের ঘটনা ঘটে গেল হঠাৎ করে?'

'পার্ভিস অর্ডার দিয়েছে,' রুক্ষ স্বরে বলল সিরন। 'মুফতে যে যত খুশি মাল টানতে পারবে।'

সেলুন মালিককে দেখা গেল বারের কাছে। দু'হাতে দুটো বোতল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, যে চাইছে ঢেলে দিচ্ছে তাকে। সাইড টেবিলটায় ফিরে এসেছে তখন টিম ও সিরন। ওদের সামনে একটা বোতল ঠক করে নামিয়ে রাখল ও। 'আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা!' মুখে হাসি টেনে বলল, 'খাও, বয়েজ'।

'উৎসবটা কিসের?' জিজ্ঞেস করল টিম।

'বেসিনে আইন-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা,' মসৃণ কণ্ঠে জানাল লোকটা।

সহসা হাতের এক ঝটকায় বোতলটা মেঝেতে ফেলে দিল টিম। ভেঙে দু'আধখানা হয়ে গেল ওটা, গলগল করে বেরিয়ে মেঝে ভাসাচ্ছে সোনালী তরল।

হাসি মুছে গেছে গোল মুখটা থেকে, কিন্তু মেজাজ হারাল না পার্ভিস।

'পুরানো কথা সব ভুলে যাও, দোস্ত,' আকুতি ঝরাল। 'যা যাওয়ার তা তো গেছেই।'

'তুমি আগে ফাঁসিতে যাও তারপর ভেবে দেখব,' দাঁতের ফাঁকে বলল টিম। 'মাইক সব বলেছে আমাকে। তোমাকে কুত্তার মতন গুলি করে মারা উচিত আমার।'

টলটলায়মান এক পাণ্ডার এসময় পার্ভিসের কাঁধ চেপে ধরে মুখ ঘুরিয়ে দিল, তারপর জড়িয়ে ধরে চকাস চকাস চুমো খেল দুই গালে।

সিরনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখীন হলো এবার টিম। 'ওই কুত্তাটা লেজি হ্যামারকে দিয়ে বেহুঁশ করেছিল আমাকে,' বলে ব্যাখ্যা করল মাইকের কাহিনী।

'দুটোকেই গুলি করে মারতাম আমি,' খেঁকিয়ে উঠে বলল সিরন। 'কিন্তু তাই বলে এত ভাল হুইস্কিটা মাটিতে ফেলে নষ্ট করতাম না।'

'পার্ভিস এদেরকে বেহেড করছে কোন্ উদ্দেশ্যে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে টিমের।

'তার আমি কি জানি?'

কিছু একটা রহস্য আছে, যেটা কিনারা করতে না পারলেও টের পাচ্ছে টিম। বারে গিয়ে, মগ ভরে বীয়ার নিয়ে ফিরল ও। সময়টা তো পার করতে হবে।

মেইন স্ট্রীটে ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে এসময় উঠে পড়ল বিরক্ত টিম। ঘোরলাগা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে সিরন। পাণ্ডারদের তিন-চতুর্থাংশ টেবিলে বা মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, বেহেড মাতাল।

হোটেল লবিতে ক্লার্ক ছাড়া আর কারও দেখা পেল না টিম। একটা চামড়ার রকারে বসে সিগারেট রোল করতে লাগল ও। সিঁড়িতে স্কার্টের মৃদু খসখস শব্দ। চোখ তুলতে মার্সিয়া নোলানকে দেখতে পেল। 'আরে তুমি!' বলে উঠল টিম। 'কোথায় লুকিয়ে ছিলে?'

'আমার ঘরে!' মুখে কষ্টসাধ্য হাসি ফুটিয়ে বলল মার্সিয়া। 'আচ্ছা, টিম, স্টীভ এখানে কেন বলতে পারো?'

সমঝোতা প্রস্তাবের কথাটা খোলাসা করতে হলো।

'ফন্দি, আর কিছু না!' ঘোষণা করল মার্সিয়া।

হঠাৎ সুইং ডোরটা পিছে সরে, এক লোকের মাথা উঁকি দিতে ঘুরে চাইল দু'জনেই। 'পার্ভিস বলে পাঠিয়েছে মিস্টার স্টীভ যেন নিশ্চিন্ত থাকে। সব ঠিকঠাক মত হয়েছে।' ক্লার্কের উদ্দেশে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা। ল্যাবিসের একজন বার্টেন্ডার।

'যাই!' স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মার্সিয়া। 'ও বোধহয় শিগগিরি নেমে আসবে।' মেয়েটি দ্রুত সরে পড়লে বারকীপের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে বসল টিম। তারমানে যা সন্দেহ করেছিল, কোন দু'নম্বরী বুদ্ধি ফেঁদেছে স্টীভ। সময় কিনেছে আসলে সে, পাণ্ডারদের মাতাল হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু কেন?

সিঁড়িতে বুটের শব্দ উঠেছে। গোটা দলটিকে আড়চোখে নেমে আসতে দেখল

টিম। স্টীভ, কব আর গসলিনকে নিয়ে লবি পেরিয়ে শশব্যস্তে বেরিয়ে গেল। স্যাম আর হার্ডি এগিয়ে এল টিমের উদ্দেশে। দু'জনকেই হতাশ আর অবসন্ন দেখাচ্ছে।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল টিম।

'কোন লাভ হলো না,' জানাল হার্ডি। 'কাল আবার বসতে বলেছে।'

'উকিলটা পাকা শয়তান,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল স্যাম। 'কি সব কাগজপত্র দেখাল কিছুই মাথায় ঢুকল না।'

'ওরা সময় কিনল,' বলল টিম। 'তোমাদেরকে ইচ্ছেমত নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে।'

'আমাদের এখন রুম বুক করা দরকার, আর তো কিছু করার নেই,' হতাশ সুরে বলল হার্ডি।

'হ্যাঁ,' খেঁকিয়ে উঠল টিম। 'একটা পাঞ্চারও এখন স্যাডলে বসার উপযুক্ত নেই। গলা পর্যন্ত মদ গিলেছে সব কটা।' দরজার দিকে পা বাড়াল ও। 'আমি আশপাশেই আছি। দেখি ওদের মতলব কিছু টের পাওয়া যায় কিনা।'

বাইরে, মেইন স্ট্রীটে কোন সাড়াশব্দ নেই। অন্ধকার।

একজন রাইডারকে হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সেলুনের জানালা গলে আসা ভেরছা হলদেটে আলোয় পরিষ্কার হলো ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল নেই, লাগামের বদলে দড়ি, এবং আরোহীর একটা হাত অসাড় হয়ে ঝুলছে।

লোকটা ঘোড়া থামিয়ে ফুটপাথে নজর বুলাচ্ছে দেখল টিম। রাইডার এবার এগিয়ে আসতে দেখা গেল ও স্নো মাউন্টেনের এক কাউপোক। অবরোধের সময় কাঁধে গুলি খেয়েছিল। ডান হাতটা সাময়িকভাবে অকেজো বলে একে র‍্যাঞ্চে রেখে এসেছে ওরা। 'কাকে খুঁজছ?' প্রশ্ন করল টিম।

'বসকে!' উত্তেজনার সুর লোকটার কণ্ঠে। 'বেসিনে নরক ভেঙে পড়েছে।'

'মানে?' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল টিম।

'একদল গুণ্ডা র‍্যাঞ্চের প্রতিটা বিল্ডিঙে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে,' বলল ও। 'তার আগে বাঙ্কহাউজ আর উইন্ডমিল সব ভেঙে চুরমার করেছে।' শ্বাস ফিরে পেতে বিরতি নিল ও। 'শুধু তাই না, আমাদের ঘোড়াগুলোকেও তাড়িয়ে নিয়ে গেছে বস্কের দিকে। আমাকে সুদ্ধ। আঁধার নামলে এই ঘোড়াটা হাত করে শহরে রওনা দিয়েছি। ওদের কথায় বুঝলাম, বার্নিং রকেও একই তাণ্ডব চলছে।'

মনের কুয়াশা কেটে গেল টিমের। আ-চু-চু করে শহরে এনে হাজির করা হয়েছে র‍্যাঞ্চার আর তাদের পাঞ্চারদের। আলোচনার নামে হোটেলে কাউম্যানদের আটকে রেখেছে স্টীভ আর মদ খাইয়ে চুর করেছে গানহ্যান্ডদের পার্টিস; ওদিকে বস্ক বি-র গানহ্যান্ডরা মনের সুখে তছনছ করেছে অরক্ষিত বেসিন। প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি টেনেছে গুর ধূর্ত সৎ ভাই।

সতেরো

অসহায় বোধ করছে টিম, পাঞ্চারটিকে নিয়ে এল হোটেলে। রুমের বসে গল্প করছিল দুই কাউম্যান। টিম নীরবে দাঁড়িয়ে, প্লামউড নামের পাঞ্চারটিকে তার কাহিনী বয়ান করতে দিল।

'শালা নরকের কীট!' বিস্ফোরিত হলো হার্ডি। স্যাম নিশ্চুপ। ওর মুখের চেহারাই বলে দিল যা বলার।

উঠে দাঁড়িয়েছে হার্ডি।

'কোথায় চললে?' শুধাল টিম।

'ছেলেদের নিয়ে র‍্যাটলস্নেকের ট্রেইল ধরব!' গর্জাল কাউম্যান।

'পাগলামি ছাড়ো!' কঠোর শোনাল টিমের গলা। 'বার্নিং রকের একটা পাঞ্চারও রাইড করার অবস্থায় নেই। তারচেয়েও বড় কথা, স্টীভের লোকেরা সম্ভবত এখন এখান অবধি ধাওয়া করে আসছে। গোলমালের জন্যে তৈরি হও।'

তিন জোড়া চোখের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাবে বলে চলল ও, 'সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধুলোয় মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত একচ্ছত্র শাসক হতে পারছে না স্টীভ। প্রতিদ্বন্দ্বীরা মদ খেয়ে ঢোল হয়ে পড়ে আছে ল্যাবিস সেলুনে। আমার ধারণা ভোরের আগেই এসে পড়বে ওর দলবল। তারপর চলবে নিধনযজ্ঞ।'

অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্যাম।

'সবার চোখের সামনে গণহারে মেরে ফেলবে লোকগুলোকে—শহরের বুকে বসে?'

'অসুবিধা কিসের?' পাল্টা বলল টিম। 'একটা শেরিফ যখন আছে চোখে পট্টি বাঁধা।' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'তুমি আমাদের বিপদে ফেলে পালাচ্ছ নাকি?' জবাবদিহি চাইল হার্ডি।

'না, হুঁশিয়ারি সঙ্কেতটা ছড়িয়ে দিতে যাচ্ছি,' কাটখোট্টা সুরে বলল টিম। 'তোমরা দেখো মাতালগুলোকে একটু লাইনে আনতে পারো কিনা।'

দ্রুত রাস্তা ধরে হাঁটছে ও, ল্যাবিসের বাইরে বাঁধা ঘোড়াটার লাগাম ঢিল করল। এবার ঘোড়ায় চেপে, ওটার মুখ ঘুরিয়ে একটা সাইড রোডে পড়ল। তারপর কোনাকুনিভাবে মেইন স্ট্রীটে ঢুকে, আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে রাইড করে চলল।

দু'পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর-বাড়ি। একটা বেড়ালী মুখে বাচ্চা নিয়ে ফেন্স টপকে, আড়াআড়ি ছুটে গেল ওর সামনে দিয়ে।

পিকেট ফেন্সে ঘেরা একটা দোতলা বাংলোর সামনে ঘোড়ার রাশ টানল। নুড়ি বিছানো পথ মাড়িয়ে সদর দরজায় তীক্ষ্ণ করাঘাত করল। সামান্য পরে দরজা খুলে গেল, এবং রুডি ফোলারকে মোমবাতি হাতে চোখ পিটপিট করতে দেখল

সে দোরগোড়ায় : নাইটগাউন গায়ে ব্যবসায়ীর।

'মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে!' সংক্ষেপে বলল টিম।

'ভেতরে এসো!' শান্ত সুরে আমন্ত্রণ জানাল ফোলার, মনে হলো মধ্যরাতের অশ্বারোহী যেন এবাড়ির নিয়মিত বাসিন্দা। ওর পেছন পেছন সুসজ্জিত বাড়িটায় প্রবেশ করল টিম।

'কি করতে বলো তুমি?' সব শুনে জানতে চাইল ফোলার।

'শেরিফের মাজা শক্ত করো!' রাইডারের কণ্ঠে তাগিদ শুরু করেছে। 'হার্ডেকে দিয়ে শহরবাসীকে সংগঠিত করতে হবে। এখানে অন্তত একশো লোক আছে যারা বন্দুক চালাতে জানে। যা করার জলদি করতে হবে, কেননা স্টীভের লোকেরা এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।'

'লোকে অযথা অস্ত্র ধরবে কেন অন্যের জন্যে?' শুধাল ব্যবসায়ী।

'কারণ তা নাহলে মেইন স্ট্রীটে নারী-শিশুর রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। যে গানফাইট দেখতে হবে শহরবাসীকে তারা কল্পনাও করতে পারে না। তাছাড়া স্টীভ আমাদের ডেকে এনে কেমন ধোঁকা দিয়েছে সেটাও জানুক লোকে। সহানুভূতি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে স্যাম আর হার্ডি, ঠিক না?'

সায় জানাল ফোলার। 'তারমানে এখন চূড়ান্ত মোকাবেলার সময় হয়ে গেছে,' বলতে গিয়ে ক্রোধে গলা কেঁপে গেল ওর। 'একজন ক্ষমতালোভীর জন্যে রক্তের স্রোতে ভাসবে শহর!' উঠে পড়ল ও। 'আমি কাপড় পরে আসছি, দেখি কি করা যায়। প্রভাবশালী লোকেদের নিয়ে গিয়ে শেরিফকে বলে দেখি। যদি শোনে তো ভাল, নইলে আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই করে নিতে হবে। এই শহরটা অনেক অত্যাচার সয়েছে, আর না।'

আশান্বিত মনে ফের ঘোড়ায় চাপল টিম। রুডি ফোলারের ওপর আস্থা রাখে সে। ঘুমন্ত শহরবাসীকে জাগাতে পারলে এই লোকই পারবে।

মেইন স্ট্রীটে পৌঁছে দেখে, হোটেলের বাইরে হার্ডিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে লালচক্ষু একদল রাইডার। সংখ্যায় বারোর কম। 'এই কজনই উঠে দাঁড়াতে পেরেছে,' লোকগুলোকে দেখিয়ে টিমকে বলল সে, কণ্ঠে নিরাশা। 'তাও এরা ট্রিগার টিপতে পারবে কিনা সন্দেহ।' বার্গার ল্যাম্পের আলোকিত জানালার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'চু ওয়াংকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। কফি করছে ও।'

ভেড়া তাড়ানোর মত করে দুর্দশাগ্রস্ত পাঙ্করদের নিয়ে যাওয়া হলো ওখানে। সবার হাতে হাতে ধোঁয়া ওঠা কালো কফির মগ ধরিয়ে দিল চু ওয়াং।

'স্যামকে দেখছি না,' মন্তব্য করল টিম।

'ও গেছে স্টীভের পিছে,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুর হার্ডির গলায়। 'ওকে অনেক বলেকয়েও ঠেকাতে পারলাম না।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে হতবাক টিমের 'কি লাভ?'

'ডুবন্ত মানুষ যেমন খড় কুটো ধরে বাঁচতে চায় ওর দশা তেমনি মনে হলো।

মরিয়া হয়ে গেছে স্যাম। ব্যাঙ্কে প্রচুর দেনা ওর। তার ওপর তিন শয়তানের অত্যাচার। স্প্রেডটা ছিল একমাত্র সম্বল এখন আছে শুধু ঋণের বোঝা।'

'তাই পাগল হতে হবে!'

শ্রাগ করল হার্ডি।

বার্গার ল্যাম্পের বাইরে ম্লান আলোয় কর্মকাণ্ডের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফুটপাথে বুটের শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনানি। ভাঙা মৌচাকের গুঞ্জন এখন গোটা শহর জুড়ে।

ভোর নাগাদ স্যাম ও হার্ডির পাঞ্চারদের হোটেলের সামনে মোটামুটি তৈরি দেখা গেল।

আলো আরেকটু বাড়তে মেইন স্ট্রীটে, নানা ধরনের অস্ত্র হাতে সব বয়সের লোক এসে জুটতে শুরু করল—বাফেলো গান থেকে নিয়ে স্পোর্টিং রাইফেল পর্যন্ত সবাই স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। হতচকিত লোকগুলো বিছানা ছেড়ে, কোনমতে কাপড় চোপড় পরে ছুটে এসেছে বোঝা যায়।

নীল হার্ভে রাস্তার মাঝখানে রুডি ফোলারসহ এসে থামল, তড়িঘড়ি নিযুক্ত গার্ডদের ওপর বুলিয়ে নিল দৃষ্টি। হ্যাঁ, অন্তরে স্বীকার করতে বাধ্য হলো টিম, এ লোককে এখন সত্যিকারের একজন শেরিফ মনে হচ্ছে। বারোটা বছর ঝরিয়ে এসেছে যেন গা থেকে লোকটা। পুনর্জীবন লাভ করেছে হঠাৎ কি জাদুবলে। কণ্ঠে আগের সেই তেজোদীপ্ত গমগমে সুর।

এবার কঠিন নৈঃশব্দ নেমে এল রাস্তায় : স্টীভের বাহিনী রাইড করে এসে পড়েছে। কবের নেতৃত্বে উত্তর থেকে শহরে প্রবেশ করেছে ওরা। আটত্রিশজন গুণল টিম, ধুলোমাখা লোকগুলোর চোখের দৃষ্টি সদাসতর্ক, অস্ত্র ঝুলছে নিচু হয়ে। সশস্ত্র অভ্যর্থনা কমিটি দেখে অবাক হলেও তার লক্ষণ প্রকাশ করল না একজনও। বিরতিহীনভাবে কঠোরমুখো নাগরিকদের পাশ কাটাল ওরা। মেইন স্ট্রীটের দূর প্রান্তে থমকে পড়ে জড় হচ্ছে।

দু'পক্ষই প্রতিপক্ষ আগে মুভ করবে বলে অপেক্ষা করছে, টেনশন বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে। ছায়ারা পালিয়েছে জান নিয়ে, সূর্যের আলোয় ভেসে যাচ্ছে এখন প্রশস্ত ধুলোটে রাস্তাটা। দক্ষিণপ্রান্তে এখনও জটলা পাকাচ্ছে অশুভ দলটি—নীরব, বিপজ্জনক।

স্পষ্ট উপলব্ধি করছে টিম, যে কোন পক্ষের সামান্যতম প্ররোচনায় নিমেষে নরকে পরিণত হবে মেইন স্ট্রীট।

অনুচ্চ স্বরে কথোপকথনরত শহরবাসীর পাশ কাটিয়ে ফুটপাথে পা রেখেছে শেরিফ। তাকে খুশি মনে হলো টিমের, যেন বহুদিনের একটা বোঝা নেমে গেছে কাঁধ থেকে।

ঠিক তার দু'মিনিট পর উত্তেজনার নিরসন ঘটল।

জনৈক অত্যুৎসাহী কিংবা কে জানে নার্ভাস শহরবাসী আচমকা বাফেলো গান ব্যবহার করে বসল। মুহূর্তে ওটার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল উইনচেস্টার, শার্প, শটগান,

আর সিক্সগানের কান ফাটানো গর্জন—বেশিরভাগ গুলিই অবশ্য বৃথা গেল।

আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর খুরের ঘায়ে চূর্ণিত ধুলোর ছোট ঝড় উঠল। একটা জানোয়ার শূন্যে পা ছুঁড়ে যন্ত্রণায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে; স্যাডলচ্যুত এক রাইডার গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে, লোহার নাল পরা খুরগুলো দাপাচ্ছে ওর শরীর ঘিরে। এবার জটলা ভেঙে তীরবেগে ধেয়ে এল রাইডারদের দলটি। দোকান-পাট অতিক্রম করে, অস্ত্রের অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষা করে দলে পিষে মারতে যেন ছুটে আসছে এক ঝাঁক দানব। ফুটপাথ লক্ষ্য করে গর্জাচ্ছে ওদের সিক্সগান। টিম দেহ সাঁটিয়ে শুয়ে পড়েছে। রাইডাররা পাশ দিয়ে তেড়ে গেলে চুপ করে রইল না ওর সিক্সগান। ধুলোয় আবছা এখন চারধার। চরম বিশৃঙ্খলা চারদিকে—আহতদের গোঙানি, কাঁচ ভাঙার শব্দ, গোলাগুলি। কিছু কিছু শহরবাসী আতঙ্কে গলিতে গিয়ে ঢুকেছে; অন্যরা যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে একনাগাড়ে সীসা বর্ষণ করে চলেছে; মূল যোদ্ধারা অর্থাৎ পাঞ্চাররা ফুটপাথে সেঁটে শুয়ে উজ্জ্বল আগুন ঝরাচ্ছে সিক্সগানের।

ধাবমান রাইডাররা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলে অপেক্ষাকৃত নীরব হয়ে এল পরিবেশ। টিম এই ফাঁকে খালিগুলোর বদলে তাজা কার্তুজ ভরে নিয়েছে। পাউডার স্মোক ও ভাসমান ধুলো ভেদ করে শত্রুপক্ষের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করল সে। খুরের শব্দে কানে তালা লাগিয়ে ফের ঝড় তুলে পাশ কাটাল রাইডাররা। চিৎকার-চেঁচামেচি, অস্ত্রের গর্জন। প্রতি আক্রমণটা এবার মারাত্মক ধরনের হলো: ফুটপাথ, স্টোরের জানালা, গলিপথ কিছুই রক্ষা পেল না ওদের ভয়ঙ্কর আক্রোশ থেকে।

সাময়িক বিরতির সুযোগে উঠে পড়েছে টিম: ধুলো কমে এলে রাস্তার ওপ্রান্তে প্রতিহিংসাপরায়ণ রাইডারদের আবারও দলবদ্ধ হতে দেখল ও। চারপাশের অবস্থা কহতব্য নয়—ভাঙা কাঁচ আর মানুষ-জন ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ফুটপাথে, হতভম্ব নাগরিকরা একে অন্যের জখম ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে, ফ্যাকাসেমুখো এক স্টোরকীপার মুঠো নাচাচ্ছে দূরবর্তী রাইডারদের উদ্দেশে, খিস্তি আওড়াচ্ছে অবিরাম; রক্তাক্ত একটি দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে ফোঁপাচ্ছে এক মহিলা; দু'জন উন্মত্ত শহরবাসী একজন মৃত পতিত রাইডারকে অর্ধমৃত ভেবে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে অনবরত মেরে চলেছে।

এখন আরেকটা ঝাপটা দিতে পারলে, ভাবল টিম, সাফ করে ফেলতে পারবে কবের বাহিনী মেইন স্ট্রীট। পেশাদার গানহ্যান্ডদের বিরুদ্ধে রুখে যে দাঁড়িয়েছে দুঃসাহসী শহরবাসী এই ঢের। রুডি ফোলারের ওপর দৃষ্টি ঝলসে গেল ওর, রাইফেল বগলদাবা করে গলিমুখে দাঁড়িয়ে সে নিজের দোকানের পাশে।

'আমরা ওদের ঠেকাতে পারব না,' ওর কাছে হেঁটে গিয়ে বলল টিম।

'স্টীভের মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেছে,' ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল ফোলার। 'এই জঘন্য গণহত্যায় পুরো স্টেট ওর বিপক্ষে চলে যাবে।'

'স্টীভ তার ধক্কে বসে হাওয়া লাগাচ্ছে গায়ে,' বলল টিম। 'গানপাউডারের গন্ধ সহ্য হয় না ওর। যা করার কব করছে। লোকে আঙুল তাক করবে ওর

দিকে : ও একটা বদ্ধ উন্মাদ। ওকে ঠেকানো না গেলে শহরটা ধ্বংস করে দেবে।'

আহত-মৃত লোকগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দু'পাশে রুডি ফোলার।

'আমি চেষ্টা করে যাব শেষ পর্যন্ত!' রাইডারদের দিকে এক ঝলক চেয়ে বলল টিম। 'দুটো জায়েন্ট কার্তুজ আর একটা ক্রোবার দিতে পারবে? ওরা ধাওয়া দেয়ার আগেই চাই।'

পায়ের ওপর ঘুরল স্টোরকীপার এবং গলি ধরে অনুসরণ করল ওকে টিম। স্টোরের পেছনে লোডিং প্ল্যাটফর্মে চার হাত পায়ে উঠে গেল ওরা। ভেতরে ঢুকল ফোলার। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে খানিক পরেই ফিরে এল।

প্যান্টের পকেটে কার্তুজ দুটো পুরে আঁকড়ে ধরল টিম ক্রোবারটা, প্ল্যাটফর্ম থেকে এক লাফে নেমে দ্রুত পা বাড়াল পেছনের জানালাটার উদ্দেশে। ম্যাকের দোকানটার সামনে জড় হয়েছে এখন কবের লোকেরা। ছড়ানো ছিটানো বাক্স আর পিপের মধ্য দিয়ে পথ করে এগোতে লক্ষ করল টিম, প্রতিরোধকারীরা গলি ধরে সটকে পড়ছে আলগোছে, সবার গন্তব্য ফ্ল্যাটের ঘন ঝোপ-ঝাড়ের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। বোকাও বোঝে, প্রতিরোধের মনোবল এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ দ্রুত ধসে পড়ছে।

আঠারো

চলা ফেরা থেমে গেছে এমুহূর্তে শহরবাসীর। মেইন স্ট্রীটের দক্ষিণ প্রান্তে পলায়ন করেছে সবাই। সতর্ক টিম জঞ্জালের স্তূপ থেকে স্তূপে ছুটে আড়াল নিয়ে ম্যাকের স্যাডলরীর পেছন দিকটার উদ্দেশে এগোচ্ছে। অবশেষে, ধাপ বেয়ে রক-অ্যান্ড-অ্যাবোড বিল্ডিংটার বারান্দায় পা টিপে টিপে উঠল। যা ভেবেছিল, দরজাটা তালা বন্ধ। ক্রোবারটা প্যাডলকে ঢুকিয়ে মোচড় মারতে খুলে গেল দরজা, ও পা রাখল ভেতরে। স্টোররুমে এখন টিম। সাইড ওয়ালে কাঠের মইটা দেখতে পেয়ে, ক্রোবার ফেলে দৌড়ে গেল। মই বেয়ে উঠে ট্র্যাপডোর খুলে ছাদে পা রাখল।

নিচু হয়ে সামনের দিকে ছুটে গেল টিম, কোমর সমান একটা কাঠের ফেসেডের কারণে বাধা পাচ্ছে রাস্তার দৃশ্য। স্টেটসনটা খুলে, দ্রুত একবার ফেসেডটার ওপর দিয়ে চাউনি বোলাল টিম। নিচে, কবের লোকেরা সমবেত এখন রাস্তায় : সেই প্রচণ্ড উত্তেজনার লেশমাত্র দেখা গেল না এখানে, বরঞ্চ বেশ একটা শান্ত ভাব বিরাজ করছে যেন। এই ভাড়াটে গানহ্যান্ডগুলোর কাছে এসব ঘটনা সব ডাল-ভাত, প্রতিদিনের রুটিন। কেউ কেউ শরীর ঢিল দিয়ে স্যাডলে বসা, সিগারেট ফুঁকছে; আবার কাউকে কাউকে দেখা যাচ্ছে দড়িদড়া আঁটসাঁট করতে করতে ব্যবসায়িক আলোচনা করছে। কব রাস্তার ও মাথায় একাকী লক্ষ্য রাখছে মেইন স্ট্রীটের প্রতি।

টিম এবার মাথা নামিয়ে কাজে মন দিল। ফেসেডের পেছনে প্যারাপেটে কার্তুজ দুটো সাবধানে নামিয়ে রাখল ও। কাঠি জ্বেলে ধরল একটা ফিউজে, কার্তুজটা তুলে নিয়ে হুঁশিয়ার চোখে লক্ষ করছে ফুলকি ছিটানো সলতেটা। কাজটায় ঝুঁকি আছে, ভাবল ও। কার্তুজটা তাড়াহুড়া করে ছুঁড়ে দিলে রাইডাররা ছত্রখান হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় আরেকটা সুযোগ পাবে না ও। আর বেশিক্ষণ ধরে রাখলে নিজেকে ঝরে পড়তে হবে আকাশ থেকে।

সলতে পোড়ার গতি অনুমান করে, ফিউজটার স্ফুলিঙ্গ এক ঝলক দেখে নিল টিম। এবার ধীরেসুস্থে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, ডান হাতের দোলায় ছুঁড়ে দিল কার্তুজটা। মেঝেতে শরীর সাঁটানোর আগেই কানের পর্দা ফাটিয়ে দিল যেন বোমাটা। বাড়িটা কেঁপে উঠেছে থরথর করে, চুরমার হয়ে গেছে সমস্ত জানালার কাঁচ। বিভ্রান্তির রোল উঠেছে রাস্তায়—চারদিকে শুধু ঘোড়া আর মানুষের সম্মিলিত আর্তচিৎকার, বাজখাঁই কণ্ঠে নির্দেশ, খুর দাপানোর শব্দ। হাঁটুর ওপর বসে বাকি কার্তুজটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবার টিম। ধূসর, ঘূর্ণায়মান কুয়াশার অন্তরালে অবছায়াভাবে মানুষ আর জানোয়ারের ছিন্নভিন্ন দেহ, আর ধুলোয় শরীর টেনে আহত রাইডারদের পলায়নের দৃশ্য চোখে পড়ল ওর। যারা বেঁচে গেছে তারা উন্মাদের মত স্পার দাবিয়ে ভাগছে।

ক'মুহূর্তের মধ্যে লাশ, আহত প্রাণী ও ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব রইল না রাস্তাটায়। পকেটে কার্তুজটা ভরে মন্থরপায়ে ছাদ ধরে ফিরে চলল টিম।

বিষাদগ্রস্ত মন নিয়ে মই বেয়ে নামল ও এবং জঞ্জালের জঞ্জাল পরিপূর্ণ রাস্তা ধরে টলতে টলতে এগিয়ে চলল। কব ও তার বাহিনীর কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা দূর হয়েছে, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও। কিন্তু ম্যাকের স্যাডলরীর বাইরে বীভৎস দৃশ্যটা দেখে পেট গুলোতে লাগল টিমের। গানফাইট স্বাভাবিক ঘটনা ওর জন্যে, কিন্তু বোমা ফাটিয়ে পাইকারী জীবননাশ নয়।

ফেলার অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ওর বিষণ্ণ মুখটা গভীর চোখে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'দারুণ দেখিয়েছ, টিম,' বলল শান্ত স্বরে। 'ব্যাপারটা নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, কিন্তু শহরটা তো রক্ষা পেল।'

ওর হাতে কার্তুজটা ফিরিয়ে দিল টিম। 'এগুলো আর না,' বলল ক্লান্ত স্বরে। 'এমনকি নিজের জান বাঁচাতেও না।'

শহরবাসী ইতোমধ্যে কাজে লেগে পড়েছে, আহত-মৃতদের সরিয়ে নিচ্ছে, জঞ্জাল পরিষ্কার করছে, ভাঙা কাঁচ ঝাঁট দিচ্ছে। কবের বাহিনীর পরাজয় কারও মধ্যে কোন উৎফুল্লতা সৃষ্টি করতে পারেনি। সবাই নীরবে কাজ করে চলেছে, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল। একদল রাইডার রক্তলোলুপ কোমাঞ্চিদের মত আক্রমণ করেছিল শহরটা বিশ্বাস হতে চাইছে না যেন ওদের।

হোটেলের বাইরে একটা বেঞ্চিতে হার্ডির সঙ্গে যোগ দিল টিম।

'এবার মনে হয় ওরা সিধে হবে,' বলল কাউম্যান।

'না-ও হতে পারে!' বলল টিম। 'স্টীভ বেঁচে আছে, কবও। গানহ্যান্ডও সব

মরেনি। ওরা মরণ কামড় দেবে...

'আইন...' শুরু করল হার্ডি।

'আইন!' ব্যঙ্গ ঝরাল টিম. 'বন্দুকের আইন! সুইটগ্রাস বেসিন এখনও কিং কোল্টের মুঠিতে।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল হার্ডি রাস্তার দিকে চেয়ে। 'হায় খোদা, ওরা ফিরে এসেছে!'

রাস্তার এ মাথা-ওমাথায় কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, সবার নজর কেড়ে নিয়েছে বিশ-বাইশ জন রাইডারের একটি দল। মন্থর গতিতে শহরে প্রবেশ করছে তারা। আতঙ্ক আর উত্তেজনা নিয়ে লোকেরা নিরীখ করছে ওদের।

স্যাভারস্ট্রমের সিধে দেহটা সবার আগে, ক্যাভলরি ট্রুপারের মত রাইড করে আসছে ইংরেজ লোকটা।

'এস সি সি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টিম। 'ওরা এখানে কেন?'

বেঞ্চি থেকে উঠে এসে হাত তুলল টিম। ওর পাশে থেমে দাঁড়াল স্যাভারস্ট্রম, চোখে হতভম্ব দৃষ্টি।

'টর্নেডো?' জিজ্ঞেস করল।

'গুলির টর্নেডো,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল টিম। 'তিন কাপ্তান হামলা করেছিল। তুমি এখনও নিরপেক্ষ আছ?'

'কিসের নিরপেক্ষ!' খেঁকিয়ে উঠল ইংরেজ। 'বেসিনে যা ঘটছে তারপর আর কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে? শয়তানগুলো মাউন্টেন আর রক জ্বালিয়ে দিয়েছে খবর পাওনি? আমার র‍্যাঞ্চেও লুটপাট করে গেছে। আমার দু'জন লোক গুলি খেয়েছে; একজন তো বাঁচে কিনা সন্দেহ। বিচার চাইতে এসেছি আমি, প্রয়োজনে আইন প্রয়োগে বাধ্য করব শেরিফকে।'

নতুন আশা জন্ম নিল টিমের মনে। জরুরী প্রয়োজনের সময় একজন বন্ধু পাওয়া গেল।

'আইনের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাবে না ধরে নাও,' বলল ও। 'তবে আমি জনা বারো হ্যান্ড জুটাতে পারব। সঙ্গে তোমরা যোগ দিলে আইনের আর প্রয়োজন পড়বে না।'

'আমি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে চাই না,' কঠোর কণ্ঠে বলল ম্যানেজার।

'শেরিফ পারল ওদের ঠেকাতে? ঠিকই তো সব ধ্বংস করে দিয়ে গেল,' গর্জে উঠল টিম। তারপর পাশে দাঁড়ানো হার্ডির উদ্দেশে বলল, 'ও এখনও আইনের ভরসায় বসে আছে।'

এস সি সির পাঞ্চারদের জানালাবিহীন ল্যাবিস সেলুনে দলে দলে ঢুকতে দেখল ও; আর স্যাভারস্ট্রম পা বাড়াল কোর্টহাউজের দিকে।

কমিনিট বাদে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, ইংরেজ ও শেরিফ। ওদেরকে রাস্তা পেরিয়ে নিজেদের দিকে আসতে দেখল টিম ও হার্ডি।

'হার্ডি,' কাছে এসে বলল শেরিফ। 'শহরে কতজন হ্যান্ড আছে তোমার?'

'ছ'জন হবে।'

'মাউন্টেনের আছে আরও পাঁচজন,' বলল টিম। 'আর আমার চার।'

'তাতে মোট প্রায় চল্লিশটা গান হলো,' বিবেচনা করল হার্ডে। 'তোমরা তৈরি হও।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল টিম।

'বক্সে গিয়ে কব আর তার লোকেদের গ্রেপ্তার করব আমি, খুনের দায়ে,' কাটখোট্টা সুরে বলল শেরিফ। 'বাধা দেবে ওরা তাই সাহায্য চাই আমার।'

'কাকে গ্রেপ্তার করবে?' বিশ্বাস হতে চাইছে না টিমের।

'কি বললাম এতক্ষণ!' গর্জন ছাড়ল শেরিফ। 'এখন থেকে সুইটগ্রাসে আমার আইন চালু হলো, বন্দুকের আইন খতম।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল টিম।

শহরের কিছু বাছাই করা দক্ষ লোক সহ বক্স বি-র উদ্দেশে চলেছে পঞ্চাশ জনের একটা দল; শেরিফের নেতৃত্বে। গতকাল পরিস্থিতি ছিল হতাশাজনক; অথচ আজ শেরিফের দৃঢ়সঙ্কল্প আর স্যাডারস্ট্রমের সহযোগিতা আমূল পাল্টে দিয়েছে প্রেক্ষাপট।

বক্সটা দৃষ্টিগোচর হতে অসংখ্য যন্ত্রণাময় স্মৃতি এসে জড় হলো টিমের মনে। রক-অ্যান্ড-অ্যাবোড র‍্যাঞ্চহাউজ, বাঙ্কহাউজ, হে বার্ন, কামারের শপ সবই সেই পাঁচ বছর আগেকার মতই আছে।

'ওরা এখানেই আছে!' শেরিফকে বলল টিম, ইঙ্গিতে চারণভূমিতে চরে বেড়ানো পনিগুলো দেখাল। 'কবকে ধরা সহজ হবে না।'

'ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে!' কর্কশ স্বরে বলল শেরিফ। কণ্ঠের এই বজ্রকঠিন সুর দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল তার।

রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে দলটাকে থামাল শেরিফ। আপাতদৃষ্টিতে স্প্রেডটাকে ঘুমন্ত মনে হলেও সাবধানের মার নেই।

'এক কাজ করলে কেমন হয়,' প্রস্তাব পেশ করল স্যাডারস্ট্রম। 'ঘোড়াগুলোকে যদি তাড়িয়ে দিই তো ওদের পালানোর রাস্তা বন্ধ হয়। তারপর ঘেরাও দিয়ে শুধু আটক করা।'

সায় জানাল শেরিফ। 'যাও! আমরা স্প্রেডটাকে ঘিরে চেপে আসব। আগে স্টীভকে একটা সুযোগ দিতে হবে খুনেগুলোকে আমার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে।'

'ইয়ার্ডে গিয়ে ঢোকো না,' গোমড়ামুখে বলল টিম। 'ঝাঁঝরা করে দেবে।'

উপেক্ষা করল ওকে হার্ডে। 'এগোও!' আদেশ করল। 'চেপে ধরো ওদের।'

দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ল রাইডাররা, ঘিরে ফেলছে বিল্ডিংগুলোকে। দু'জন চলে গেছে চারণভূমিতে; এখন অবধি প্রতিপক্ষের কোন চিহ্ন নেই

চারণভূমি পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং লোকেরা এখন র‍্যাঞ্চহাউজ ঘিরে ঘাপটি

মেরে শুয়ে। ওয়াগন শেডের এক কোণ থেকে উঁকি মেরে শেরিফকে ইয়ার্ডে রাইড করে ঢুকতে দেখল টিম—একা। মনে হলো ওর, শয়তান ভর করেছে লোকটার ঘাড়ে; যে কোন মুহূর্তে বুলেট বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে র‍্যাঞ্চ থেকে।

বাড়িটার সামনে লাগাম টেনে চেঁচিয়ে উঠল শেরিফ। 'এই যে, তোমরা শুনছ?'

'শেরিফ নাকি?' কর্কশ একটা হাঁক ভেসে এল, র‍্যাঞ্চে প্রাণস্পন্দনের প্রথম সাড়া।

'আল কব আর তার লোকেদের জন্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি আমি।'

'তাদেরকে সত্যি সত্যি ধরে নিয়ে যাবে নাকি তুমি?' কবের গলাটা চিনতে পারল টিম।

'নিশ্চয়ই!' দৃঢ়কণ্ঠে বলল শেরিফ।

'ভাল চাইলে কেটে পড়ো শিগ্‌গিরি,' হুঁশিয়ার করল কব। 'নইলে গায়ের ফুটো গুণে শেষ করতে পারবে না!'

তাড়াহুড়ো না করে, লাগাম তুলে নিয়ে মুখ ঘুরাল শেরিফ ঘোড়াটার, হাঁটার গতিতে পেরিয়ে এল ইয়ার্ডের বাইরে। লোকটা রাইফেল রেঞ্জ ছাড়ালে স্বস্তির শ্বাস ফেলল টিম।

সূর্যাস্ত নাগাদ, শেরিফ বাহিনী ঘিরে ফেলল র‍্যাঞ্চহাউজের প্রতিটি বিল্ডিং এবং বিরতিহীন রাইফেল গর্জনের উত্থান পতন জেঁকে বসল বিস্তৃত এলাকাটায়।

র‍্যাঞ্চহাউজের সরু জানালাগুলো দিয়ে অগ্নিবর্ষিত হচ্ছে; বাঙ্কহাউজে অবস্থান গ্রহণ করেছে পাঞ্চাররা, তাদের পাল্টা জবাবে গান পাউডারের তীব্র ঝাঁঝ ভাসছে বাতাসে।

স্টীভ এই গ্যাড়াকল থেকে পরিত্রাণ পেতে কি বুদ্ধি খাটাবে, ভাবছে টিম। গুলি ঠেকানোর ঝুঁকি নেয়ার লোক সে নয়। টিম আশা করেছিল সমঝোতার প্রস্তাব পেড়ে নিজেকে ঝামেলামুক্ত করার চেষ্টা করবে ওর সৎ ভাই। হয়তো এ মুহূর্তে কবের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে স্টীভ।

সারা রাত ধরে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলল।

ভোরে, জানালা দিয়ে শেরিফ ও স্যাডারস্ট্রমকে ইয়ার্ডের ওপাশে র‍্যাঞ্চহাউজটার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে বলল টিম, 'এদের কব্জা করতে বহুত সময় লেগে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল নীল হার্ভে। 'যতক্ষণ গুলি আছে চালিয়ে যাবে ওরা।'

'একটা উপায় আছে,' হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল স্যাডারস্ট্রম। 'এক্সপ্লোসিভ! তোমরা অবশ্য আগেই কায়দাটা ব্যবহার করে ফেলেছ।'

মেইন স্ট্রীটের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলোর কথা ভেবে শিউরে উঠল টিম। 'না, আর বোমাবাজি না।' প্রতিবাদ করল।

শেরিফ ভ্রূ কুঁচকে নীরবে দাঁড়িয়ে, হাত বুলোচ্ছে গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে।

'কোন বিকল্প তো দেখতে পাচ্ছি না,' রুক্ষ স্বরে বলল ইংরেজ।

'আমার ধারণা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল টিম, 'কববে ওখান থেকে বের করতে পারলে ওর লোকেরা ক্ষান্ত দেবে। ও-ই আসলে চাঙ্গা করে রেখেছে লোকগুলোকে।'

'কব দোস্তকে কিভাবে বের করবে জানতে পারি?' শ্লেষের সঙ্গে শুধাল স্যাডারস্ট্রম।

'ওর ঘৃণা ভরা মনটায় চাপ সৃষ্টি করে,' বলল টিম।

উনিশ

একটা জানালার কাছে সরে এল টিম, গুলিবর্ষণরত পাঞ্চারটিকে চেপে যেতে নির্দেশ দিল একপাশে।

'থামো!' হাঁক ছাড়ল ও; জানালাপথে এবং প্লাগহোল তৈরি করে গুলি চালনারত পাঞ্চাররা পিছু হটে চোখে কৌতূহল নিয়ে চাইল ওর দিকে।

র‍্যাঞ্চহাউজের পক্ষ থেকে গোলাগুলি বন্ধ করাতে তিন তিনবার গলা ছাড়তে হলো ওকে।

'কববে বলো,' গর্জাল ও, 'আমার-টিম ড্রিউসের সিক্সগানের মোকাবেলা করার লায়েক এখনও হয়নি সে। সাহস থাকলে বেরিয়ে আসুক দেখি।'

ক'মুহূর্তের নীরবতা, এবার কর্কশ একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইয়ার্ডের এপারে।

'কব আসছে।'

পাঁই করে হার্ভে ও স্যাডারস্ট্রমের দিকে ফিরল টিম। 'ছেলেদের বলো ফায়ার বন্ধ করতে।' সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল। 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'বাইরে!' ইয়ার্ডের উদ্দেশে অঙ্গভঙ্গি করল ইংরেজ। 'আত্মহত্যা করতে চাও?'

'ইংরেজ বাবু, তোমার এখনও অনেক শেখার বাকি,' বলল টিম।

ক'জন পাঞ্চারকে পেছনে নিয়ে সটকে পড়েছে শেরিফ; ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ থেমে গেল গানফায়ার। র‍্যাঞ্চহাউজের ভারী দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যেতে দেখল এবার টিম। কবের দেহকাঠামো নজরে এল। দোরগোড়ায় সামান্য বিরতি নিয়ে চারধারে দ্রুত একবার নজর বুলাল, পা রাখল উঠনে।

বাঙ্কহাউজের শেষপ্রান্তে দরজাটার দিকে হেঁটে গেল টিম, বাইরে বেরিয়ে, বিল্ডিংটার কোণ ঘুরে থমকে দাঁড়াল।

বড়জোর ষাট কদম তফাতে, লোক দু'জন কাঠ হয়ে গেছে। মনে হঠাৎ একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল টিমের। এতদিন পর পুরানো হিসেব নিকেশ চুকানোর একটা মওকা পাওয়া গেছে—সময় এসেছে শোডাউনের।

শ্লথ পায়ে পরস্পরের উদ্দেশে এগোচ্ছে ওরা; টিমের প্রখর নজর কবের ডান

করা গানহ্যান্ডে, হোলস্টারের ওপরে আঙুলগুলো তীক্ষ্ণ নখরের মত প্রসারিত। ওর নিজের হাতটাও ছুঁয়ে গেল একবার গানবাটে। যে কোন মুহূর্তে অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ফোরম্যান।

ঝপ করে পড়ে গেল কবের ডান হাত। সিক্সগানটা বেরিয়ে এসে আগুন ওগরাল সাপের ছোবলের চাইতেও দ্রুত গতিতে। নিজের সিক্সগান গর্জে উঠলে গুলির শিস কাটা শব্দটা শুনতে পেল টিম। পাউডারস্মোকের মেঘে ঢাকা পড়েছে দু'টি ঝুঁকে পড়া দেহ।

ধোঁয়ার কুয়াশার আড়ালে প্রতিপক্ষকে হোঁচট খেতে দেখল টিম, ল্যাং খেয়েছে যেন. তারপর সামলে নিল। অভ্যাসবশত গুলি গুণছিল ও–ছইলে একটা অব্যবহৃত কার্তুজ আছে, পঞ্চমটা: বাঁ হাতটা ওর চাঁদুকের মতন লাফিয়ে উঠে আঁকড়ে ধরল ডান হাতের কব্জি নিশানা ভাক করল ও, বাহু অবিচল রাখছে মুঠি. এবার হ্যামার থাম করল। কবের ভাঁজ খাওয়া দেহ খাড়া হয়ে গেল গুলিটা হজম করতে। এবার মরা সাপের মত ঢিল হয়ে গেল সিক্সগান ধরা হাতটা, শিথিল আঙুল থেকে খসে পড়ল ধূমায়িত মারণাস্ত্র এবং বিশাল দেহ নিয়ে ওটার ওপর পতিত হলো ফোরম্যান। একবার মাত্র কেঁপে উঠল লোকটা–তারপর স্থির হয়ে গেল।

টিম তার ·৪৫ হোলস্টারে ভরে র‍্যাঞ্চহাউজের দিকে হেঁটে গিয়ে ডান হাতটা তুলে চেঁচাল, 'শোনো! আমাদের হাতে এখন সমস্ত তাস, তার মধ্যে বোমাও রয়েছে। আঁধার নামলে উড়িয়ে দেয়া হবে তোমাদের। ভাল চাইলে সারেন্ডার করো।'

'যাতে আমাদের গাছে ঝোলাতে পারো!' অদৃশ্য এক প্রতিরোধকারী চেঁচিয়ে বলল।

'কেউ তোমাদের ঝোলাবে না!' পাল্টা বলল টিম। 'ভেবে দেখো।' ঘুরে পা বাড়াল ও বাঙ্কহাউজের উদ্দেশে।

গোলাগুলি আর চালু হয়নি এরপর। মিনিট দশেক পর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকেরা র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে। বাঙ্কহাউজের একটা জানালা দিয়ে গুণছে টিম: দশ, এগারো, বারো, কিন্তু এখনও স্টীভের দেখা নেই। মাথার ওপর হাত তুলে ইয়ার্ডে জড় হচ্ছে লোকগুলো। আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘেরাও করছে ওদের পাঞ্চাররা আর পসির লোকেরা।

র‍্যাঞ্চহাউজে দৌড়ে ঢুকল টিম, ঘরে ঘরে তল্লাশী করছে। একটা ঘরে তিনজন আহতের দেখা পেল, কিন্তু সৎ ভাইটির চিহ্ন নেই। বন্দীদের অবরোধ করা পাঞ্চারদের কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে এল ও। 'কেউ স্টীভ ড্রিউসের কোন খবর জানো?' চিৎকার করে বলল।

ক্লান্ত এক রাইডার থুথু ফেলল মাটিতে। 'ওকে খুব সম্ভব জাহান্নামে পাবে।'

'স্যাম ইংলিশ সাবাড় করেছে ওকে,' স্বেচ্ছায় বলল আরেকজন। 'একা এসেছিল লোকটা, বসের পাত্তা জেনে নিয়ে সোজা গুলি করে দিল। একই গর্তে

কবর দেয়া হয়েছে দু'জনকে।'

স্থাণুবৎ শুনে গেল টিম। তারমানে নিজে মরবে জেনেও শত্রুকে খতম করে গেছে স্যাম। স্টীভ সবচাইতে যেটা ভয় পেত–তপ্ত সীসা–তা-ই ওর শেষ ডেকে আনল।

পসি ও বন্দীদের নিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে নীল হার্ভে। এক ওয়াগন বোঝাই লোক ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে তার পেছন পেছন। দু'জন তিনজন করে শহরমুখো হতে লেগেছে পাঞ্চাররা। সিরন আর টিমও ফিরে চলল।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে ব্ল্যাকওয়াটার হিলসে,' কথা তুলল সিরন। 'তুষার পাতের আগেই খতম হয়ে যাবে তিন ক্যাপ্তান। বস্তুটা সময় মতই এসে গেল তোমার হাতে।'

'স্টীভের বৌয়ের কথা ভুলে গেছ?' হাসল টিম. 'স্প্রেডটা ও-ই তো পাবে। আমি অবশ্য বোনাসের টাকাটা ডবল করে দেব ভাবছি। আর মেয়েটাকে অনুরোধ করব সবাইকে যাতে কাজে নেয়।'

'আমি থাকছি না!' গমগমে স্বরে বলল সিরন। 'কোন মহিলার আন্ডারে চাকরি করা সম্ভব না।'

শহরে পৌঁছে, ল্যাবিস সেলুনে গিয়ে ঢুকল ওরা দু'জন। কাঁচবিহীন জানালাগুলো দন্তহীন মুখের মতন হাঁ করে রয়েছে রাস্তার দিকে, কিন্তু ভেতরে ঘরভর্তি পাঞ্চাররা গলা থেকে ট্রেইলের ধুলো ঝাড়তে ব্যস্ত। ব্যাকবার আয়না একটা; আঁকাবাঁকা ফাটল, বুলেটের কাজ। ফাটা কাঁচের মধ্যখানে, প্রেস থেকে সদ্য টাইপ করিয়ে আনা একটা কাঁচা নোটিশ সাঁটা:

অস্ত্র জমা রাখো!

নীল হার্ভে, শেরিফ।

চারধারে নজর বুলিয়ে কোন গানবেল্ট দেখতে পেল না টিম। ওরা দু'জনও নিজেদের গানবেল্ট খুলে ঠেলে দিল বারের ওপর।

ওয়ারেন্টের কথাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না টিম, একটা বীয়ার গিলে কোর্টহাউজের উদ্দেশে তড়িঘড়ি এগোল। বুড়ো শেরিফ তখন তার ডেস্কে বসা। গসলিনকেও ওখানে দেখে অবাক হলো টিম।

লোকটাকে কঠোর চোখে নিরীখ করে একটা খাড়া পিঠের চেয়ার টেনে নিল ও। 'লেজি হ্যামারের খুনের দায়ে যে ওয়ারেন্টটা বের করা হয়েছিল সেটা এখনও জ্যান্ত আছে নিশ্চয়ই?' শেরিফের কোন ভাবান্তর নেই দেখে বলে চলল, 'আমার বক্তব্যটাও শুনে রাখো।' ইন্ডিয়ান ক্যাম্পগ্রাউন্ডে মার্সিয়া নোলানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মাইকের স্বীকারোক্তির কথা খুলে জানাল।

একটা সিগার ধরিয়েছে হার্ভে।

'ওই স্বীকারোক্তির কোন মূল্য নেই,' বলল। 'প্রথম কথা স্বীকারোক্তিটা মৌখিক এবং ওটার কোন সাক্ষী নেই। দ্বিতীয় কথা আমার ধারণা ও চাপের মুখে ওটা বলতে বাধ্য হয়েছিল।'

হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল টিম।

'জানতাম তুমি এটাই বলবে। আমার কথা বিশ্বাস না করলে...'

'তোমার কথার দরকার নেই,' হার্ভে হাসছে এখন, দারুণ উপভোগ করছে যেন ব্যাপারটা। 'খুনীর সন্ধান পেয়ে গেছি আমি। তোমাকে লেজির কেবিন দেখিয়েছিল যে বুড়োটা তার কথা মনে নেই? হ্যাঁ, তো, ব্যাটা তোমরা চলে যাওয়ার পরও ব্যাপার কি দেখার জন্যে ঘাপটি মেরে ছিল আশপাশে। লেজি কেবিনে ঢোকার পর পার্ভিসকে ঢুকতে দেখেছে সে। তার একটু পরেই পার্ভিস নাকি হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। পার্ভিস্ এখন আমার হাতে। খুনের কথাও স্বীকার করেছে। ফাঁসি হবে ওর। ও-ই বলল, লেজি নাকি কাপড়চোপড় গোছাচ্ছিল কেটে পড়বে বলে, সে সময় ওকে খতম করে দিয়েছে।'

'কিন্তু কিভাবে...' শুরু করেছিল টিম।

একটা হাত তুলল হার্ভে।

'টিম, তিন কাপ্তান আমাকে এতদিন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। কিন্তু দড়িটা গলায় চেপে বসতে আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। কব ওর নেকড়েদের বেসিনে ছেড়ে দেয়ার পর আর চুপ থাকা যায়, তুমিই বলো? আর হ্যাঁ,' বিরক্তি নিল শেরিফ। 'গর্সলিন তার দোষ স্বীকার করেছে।'

অবাক হয়ে চাইল টিম।

'তুমি কোর্টে চার্জ আনলে বিত্তের অর্ধেকটা পেয়ে যাবে,' বলল উকিল। 'বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা ভুয়া ছিল প্রমাণ হয়ে যাবে আদালতে।'

'তোমাকে তো বেঁধে রাখা উচিত,' রাগের সঙ্গে বলল টিম।

'কেন,' পাল্টা জবাব চাইল গর্সলিন। 'আমি যা করেছি সব জানের ভয়ে। আমি একা না, এই যে শেরিফ নীল হার্ভে সে এতদিন কি করেছে?'

মাথা নত হয়ে গেছে শেরিফের।

'দেরিতে হলেও হার্ভের যে বোধোদয় হয়েছে আমি তাতেই খুশি।'

'এখন থেকে অন্য এক হার্ভে, অন্য এক সুইটগ্রাস দেখবে কথা দিচ্ছি,' শেরিফ বলল।

শেরিফের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে এল টিম। মার্সিয়ার সঙ্গে কথা বলে সঙ্গীদের একটা হিল্লে করা যায় কিনা দেখতে হবে। কাউন্টারটাউনটার নিজস্ব অলসভঙ্গি ফিরে এসেছে। ফুটপাথ ধরে হাঁটা-চলা করছে শহরবাসী, জনৈক স্টোরকীপার জানালায় বোর্ড লাগাচ্ছে, এক লোলচর্ম বৃদ্ধ শেডে গুটিসুটি মেরে বসে কান খোঁচাচ্ছে।

হোটেলের লবিতে পাওয়া গেল মার্সিয়াকে। শেরিফের মত এ-ও যেন নবজীবন লাভ করে উৎসাহ-উদ্দীপনায় টগবগিয়ে ফুটছে।

'খোদাকে হাজার শোকর,' বলে উঠল মেয়েটি। 'বেসিনটাকে সাফ-সুতরো করতে পেরেছ তুমি। ভদ্রলোকেরা এখন অন্তত নিশ্চিন্তে বাস করতে পারবে এখানে।'

হুঙ্কারে ওর পাশে বসে পড়ল টিম।

'স্টীভের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'এক ফোঁটা পানিও পড়েনি,' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল মার্সিয়া। 'একটা বাজে বিয়েতে জোর করে আমাকে বাধ্য করেছিল ও, ওর জন্যেই মারা পড়েছে আমার নিরীহ বাপটা,' শেষ দিকে বুজে এল ওর গলা। 'বাদ দাও; বক্সটার দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছ কখন?'

'মার্সিয়া,' দৃঢ়স্বরে বলল টিম। 'বক্সের অর্ধেকটা তোমার।'

'স্টীভের কোন কিছুই চাই না আমার,' পাল্টা বলল মার্সিয়া। 'যাকে কোনদিন ভালবাসিনি তার কিছুই আমি নিতে পারব না। তোমাকে ঠকিয়ে ওটা পুরোটা হাত করে নিয়েছিল স্টীভ। ও এখন নেই ওটা তোমার। তাছাড়া আমার বাবার র‍্যাঞ্চটা আছে না, সেটা দেখবে কে? ওটা চালাতেও তো একজন পুরুষ মানুষ দরকার।'

'তোমার মত সুন্দরীর আবার উপযুক্ত মানুষের অভাব নাকি?'

'মেয়েরা যাকে তাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারে না, বুঝলে?' টিমের চোখে সরাসরি চোখ রাখল ও। 'দেখো, টিম ক্লিভিস, একবার তুমি আমাকে অপমান করে চলে গেছিলে, কিন্তু সে সুযোগ দ্বিতীয়বার আর পাচ্ছ না তুমি। আমার একবার বিয়ে হয়েছে বলে কি আমাকে ঘেন্না করবে তুমি?'

'ছি, মার্সিয়া, তুমি এসব কি যা তা কথা বলছ?' আবেগে কেঁপে গেল টিমের কণ্ঠ।

উঠে দাঁড়িয়েছে তখন ওরা, মুখে হাসি মেখে আকুল কণ্ঠে বলল মার্সিয়া, 'আমাকে তুমি গ্রহণ করো, টিম, তোমাকে যে আমার ভীষণ প্রয়োজন।'

'দুষ্টু কোথাকার, আমার মনের কথাটা তুমি আগেভাগে বলে দিলে?' হেসে উঠে বলল টিম, বুকে টেনে নিল প্রেমিকাকে।

* * *